শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

বৈদেশিকী

বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও বিশ্বমানব সংস্কৃতির প্রামাণ্য পরিচয়-গ্রন্থ। মনস্বী লেখকের নিজের চোখে দেখা, নিজের সংগ্রহ, নিজের উপলব্ধি।

বেঙ্গল পাবলিশার্স

বৈদেশিকী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

বেঙ্গল পাবলিশার্স্
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

বেঙ্গল পাবলিশার্স্‌-এর পক্ষে
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, বিক্রম-সংবৎ ২০০০
মূল্য আড়াই টাকা

প্রথম হইতে ১১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভিক্টোরী কোম্পানী ১৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীহরিপদ দাস দ্বারা, ও অবশিষ্টাংশ শ্রীপতি প্রেস ১৪ ডি-এল রায় ষ্ট্রীট,
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত বিভিন্ন দেশের ইতিকথা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ কিছু-কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহ এই গ্রন্থে একত্র প্রকাশিত হইল। বিশ্ব-মানব-সংস্কৃতি সম্বন্ধে লেখকের অধ্যয়ন ও উপলব্ধির নিদর্শন এইগুলিতে পাওয়া যাইবে। 'দের্‌দ্রিউ', 'ব্রুন্‌হিল্ড', 'রাজা কেসর' প্রভৃতির কাহিনী জগতের কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডারে মহার্ঘ রত্ন; মাতৃভাষার মাধ্যমে এই রত্নগুলি বঙ্গভারতীর চরণে গ্রন্থকার উপস্থাপিত করিয়াছেন। যাঁহারা মানব-প্রেমিক, এবং সাহিত্যের বড় জিনিসের প্রতি যাঁহাদের দরদ আছে, তাঁহারা এই উপাখ্যান ও নিবন্ধগুলি হইতে প্রচুর আনন্দলাভ করিবেন। আশাকরি এই মূল্যবান্‌ সঞ্চয়ন জনসাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিবে।

শারদীয়া মহাষ্টমী,
বাঙ্গালা সন ১৩৫০ সাল,
বিক্রম-সংবৎ ২০০০।

শ্রীপ্রকাশক

সূচীপত্র

বিশ্ব-মানব-সংস্কৃতি-কেন্দ্র

বিশ্বভারতী

॥ যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীডম্ ॥

তৎপ্রতিষ্ঠাতা বাক্‌পতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ

শ্রীচরণোদ্দেশে

দীপাবলী
বঙ্গাব্দ ১৩৫০,
বিক্রম-সংবৎ ২০০০,
খৃষ্টাব্দ ১৯৪৩

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মাতা মে পার্বতী দেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ, স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥
ভ্রাতরো মানবাঃ সর্বে, বিশ্বং শিবাত্মকং জগৎ ॥

* * * *

গুহ্যম্ ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি,
ন মানুষাচ্ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ ॥
—মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৯৯।২০ ॥

বৈদেশিকী

দেরড্রিউ

[ইহা আয়র্লাণ্ডের আইরিশ জাতির মধ্যে প্রচলিত একটী প্রসিদ্ধ গল্প—আইরিশ ভাষায় Oidhe Chloinne Uisnigh অর্থাৎ 'উশ্‌্ইনিঘ্, বা উইস্‌নেথ্-এর বংশের বিনাশ' নামে সুপরিচিত, 'এরিন্ (বা আয়র্লাণ্ড)-এর তিন বিষাদ-কাহিনী'র মধ্যে অন্যতম। গল্পের পাত্রপাত্রীগণ অনেকটা ঐতিহাসিক বলিয়া অনুমান হয়—মূল ঘটনার কাল আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দী। ঐ সময়ে আইরিশ জাতির নিজস্ব বিশেষ একটী সভ্যতা ছিল—এই সভ্যতা গ্রীস ও ইটালীর সভ্যতা হইতে স্বতন্ত্র, ইহা কেল্‌টিক-জাতীয় ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্যগণের সৃষ্ট সভ্যতার একটী শাখা ছিল। আইরিশ জাতির এই আদিম সভ্যতা পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে খ্রীষ্টান ধর্মের সহিত রোমের প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়া আরও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়, এবং আয়র্লাণ্ডের খ্রীষ্টানী সভ্যতা ঐ দেশের প্রাচীন সভ্যতার ধারাকে অব্যাহত রাখে। খ্রীষ্টান আয়র্লাণ্ড লাটিন ও আইরিশ বিদ্যার একটী বিখ্যাত কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইংরেজদের দ্বারা আয়র্লাণ্ড-বিজয় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্য-ভাগ পর্য্যন্ত, আয়র্লাণ্ডের নিজের এই সভ্যতার এবং আইরিশ ভাষার সাহিত্যের ক্রমবর্ধনশীল উন্নতি ঘটিতেছিল, কিন্তু ইংরেজের সংসর্গে আয়র্লাণ্ডের ভাষার ও সংস্কৃতির উচ্ছেদ-সাধন ঘটিতে থাকে। আর্য্য-জাতীয় প্রাচীন আইরিশ বীর-পুরুষ ও বীরাঙ্গনাদের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া প্রাচীন আয়র্লাণ্ডের অনেক চারণ ও কবি, গাথা এবং গদ্যকাব্য রচিয়া গিয়াছেন। ওইশিন্ (Oisin) বা ওশিয়ান (Ossian) এই কবিদের মধ্যে একজন প্রধান। এই-সকল প্রাচীন ইতিকথা ও কাহিনী আয়র্লাণ্ডের আইরিশ ও আইরিশ-বংশ-সম্ভূত স্কটলাণ্ড-বাসী গেলিক হাইলাণ্ডারদের মধ্যে এখনও সমধিক প্রচলিত আছে। আয়র্লাণ্ডের আইরিশ ও স্কটলাণ্ডের গেলিক-ভাষী হাইলাণ্ডারদের সঙ্গে বিজেতা ইংরেজদের বহুকাল ধরিয়া অহি-নকুল সম্বন্ধ থাকায়, সভ্যতাভিমানী

গেল জাতি বর্বর ও হেয় জাতি বলিয়া বিবেচিত
ইংরেজের নিকট আইরিশ জাতি ও পাহাড়িয়া হওয়ায়, এবং আইরিশ ভাষা অতি দুরূহ—এই-সমস্ত কারণে, ইউরোপীয় সভ্যজগতে এই-সকল প্রাচীন বীর-গাথা বহুকাল ধরিয়া খনিগর্ভস্থ রত্নের ন্যায় অজ্ঞাত ছিল। কিছুকাল যাবৎ আধুনিক ইউরোপের কৌতূহলের ফলে এবং আইরিশ জাতির মধ্যে জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে, এগুলির উদ্ধার ও চর্চা, অনুবাদ ও আলোচনা, এবং প্রচার চলিতেছে,—ইংরেজীতে এই প্রচার-কার্য্য আইরিশ-জাতীয় লোকের দ্বারাই অনেকটা হইয়াছে। একটী সমগ্র জাতির এই প্রাচীন উপাখ্যানগুলি বর্ণনা-দক্ষতায়, মনোহারিত্বে, কবিত্বে, সত্যানুসারিতায় এবং চিরন্তনত্বে ইউরোপীয় টিউটন জাতির Edda এদ্দা ও Saga সাগার উপাখ্যানের, বা মধ্য-যুগের Arthur আর্থর রাজার অনুচর বীরগণের বিখ্যাত গল্পগুলির পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং প্রাচীন ভারত ও গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনী ও ইতিকথাবলীর নিকটেও সগৌরবে দাঁড়াইতে পারে।

আমাদের দেশের কোনও বিশিষ্ট পুরাণ-কাহিনী যেমন ঈষৎ বিভিন্ন রূপে একাধিক পুস্তকে পাওয়া যায়, এবং এই-সকল পুস্তকের বয়স ধরিয়া বিচার করিয়া দেখিলে কাহিনীটীর যেমন একটী ক্রমবিকাশ দেখা যায়, আয়র্লাণ্ডের পুরাণ-কাহিনীগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। নিম্নলিখিত উপাখ্যানটীর প্রাচীনতম রূপ আমরা পাই Book of Leinster নামক বিখ্যাত প্রাচীন-আইরিশ হস্তলিখিত পুঁথিতে; এই পুঁথির লিখন-কাল খ্রীষ্টীয় ১১৫০; ইহাতে কতকগুলি পুরাতন আখ্যায়িকা আছে। জর্মান পণ্ডিত Ernst Windisch তাঁহার Irische Text-এর প্রথম খণ্ডে ১৮৮১ সালে লাইপ্‌সিক নগরী হইতে Book of Leinster-এ রক্ষিত এই উপাখ্যানের মূল আইরিশটী প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ১৮৯২ সালে পারিস হইতে ফরাসী পণ্ডিত H. d' Arbois de Jubainville তাঁহার Cours de Litterature Celtique-এর পঞ্চম খণ্ডে ইহার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। মধ্য ও আধুনিক আইরিশে এবং স্কটলাণ্ডের গেলিক ভাষায় এই গল্পের কুড়িটীরও অধিক বিভিন্ন পুঁথি ও পাঠ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে Alexander Carmichael কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত গেলিক ভাষার পাঠটী উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালে যে সকল আয়র্লাণ্ডের কবি ও নাট্যকার ইংরেজী ভাষায় রচনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই (যথা Sir Samuel Ferguson, J. M. Synge, W. B. Yeats) এই গল্পটী ইংরেজীতে প্রচার করিয়াছেন, বা ইহার আশ্রয় লইয়া নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে ইহার লোকপ্রিয়তা বুঝা যায়। গল্পটীকে এক হিসাবে 'আয়র্লাণ্ডের রামায়ণ' বলা যায়—

যেমন Tain Bo Cualigne নামক উপাখ্যানকে 'আয়র্লাণ্ডের মহাভারত' আখ্যা দেওয়া যায়। আয়র্লাণ্ডের পুরাণ-কাহিনী সাধারণতঃ গদ্যে নিবদ্ধ, কেবল মধ্যে-মধ্যে কবিতা থাকে। নিম্নে বাঙ্গলায় যে রূপটী প্রদত্ত হইল, সেটী মুখ্যতঃ প্রাচীনতম রূপের সংক্ষিপ্তসার, তবে পরবর্ত্তী রূপ হইতে কিছু-কিছু গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং দুই একটী কবিতা ইত্যাদি পরবর্ত্তী পাঠ হইতে গৃহীত।]

Ulad উলাদ্ বা Ulster অল্‌স্টর-এর রাজা Conchobar কোন্‌খোবার[1] সদলে Fedelmid ফেদেল্‌মিদ্[2] নামক তাঁহার একজন অনুচরের গৃহে নিমন্ত্রিত হন। সেখানে সকলে মিলিয়া পান ও ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে গৃহস্বামীর পত্নীর একটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

রাজার সঙ্গে একজন পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল Cathbad কাথ্‌বাদ্। তখনকার দিনে অ-খ্রীষ্টান আইরিশদের মধ্যে পুরোহিত একাধারে দেবযাজক, ভাট বা চারণ, বন্দনা-পাঠক, জ্যোতিষী, ভবিষ্যদ্বক্তা, সমস্তই হইতেন। এই পুরোহিত, শিশুর জন্মের কথা শুনিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—"এই মেয়ে হ'তে অল্‌স্টর্ প্রদেশে ভবিষ্যতে অনেক রক্তপাত ও হানি হবে।"

এই কথা শুনিয়াই রাজার যোদ্ধারা চীৎকার করিয়া বলিল—"অমন শিশুকে এখনই মেরে ফেলা হোক্।" কিন্তু রাজা বলিলেন—"না, তা

১ এই নামটীর (অন্য আইরিশ নামের মত) প্রাচীন ও আধুনিক ভেদে নানা রূপ আছে—Concobar, Conchobar, Conchobhar, Conhovar, Conowr, Conor, Cnochur; প্রাচীনতম রূপ—দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার যুগে ছিল *Kuno-kobros, তাহারই ক্রমিক পরিবর্তন-জাত এই রূপগুলি। স্কটলাণ্ডে Conachar কোনাখার রূপেও নামটি মিলে।

২ Fedelmid—প্রাচীন রূপ, পরবর্ত্তী কালে Feilimidh ফেইলিমি, বা Feilim ফেইলিম্।

হবে না; মেয়েটীকে কা'লই আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে' দেওয়া হোক্, আমি ধাই রেখে তাকে পালন ক'র্‌বো, আর সে যখন বড় হবে তখন আমি নিজে তাকে বিবাহ ক'র্‌বো, তা হ'লে তার থেকে কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকবে না।"

শিশুটীর জন্মের পরেই পুরোহিত কাথ্‌বাদ তাহাকে নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহার হাতে শিশুটী অস্থির হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। এই ব্যাপার হইতে কাথবাদ তাহার নাম দিলেন "দের্‌দ্রিউ", অর্থাৎ "যে কোনও কিছুর বিরুদ্ধে অস্থির ভাবে লড়ে বা ঝাঁপাঝাঁপি করে"[৩]। রাজার অনুমতি অনুসারে দের্‌দ্রিউকে রাজার আশ্রয়ে লইয়া যাওয়া হইল, এবং Leborcham লেবোর্খাম্ নামে একজন ধাত্রীর হাতে শিশুকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইল। ধাত্রীর কাছে লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি যত্নের সহিত সে পালিত হইতে লাগিল। ক্রমে সে বড় হইল, এবং শ্রেষ্ঠা সুন্দরী হইয়া উঠিল। দের্‌দ্রিউর শিক্ষক, ধাত্রী, ও দাসী ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ছিল।

---

৩ Derdriu—প্রাচীন আইরিশ রূপ। নামটী বাঙ্গালা ভাষায় কিম্ভূতকিমাকার লাগিবে, কিন্তু আমাদের 'দ্রৌপদী', 'শ্রুতকীর্ত্তি' ইত্যাদি নামের তুলনায় বিশেষ শ্রুতিকটু নহে। Derdriu নামের অন্য কতকগুলি রূপ-ভেদ আছে—যথা Deirdre দেইর্দ্রে, Deirdire দেইর্‌দিরে; এবং Deiridire, Dearduil, Deurduil, Dearshuil, Diarshula, Dearthula প্রভৃতি কতকগুলি রূপ স্কটলাণ্ডে গেলিক-ভাষীদের মধ্যে প্রচলিত। অষ্টাদশ শতকে James Macpherson নামে স্কচ লেখক ইংরেজী ভাষায় গেলিক কবি Ossian-এর যে কাব্যের আখ্যায়িকার সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি নামটীর Darthula রূপে একটী 'মার্জিত' সংস্করণ ব্যবহার করেন—গেলিক ভাষায় এই Darthula-র মূল রূপ হইতেছে Dart-huile, অর্থ 'বিশালনেত্রা' বা 'সুলোচনা'। এখানে প্রাচীনতম আইরিশ রূপ হিসাবে Derdriu রূপটীই ব্যবহৃত হইল; "দের্‌দ্রিউ" শব্দের সংস্কৃত প্রতিরূপ "দর্দরা" হইতে পারে।

একদিন শীতকালে সমস্ত পৃথিবী তুষারে ঢাকিয়া গিয়াছে। যে দুর্গে দের্‌দ্রিউ থাকিত, তাহার চারিদিকে যেন শুভ্র বসন বিছানো রহিয়াছে। সে দিন আহারের জন্য একটী গো-বৎস বধ করা হইয়াছিল, তাহার রক্ত সেই তুষারের উপর পড়িয়া আছে, এমন সময়ে মিশ-কালো এক দাঁড়কাক উড়িয়া আসিয়া সেই রক্তটুকু খাইতে লাগিল। দের্‌দ্রিউ তাহা দেখিয়া তাহার ধাত্রীকে বলিল—"যার মাথার চুল ঐ দাঁড়কাকের মতন কালো, গালের রঙ ঐ রক্তের মতন লাল, আর গায়ের রঙ ঐ বরফের মতন সাদা, তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিবাহ ক'র্‌বো না।" লেবোর্খাম বলিল, "সে রকম লোকের সাক্ষাৎ দুর্ঘট নয়—রাজার অনুচরদের মধ্যে একজন যুবক আছে, কেবল তারই চেহারায় ঐ তিন রঙ আছে, তার নাম হ'চ্ছে Noise নোইশি[৪], সে Usnech উস্‌নেখ্[৫]-এর ছেলে।" দের্‌দ্রিউ উত্তর দিল,—"তাকে না দেখ্‌তে পেলে আমার জীবনে আর আনন্দ নেই।"

ঠিক এই সময়ে নোইশি রাজপ্রাসাদের এক প্রাচীরের উপরে পরিখার ধারে নিজ বজ্র-গম্ভীর স্বরে গান গাহিতেছিল। উস্‌নেখ্-পুত্র নোইশি অতি সুমধুর কণ্ঠে গান করিতে পারিত। তাহার গান শুনিয়া দোহনের কালে গাইয়ে অধিক দুধ দিত, সকল লোকে তাহার গানে অপূর্ব আনন্দ পাইত। উস্‌নেখ্-এর তিন পুত্র খুব শূর-বীর ছিল; এবং তিন ভাই যখন পিঠাপিঠি অস্ত্রধারণ করিয়া দাঁড়াইত, সমগ্র অল্‌স্টর-এর যোদ্ধারা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়িয়া কিছু করিতে পারিত না। তিন ভাইয়ে ভালবাসা ছিল অসাধারণ। শিকারে তাহারা ছিল ডালকুত্তার মত ক্ষিপ্রগতি—দৌড়িয়া গিয়া হরিণ ধরিয়া বধ করিত।

---

৪ অন্য রূপ—Naisi, Naoise, Naois, Naoisne, Naosnach, Naoisneach, Nathos ইত্যাদি। প্রাচীনতম রূপ—Noise.

৫ অন্য রূপ—Uisneg, Uisneach, Usna, Uisne, Uisneachan, Usnoth, Snitheachan, Sniothachan.

নোইশি একা-একা গান করিতেছে, এমন সময়ে দের্‌দ্রিউ তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। পরস্পরকে দেখিয়া ইহারা মুগ্ধ হইল। দের্‌দ্রিউ যে কে, তাহা নোইশি জানিত। সে দের্‌দ্রিউকে বলিল—"বৎসতরীর ন্যায় সুন্দরী কুমারী, তুমি নর-বৃষ অল্‌স্টর-রাজের বাগ্‌দত্তা—তুমি এখানে কেন?" দের্‌দ্রিউ বলিল—"আমি রাজার রাণী হ'তে চাই না, তুমিই আমার স্বামী।" নোইশি কাথ্‌বাদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করিয়া বলিল,—"সে হ'তে পারে না।" দের্‌দ্রিউ বলিল, "তাহ'লে তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌ছ?" নোইশি বলিল—"হাঁ।" দের্‌দ্রিউ তখন নোইশির কাছে গিয়া তাহার দুইটী কান দুই হাতে ধরিয়া বলিল—"তোমার দুই কানের দিব্য, যদি তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে ক'রে নিয়ে না যাও, তাহ'লে চিরকালের জন্য যেন লজ্জা আর অপমান তোমার নামের সঙ্গে জড়িত থাকে।" নোইশি তখন আর দের্‌দ্রিউর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। সে মনের আনন্দে গান করিতে লাগিল।

নোইশির দুই ভাই Andle আন্দ্‌লে[৬] ও Ardan আর্দান্ ভাইয়ের খোঁজে আসিয়া তাহাকে দের্‌দ্রিউর সঙ্গে দেখিল। নোইশি তাহাদের সব কথা বলিল—সে দের্দ্রিউকে বিবাহ করিবে। ভাইয়েরা বলিল, "ব্যাপার গুরুতর, অল্‌স্টর-এর লোকেদের হাতে তা হ'লে আমাদের বিপদ ঘ'ট্‌বে। কিন্তু তা ব'লে তুমি তো দের্‌দ্রিউকে ছেড়ে যেতে পারো না। তার চেয়ে চলো, আমরা চারজনে বরং অল্‌স্টর ছেড়ে অন্য দেশে পালাই।"

এইরূপে নোইশি দের্‌দ্রিউকে বিবাহ করিয়া দুই ভাইয়ের সঙ্গে দক্ষিণ আয়র্‌লাণ্ডে গেল, কিন্তু কোন্‌খোবার রাজা গুপ্ত ভাবে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিপন্ন হইয়া অবশেষে নোইশি তাহার অনুচরবর্গকে Eriu এরিউ বা Erin এরিন্ অর্থাৎ আয়র্‌লাণ্ডে

[৬] অন্য রূপ—Ainnle, Ainle, Aille, Aillein, Aluinn, Althos.

রাখিয়া, Albion আল্‌বিওন্ বা স্কটলাণ্ডে চলিয়া গেল—সঙ্গে দের্‌দ্রিউ ও দুই ভাই। স্কটলাণ্ডে একটী অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্য প্রদেশে তাহারা বাস করিতে লাগিল। একটী ছোট হ্রদের তীরে তাহারা গিয়া উঠিল। পাহাড়ের গায়ে বনে-জঙ্গলে এবং হ্রদের ও আশ-পাশের দ্বীপে শিকারী কুকুর ও বাজপাখী লইয়া তাহারা শিকার করিত, এবং শিকার-লব্ধ মাংসের দ্বারাই জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিত। তাহাদের গায়ের অঙ্গ-বস্ত্র ছাড়া আশ্রয় ছিল না, এবং ঢাল ছাড়া অন্য শয্যা ছিল না। কিছুকাল ধরিয়া গৃহ-হীন ও অগ্নিস্থান-হীন হইয়া তাহারা চারিজনে বনে, পাহাড়ে ও সাগর-তীরে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু তাহারা খুব আনন্দে দিন যাপন করিত, এবং সকলে একসঙ্গে থাকায় দুঃখ-কষ্টের কথা মোটেই তাহাদের মনে আসিত না। শেষে তাহারা বাসের জন্য একটী খুব সুন্দর ও নিরাপদ স্থান পাইল, সেখানে আহারের দ্রব্য মৎস্য ও হরিণ-মাংস সংরক্ষণের ও রন্ধনের জন্য এবং দিবাযাপন ও নিদ্রার জন্য গাছের ডালের তৈয়ারী এবং পাতা ও ঘাসে ছাওয়া তিনটী ছোট-ছোট কুটীর প্রস্তুত করিল। তাহাদের জীবন সুখের জীবন ছিল; দের্‌দ্রিউ ও নোইশি পরস্পরকে খুব ভালোবাসিত; এবং নোইশি ও তাহার ভাইয়েরা সব কাজেই একমত ছিল।

কিন্তু তাহাদের এ সুখের জীবন বেশী দিন ধরিয়া চলিল না। নোইশিকে স্কটলাণ্ডের এক রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল—স্কটলাণ্ডের লোকেদের গোহরণ করায় তাহারা একযোগে তিন ভাইকে প্রাণে মারিতে চেষ্টা করে। এই রাজার আশ্রয়ে কিছুকাল থাকিবার পরে, দের্‌দ্রিউকে দেখিয়া রাজা তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিল, এবং নোইশি ও তাহার ভাইদের বধ করিতে নানা প্রকার প্রয়াস করিতে লাগিল। এদিকে আবার রাজার প্রজাদের সঙ্গেও শত্রুতা। স্ত্রী ও ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত নোইশিকে গুপ্ত ভাবে পলাইয়া গিয়া সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপে আশ্রয়

লইতে হইল। তাহাদের এই সব বিপদের সংবাদ স্কটলাণ্ড হইতে ক্রমে আয়র্‌লাণ্ডে গিয়া রাজা কোন্‌খোবারেরও কানে উঠিল।

রাজা কোন্‌খোবার কিন্তু দের্‌দ্রিউ ও নোইশির কথা ভুলেন নাই। দের্‌দ্রিউকে লইয়া নোইশি যে পলাইয়া গিয়াছে,—কিসে তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারেন, সে বিষয়ে চেষ্টিত ছিলেন। একদিন অল্‌স্টর-এর রাজধানী Emain এমাইন-এর গড়ে[৭] একটা খুব বড় ভোজ হইতেছিল। অনেক সামন্ত ও যোদ্ধা তাহাতে উপস্থিত ছিল। রাজা সকলকে বলিলেন—"দেখ, উসনেথ্‌-এর পুত্রেরা বিদেশে কি রকম বিপদে র'য়েছে—কেবল একটা স্ত্রীলোকের জন্য। ওরা দেশে ফিরে আসুক না কেন?" রাজার এই কথা, তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক রূপে ক্রমে নোইশি ও তাহার ভাইয়েদের কানে উঠিল। তাহারা কিন্তু কোন্‌খোবার্‌কে জানিত। নোইশি বলিয়া পাঠাইল—তাহারা ফিরিয়া গেলে তাহাদের কোনও হানি ঘটিবে না এরূপ স্বীকৃতি চাই—এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়জন সামন্ত—Fergus ফের্‌গুস্‌, Conall কোনাল্‌, Cuchulainn কুখুলাইন[৮], Dubthach দুবথাখ্‌ ও Cormac Condlongas

[৭] Emain বা Emain Macha এমাইন্‌-মাখা—উত্তর-পশ্চিম আয়র্‌লাণ্ডে Armagh আর্মা নগরের দুই মাইল পশ্চিমে বিখ্যাত স্থান—ইহার ধ্বংসাবশেষ এখন Nabhan বা Navan Fort নামে পরিচিত।

[৮] Cuchulaind বা Cuchulainn কুখুলাইন—কোন্‌খোবারের ভাগিনেয়, প্রাচীন আয়র্‌লাণ্ডের সর্ববিখ্যাত বীর। আমাদের অর্জুন, গ্রীসের আখিল্লেউস্‌ বা আকিলীস, পারস্যের রুস্তম, টিউটনীয়দের Sigurd সিগুর্ড্‌, ভোট বা তিব্বতীদের রাজা কেসর্‌ বা গেসর্‌, বা য়িহুদীদের রাজা দাউদ বা দাবীদ (David)-এর ন্যায় আয়র্‌লাণ্ডের National Hero, অর্থাৎ জাতীয় শৌর্য্যের আদর্শস্বরূপ বীর-পুরুষ। কুখুলাইনের বীরত্ব ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, শক্রকন্যা Emer এমের-এর সহিত প্রণয় ও বিবাহ, দ্বন্দ্বযুদ্ধে অজানিত ভাবে স্বীয় পুত্রকে বধ প্রভৃতি বিষয়ক গল্পগুলি ঐ যুগের কথাবলীর মধ্যে অতি উচ্চ স্থান পাইয়াছে।

কোর্‌মাক্‌ কোন্দ্‌লোঙ্গাস—ইহারা যদি কথা দেন, তবেই তাহারা ফিরিতে পারে।

রাজা কোন্‌খোবার তাহাতেই রাজী হইলেন। তাঁহার আহ্বান-বাণী লইয়া স্কটলাণ্ডে বৃদ্ধ ফের্‌গুস্‌ তাঁহার দুই পুত্র Illand Find ইল্লান্দ্‌ ফিন্দ্‌ বা সাদা ইল্লান্দ ও Buinne Borb বুইন্নে বোর্‌ব্‌ বা লাল বুইন্নেকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার একখানি ক্ষিপ্রগতি নৌকায় করিয়া সাগর পার হইয়া আয়র্‌লাণ্ড হইতে স্কটলাণ্ডে পহুছিলেন। দ্বীপের যে পাহাড়ের গায়ে অরণ্যে উসনেথ্‌-পুত্রেরা বাস করিতেছিল, সেই পাহাড়ের নীচেই খুব প্রশস্ত সিকতাময় সাগরবেলায় তাঁহার নৌকা ভিড়িল। কূলে অবতরণ করিয়া ফের্‌গুস্‌ মৃগয়া-রত যোদ্ধার মতন খুব জোরে একটা হাঁক দিলেন। তাঁহার চীৎকারের শব্দ পাহাড়ের ওপারেও অনেক দূর পর্য্যন্ত শোনা গেল। সেই সময়ে তাহাদের কুটীরের সামনে একটি গাছের তলায় ঘাসের উপরে বসিয়া নোইশি ও দের্‌দ্রিউ পাশা খেলিতেছিল। নোইশি বলিল—"আমি যেন একজন আয়র্‌লাণ্ডের লোকের হাঁক শুন্‌লুম।" কিন্তু দের্‌দ্রিউ যেন শুনিতে পায় নাই এমন ভাবে খেলিতে লাগিল।

ফের্‌গুস্‌ আবার হাঁক দেওয়ায় নোইশি পুনরায় শুনিতে পাইয়া বলিল —"নিশ্চয়ই একজন আইরিশ বীর ডাক দিচ্ছে।" দের্‌দ্রিউ কেবল বলিল—"কোনও স্কট্‌-এর গলা নয় বটে।" ফের্‌গুস্‌ এইবার তৃতীয়বার ডাক দিলেন, তখন নোইশি তাঁহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল, সে আর্দান্‌কে গিয়া ফের্‌গুস্‌কে কুটীরে লইয়া আসিতে বলিল। দের্‌দ্রিউ তখন নোইশিকে বলিল—"হায়, প্রথম আওয়াজ শুনেই আমি ফের্‌গুসের কণ্ঠস্বর চিন্‌তে পেরেছিলুম।" সে নোইশিকে প্রথমেই একথা বলে নাই, কারণ মনে-মনে তাহার এক আশঙ্কা জাগিতেছিল যে তাহাদিগকে শীঘ্রই আয়র্‌লাণ্ডে ফিরিতে হইবে, এবং সেখানে তাহার স্বামী ও দেবরদ্বয়ের নিদারুণ বিপদ

ঘটিবে। সেই অজ্ঞাত ভাবী বিপদের আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা তাহার হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া ফেলিল।

নোইশি ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয় যত্নের সহিত ফের্‌গুস-এর অভ্যর্থনা করিল, এবং দেশের খবর জিজ্ঞাসা করিল।

"কোন্‌খোবার তোমাদের নিঃশঙ্কচিত্তে ফিরে আস্‌তে ব'ল্‌ছেন—আর তোমাদের নিরাপদে রাখ্‌বার জন্য দায়ী আমি, আর অমুক, আর অমুক।"

কিন্তু দের্‌দ্রিউ বলিল—"আমাদের যাবার দরকার কি? অল্‌স্টরের রাজা কোন্‌খোবারের চেয়েও কি এখানে আমরা বেশী সুখে নেই?"

ফের্‌গুস্ উত্তর দিলেন—"মাতৃভূমি সব দেশের সেরা, মাতৃভূমি ছেড়ে বিদেশে কেউ স্বস্তিতে প্রাণ-ধারণ ক'রতে পারে না।" নোইশি-ও বলিল—"সত্য বটে, আর যদিও আমরা এই স্কটলাণ্ডে আয়র্‌লাণ্ডের চেয়ে ঢের বেশী আনন্দে আছি, তা হ'লেও স্বীকার ক'র্‌বো যে আয়র্‌লাণ্ডকেই ভালোবাসি। আমরা ফের্‌গুসের কথার উপর নির্ভর ক'রে যাবো।"

তারপর নোইশি দের্‌দ্রিউকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল। অবশেষে নোইশি ও দের্‌দ্রিউ এবং নোইশির ভাই দুইজন ফের্‌গুসের নৌকায় উঠিয়া আয়র্‌লাণ্ডের জন্য যাত্রা করিল।

যখন নৌকা অনুকূল বাতাসে পাল-ভরে পশ্চিমে আয়র্‌লাণ্ডের দিকে যাইতেছিল, তখন দের্‌দ্রিউ সজল নয়নে পূর্বে স্কটলাণ্ডের দিকে তাকাইয়া গান গাহিতে লাগিল[১]—

"সূর্য্যদেবের উচ্চ প্রাসাদ-স্বরূপ, হে সুন্দর Alba আল্‌বা, বিদায়; হে পর্বত, অধিত্যকা, গিরিদুর্গ, বিদায়; বিদায়, Dun-Suibhne সুইনির পুরী; আমার প্রভু আর থাকতে পার্‌ছেন না, যখন আমার হৃদয়ের স্বামী আমাকে সঙ্গে ক'রে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন আমিও আর দেরী ক'রতে পারি না॥

১ এই কবিতাটী আখ্যায়িকার একটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপ হইতে গৃহীত।

"Glen Masan গ্লেন্ মাসান্, গ্লেন্ মাসান্,—যেখানে হরিণেরা স্বাধীন ভাবে ছুটাছুটি করে, যেখানে আমার স্বামী আমার সঙ্গে মৃগমাংস আহার ক'রতেন, যেথায় ঝড়ের বাতাস বইলে তোমার জলের কোলে দোল খেয়ে আমার প্রভু ঘুমাতেন,—বিদায়, গ্লেন্ মাসান্॥

"Glen da Ruadh গ্লেন্ দা-রুআ, গ্লেন্ দা-রুআ—যেখানে দুপুরে বুলবুলীর নিদ্রার সময়ে ভূর্জবৃক্ষ 'মধুশিশির'-এর অশ্রু বর্ষণ করে, যেখানে আমার প্রিয়তম উঁচু hazel হেজেল-গাছের ঝোপের মধ্য দিয়ে কোকিলের কুহুধ্বনি শোনাতে আমায় নিয়ে যেতেন,—গ্লেন্ দা-রুআ, বিদায়॥

"Glen Urchy গ্লেন্ উর্‌খি, গ্লেন উর্‌খি—যেখানে উচ্চৈঃস্বরে ও বহুক্ষণ ধ'রে আমার প্রিয়তম সঙ্গীত-রবে বনকে যেন জাগিয়ে' তুল্‌তেন; আর তখন প্রতিধ্বনি—পাহাড়ের ছেলে (mac an-t-alla)—তার গিরি-কন্দরের গভীরতম প্রদেশ থেকে সুমধুর হাসির সঙ্গে উত্তর দিত,—গ্লেন্ উর্‌খি, বিদায়॥

"Glen Eitche গ্লেন্ এইৎখে, গ্লেন্ এইৎখে! যেখানে ফোঁটা-কাটা হরিণেরা বেড়ায়, যেখানে যে কুঁড়েটীকে আমি প্রথম আমার নিজের ঘর ব'লতুম সেটীকে রেখে যাচ্ছি, যেখানে আমার ও আমার প্রিয়তমের সঙ্গে একত্রে বাস ক'র্‌তে পেরে আনন্দিত হ'য়ে সূর্য্যদেব যেন আপনারও ঘর ক'রে নিয়েছিলেন,—বিদায়, গ্লেন্ এইৎখে॥

"Droighin দ্রোইয়িন্-এর সাগর, বিদায়! বিদায়, নীল সিন্ধু-তরঙ্গ, যে তরঙ্গ বেলার উপর ঝলমলে' আলোয় ভেঙে প'ড়ত; বিদায়, Dun-Fiagh ডুন্-ফিয়াঘ! কারণ আমার প্রিয়তম থাকছেন না, আর যখন আমার প্রেমাস্পদ আমায় দূরে ডাক্‌ছেন তখন আমিও দেরী ক'র্‌তে পারি না॥

"হে পূর্বদিকের ভূমি, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়; ব্যথিত হৃদয়ে আমি তোমার কূল ছেড়ে যাচ্ছি; তোমার মাঠ সুন্দর ও ফুলে পরিপূর্ণ; তোমার পাহাড়-গুলি সবুজ বনে ঢাকা হ'য়ে উঁচুতে উঠেছে; তার সমস্ত মনোরম জিনিসের সঙ্গে ঐ পূর্বদিকের দেশ স্কটলাণ্ড আমার প্রিয়॥

"আমার নোইশির আদেশ না হ'লে আমি তোমায় ছেড়ে যেতুম না; সমুদ্র-বেলার কাছে আমাদের গৃহটী আমার প্রিয়, সমুদ্র-বেলার জল ও চকচকে' বালি আমার

প্রিয়; আমার প্রিয়তমের আদেশ না হ'লে আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যেতুম না॥"

ফের্গুস আয়র্লাণ্ডের Craobh Ruadh, অর্থাৎ Red Branch বা "রক্ত শাখা" নামে বিখ্যাত যোদ্ধৃ-গোষ্ঠির অন্তর্গত ছিলেন। ঐ দলস্থ যোদ্ধাদের মধ্যে এরূপ নিয়ম ছিল, একজন অপরকে নিমন্ত্রণ করিলে সে নিমন্ত্রণ কিছুতেই প্রত্যাখান করিতে পারা যাইত না। উস্নেথ্-এর পুত্রদিগকে লইয়া ফের্গুস্ আয়র্লাণ্ডে পঁহুছিবা-মাত্র, রাজা কোন্খোবারের ষড়যন্ত্র-মত Borrach বোর্রাখ্ নামে ঐ দলের একজন যোদ্ধা ফের্গুসকে তিনদিন-ব্যাপী একটী বৃহৎ ভোজে নিমন্ত্রণ করিল। ফের্গুস্ উস্নেথ্-পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার দলের নিয়ম পালন করিতেই হইবে। তিনি নোইশিকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি করা যায়, এবং উদার-হৃদয় নোইশি তাঁহাকে বলিল যে তাঁহার ঐ নিয়ম পালন করাই উচিত।

তখন নোইশি, দের্দ্রিউ ও নোইশির ভাইদিগকে নিজের পুত্রদ্বয়ের হাতে (ইল্লান্দ্ ও বুইন্নের হাতে) সমর্পণ করিয়া, ফের্গুস্ উৎকণ্ঠা-পূর্ণ চিত্তে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেন। তাঁহার মনে আশঙ্কা হইতেছিল যে, তিনি সঙ্গে না থাকিলে হয় তো নোইশি প্রভৃতির সমূহ বিপদ ঘটিবে।

দের্দ্রিউ পতিকে বলিল—"যখন ভোজের জন্য ফের্গুস্ আমাদের ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে, তখন ব্যাপার ভাল বোধ হ'চ্ছে না।" ফের্গুস্-এর ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত, এমাইন্-গড়ে রাজা কোন্খোবারের বাড়ীর দিকে সোজাসুজি না যাইয়া, উপকূলের কাছে একটী দ্বীপে অবস্থান করিবার জন্য স্বামীর কাছে সে প্রার্থনা করিল। তাহার মনে একটী ভীষণ আশঙ্কার ভাব জাগিতেছিল, এবং আশু বিপৎপাতের অনেক অশুভ লক্ষণ সে দেখিতেছিল—তাহার বোধ হইতেছিল যেন তাহার সামনে

একটা রক্তের মেঘ ভাসিতেছে এবং সেটা এমাইন-এ রাজার বাড়ীর উপরে ঘুরিতেছে।

ফের্গুস্-এর পুত্রেরা কিন্তু বলিল যে একেবারে রাজার কাছে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার কথা আছে; এবং তা' ছাড়া যখন তাহাদের পিতা তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন ভয় কি? তবুও দের্দ্রিউ বলিল—"বেশ, তবে আমরা Dun-Dalgan ডুন্-দাল্গান-এ কুখুলাইনের কাছে প্রথমে যাই, তারপর তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে' এমাইন-গড়ে যাবো।" কিন্তু নির্ভয়-চেতা নোইশি বলিল—"অপরের সাহায্য ভিক্ষা ক'রতে তার দ্বারে যাওয়ার আমাদের আবশ্যক নেই।"

এইরূপে ফের্গুস্-এর পুত্রদের সঙ্গে তাহারা এমাইন-এ গেল। দের্দ্রিউর চক্ষে দুর্নিমিত্তগুলি ক্রমশঃ যেন বাড়িতেছে বোধ হইল। এমাইন-এ পঁহুছিবার পরে থাকিবার জন্য তাহাদের বড় মাঝের-কামরাযুক্ত একটী বাড়ী দেওয়া হইল। কিন্তু রাজা কোন্খোবারের হুকুম-মত তাহাদিগকে রাজার আবাস-বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল না।

তাহাদের আগমন-বার্তা শুনিয়া কোন্খোবার নিজ ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে কেউ গিয়ে দেখে এসো তো, দের্দ্রিউ এখনও পূর্ব্বের মতই সুন্দরী আছে কিনা।" তখন দের্দ্রিউর ধাত্রী লেবোর্খাম্ এই কাজের ভার লইয়া নোইশি ও দের্দ্রিউরা যে বাড়ীতে ছিল সেখানে গেল। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াই দের্দ্রিউ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে লাগিল ও অশ্রুজলে তাহার বক্ষের বসন সিক্ত করিয়া দিল। লেবোর্খাম্ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল—"বাছা! কোন্খোবারের হাতে পড়া তোমাদের পক্ষে বিপদের কথা, তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চ'ল্ছে। বেশ ভাল ক'রে

জানালা দরজা বন্ধ ক'রে নিজেরা সচেত হ'য়ে থাকো। আমার মনে আশঙ্কা হ'চ্ছে, বুঝি বা আজকের এই রাত্রি এমাইন্-গড়ের পক্ষে শেষ সুখের ও গৌরবের রাত্রি।" তাহার পরে লেবোর্থাম্ রাজার নিকটে আসিয়া বলিল—"মহারাজ! একটা সুসংবাদ এনেছি— তোমার তিনজন সাহসী যোদ্ধা ভাল মনে তোমার কাছে আবার ফিরে' এসেছে। আর একটা খবর ভাল নয়—যে সৌন্দর্য্য নিয়ে' আয়র্লাণ্ড থেকে দের্দ্রিউ চ'লে গিয়েছিল, তার সেই রূপ আর তেমন নেই।" রাজাকে ভুলাইবার জন্য লেবোর্থাম্ এ কথা বলিল, কারণ সত্যসত্যই আয়র্লাণ্ড হইতে যাইবার কালে দের্দ্রিউ যেরূপ সুন্দরী ছিল, এখন সে তদপেক্ষা আরও বেশী সুন্দরী হইয়াছিল।

রাজার ক্রোধ ও ঔৎসুক্য কিছুকালের জন্য প্রশমিত রহিল। কিন্তু ধাত্রীর কথায় অবিশ্বাস হওয়ায় তিনি আর একটী লোককে গোপনে নোইশি ও দের্দ্রিউর সংবাদ আনিতে পাঠাইলেন। এই লোকটা নোইশির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। সে নোইশির বাসাবাটীর দেওয়ালের পাশ দিয়া গুড়ি মারিয়া একটা জানালার ধারে গেল; জানালাটা খোলা থাকায় সে উঁকি দিয়া দেখিল যে, ঘরের ভিতরে নোইশি ও দের্দ্রিউ পাশা খেলিতেছে। দের্দ্রিউ-এর চোখ কিন্তু পাখীর চোখের মতন চট্ করিয়া তাহাকে দেখিয়া ফেলিল; তখন সে কিছু না বলিয়া আস্তে-আস্তে স্বামীর হস্ত স্পর্শ করিল; তখন নোইশিও স্ত্রীর চক্ষের অনুসারে মুখ ফিরাইতেই তাহাকে দেখিতে পাইল। নোইশি ক্ষিপ্র হস্তে একখানি খেলার পাশা তুলিয়া লইয়া সেই চরের মুখ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। পাশাখানি তাহার দক্ষিণ চক্ষুতে লাগায় সে চোখটা একেবারে কাণা হইয়া গেল। আহত গুপ্তচর তখন দৌড়াইয়া রাজার কাছে গেল, এবং তাঁহাকে

বলিল যে, যদি স্ত্রী দের্দ্রিউ ছাড়া নোইশির আর কিছুও না থাকে, তথাপি সে জগতে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান্ পুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

কোন্খোবার তখন উস্নেখ্-পুত্রদের বিনাশ করিয়া দের্দ্রিউকে বন্দিনী করিয়া আনিবার জন্য সৈন্যসজ্জা করিয়া চলিলেন। নোইশির বাড়ী ঘেরাও করিলেন বটে, কিন্তু নোইশি, আন্দ্লে ও আর্দান এবং ফের্গুস্-এর পুত্রদ্বয় ইল্লান্দ ও বুইন্নের ভয়ে কেহ ভিতরে বা নিকটে আসিতে সাহস করিল না। তখন রাজার দলের লোকেরা বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য তাহার কাঠের ছাতের উপরে দূর হইতে জ্বলন্ত মশাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সমস্ত গোলমাল দেখিয়া দের্দ্রিউ বলিল—"ফের্গুস্ আমাদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রেছে।" তাহাতে ফের্গুস্-এর দ্বিতীয় পুত্র বুইন্নে বলিল—"না, ভয় নেই, আমরা বিশ্বাসঘাতক নই।" এই বলিয়া, তলওয়ার হাতে সে গৃহদ্বারে গেল, এবং সেখানে কোন্খোবারের যে সমস্ত সৈন্য ছিল, তাহাদের আক্রমণ করিয়া কতকগুলাকে বধ করিল, এবং অবশিষ্টকে বিতাড়িত করিয়া দিল।[১০] তখন কোন্খোবার বুইন্নেকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"কি পেলে তুমি নোইশিকে ছেড়ে আমার দলে আস্বে?" "তুমি কি দেবে, রাজা?"—কোন্খোবার উত্তর দিলেন—"আমার অনুগ্রহ সমেত একটা খুব বড় জায়গীর।" "ভাল, তাই কবুল ক'রলুম" বলিয়া বুইন্নে, উস্নেখ্-এর পুত্রদের শত্রুমধ্যে রাখিয়া, কোন্খোবারের গৃহে চলিয়া গেল। কিন্তু এ বিশ্বাস-ঘাতকতায় তাহার কোনও লাভ হইল না; কারণ দেবতাদের কোপে রাজ-দত্ত তাহার বিশাল জায়গীর, বালি ও জলে পূর্ণ হইয়া মরু-ভূমিতে পরিণত হইল,—এখনও সেই জমি সেইরূপ পতিত

১০ ইলিয়াদ, মহাভারত ও শাহ্নামার মতন প্রাচীন-আইরিশ বীর-গাথায় একজন অভিজাত যোদ্ধা বা রথী একা সর্বত্রই সমগ্র সৈন্যদলকে পরাভূত করিতেছেন দেখা যায়।

অবস্থায় আছে। বুইনের বিশ্বাস-ঘাতকতা দেখিয়া দের্‌দ্রিউ বলিল,—“যেমন বাপ, তেমনি ছেলে।”

কিন্তু ইল্লান্দ্‌ একটী মশাল লইয়া তলওয়ার হাতে বাড়ীর বাহিরে আসিল, এবং চাষার ছেলে যেমন শস্য হইতে পাখী তাড়াইয়া দেয় সেইরূপ বার-বার রাজার সৈন্যদিগকে দূর করিয়া দিল। কোন্‌খোবার তাহাকেও লোভ দেখাইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ইল্লান্দ্‌ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে না চাওয়ায় রাজা তাহার বিরুদ্ধে নিজের এক পুত্র Fiachra ফিয়াখ্‌রাকে পাঠাইয়া দিলেন। ইল্লান্দ্‌ তরবারির আঘাতে রাজপুত্রকে ভূপাতিত করিল। এখন ফিয়াখ্‌রা তাহার পিতা রাজা কোন্‌খোবারের বর্ম পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। তাহার পিতার এক আশ্চর্য্য ঢাল ছিল, ঐ ঢালের নাম “সিন্ধু”; যাহার নিকট ঐ ঢাল থাকিত, তাহার কোনও বিপদ হইলে ঢাল হইতে সাগর-গর্জনের মত ধ্বনি বাহির হইত। ফিয়াখ্‌রা আহত হইয়া পড়ায় সেই ঢাল হইতে গুরু-গম্ভীর শব্দ হইতে লাগিল। তাহাতে রাজপুত্রের বিপদ হইয়াছে বুঝিয়া চতুর্দ্দিক হইতে যোদ্ধারা দৌড়াইয়া আসিল। এই সময়ে নোইশির পালক-পিতা Conall কোনাল্‌ এমাইন্‌-গড়ে আসিয়াছিলেন—তিনি উস্‌নেখ্‌-পুত্রদের আগমন ও রাজা কর্তৃক তাহাদের আক্রমণ প্রভৃতি ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। রাজপুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য তিনিও অস্ত্র লইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং অস্ফুট আলোকে গোলমালের মধ্যে দেখিলেন যে, রাজপুত্র ফিয়াখ্‌রা আহত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে, ও তাহার পার্শ্বে একজন বীর তরবারী দ্বারা তাহাকে আবার আঘাত করিতে যাইতেছে। তখন কোনাল্‌ কিছু না বলিয়া পিছন দিক হইতে তাঁহার চওড়া-ফলা বর্শাখানা ইল্লান্দ্‌-এর গায়ে বিঁধাইয়া দিলেন। মর্ম্মান্তিক আহত হইয়া ইল্লান্দ্‌ ফিরিয়া হন্তার দিকে চাহিয়া বলিল—“কে আমায়

অস্ত্র প্রহার ক’রলে?” তিনি উত্তর দিলেন—“আমি কোনাল্‌; তুমিই বা কে?” ইল্লান্দ্‌ বলিল—“আমি ইল্লান্দ, ফেরগুস্‌-এর পুত্র; তুমি আমাকে এভাবে আহত ক’রে ভারী অন্যায় ক’র্‌লে—আমি পিতার হ’য়ে উস্‌নেখ্‌-এর পুত্রদের রক্ষা ক’র্‌ছিলুম।” তখন কোনাল্‌ না বুঝিয়া এইরূপে ইল্লান্দ্‌কে আহত করায় অত্যন্ত অনুশোচনা করিতে লাগিলেন, এবং কোন্‌খোবারের ক্রূরতায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“তার দুষ্কৃতির এই প্রতিশোধ।” এই বলিয়াই তিনি আহত ভূপতিত রাজপুত্রের শিরশ্ছেদ করিলেন, এবং দুঃখে ও ক্ষোভে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ইল্লান্দ্‌ মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া অতি কষ্টে নোইশি ও তাহার ভাইয়েদের কাছে গেল, এবং তাহাদিগকে যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করিতে বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

তিন ভাই তখন তাহাদের তীক্ষ্ণধার তরবারী ও ভল্ল ও বড়-বড় ঢাল লইয়া লড়াই করিতে বাহির হইল। বিস্তর লোক তাহাদের হাতে মরিল —“সমুদ্রের বালি, মাঠের শিশির-বিন্দু, বনের পাতা, এবং আকাশের নক্ষত্র গণনা করা যায়, কিন্তু নোইশি ও তাহার দুই ভাইয়ের হাতে নিহত লোকের কাটা মাথা হাত পায়ের সংখ্যা নাই।”[১১] কিন্তু অসম্ভব বীরত্ব দেখাইয়াও তাহারা রাজার সৈন্যকে বিদূরিত করিতে পারিল না। নোইশি পরিশ্রান্ত হইয়া স্ত্রীর নিকটে ফিরিয়া আসিল; বীরপত্নী দের্‌দ্রিউ পতিকে উৎসাহ দিয়া বলিল,—“ভয় কি? আমরা ঠিক রক্ষা পাবো; বীর তুমি, বীরের মত যুদ্ধ কর।”

অনেক যুদ্ধের পরে অবশেষে তিন ভাই তাহাদের ঢালের দ্বারা একটী আবরণ প্রস্তুত করিল, এবং নিজেদের মধ্যে দের্‌দ্রিউকে রাখিয়া রাজসৈন্য ভেদ করিয়া একসঙ্গে তিন শ্যেন পক্ষীর মত তাহারা যাইতে লাগিল,—

১১ প্রাচীন ও মধ্যযুগের আইরিশ সাহিত্যে এইরূপ অত্যুক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তাহারা কোন্‌খোবারের যোদ্ধারা তাহাদের গতি রোধ করিতে পারিল না। তাহারা দের্‌দ্রিউকে লইয়া নিরাপদে পলায়ন করিতে পারিত, কিন্তু তাহাদের সম্মুখে একটী নদী পড়ায় তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজার পুরোহিত কাথ্‌বাদ্‌ রাজার বিপদ আশঙ্কা করিয়া যাদুবিদ্যার প্রভাবে নদীর জল বাড়াইয়া তুলিলেন, কিন্তু নোইশি ও তাহার দুই ভাই দের্‌দ্রিউকে কাঁধে করিয়া লইয়া পার হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কাথ্‌বাদের মন্ত্র-প্রভাবে জল যেন আঠার মতন তাহাদের চারিদিকে জড়াইয়া রহিল, তাহাদের হাত অবশ হইয়া গেল, ও আর তাহারা অস্ত্র চালাইতে বা অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন অনেক রাজসৈন্য এক সঙ্গে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিল, এবং বন্দী করিয়া রাজার নিকটে আনিল।[১২]

কোন্‌খোবার কাথ্‌বাদের নিকট প্রতিশ্রুত থাকার দরুন স্বহস্তে উস্‌নেখ্‌-পুত্রদিগকে হত্যা করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বলিলেন —"আমার হ'য়ে কে উস্‌নেখ-এর ছেলেদের বধ ক'রবে?" অল্‌স্টর-বাসী এমন কেহই ছিল না যে এ বিষয়ে কোন্‌খোবারের কথা শুনে। তখন Durthacht দুর্‌থাখ্‌ৎ-এর পুত্র Eogan এওগান (বা এওআন্‌) এই

১২ উপরে লিপিবদ্ধ ব্যাপারগুলি এই উপাখ্যানের অর্বাচীন রূপ হইতে গৃহীত; প্রাচীনতম রূপে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে একটু অন্য ধরণের কথা আছে। সপরিজন নোইশি রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন একটী বাটীতে অবস্থান করিতেছিল, এমন সময় তাহাকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া নিহত করা হয়—ফেরগুস্‌-এর এক পুত্র তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আহত বা নিহত হয়। পরে নোইশির ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্য পরিজনগণকে সপরিবারে বধ করা হয়, এবং দের্‌দ্রিউকে রাজার নিকটে বন্দিনী করিয়া আনা হয়। যে ব্যক্তি নোইশিকে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত হত্যা করে তাহার নাম Eogan Mac Durthacht দুর্‌থাখ্‌ৎ-এর পুত্র এওগান (বা এওআন)—কোন্‌খোবারের অনুগত একজন সামন্ত রাজা। পরবর্তী বর্ণনা আরও বিস্তৃত, কিন্তু মূল আখ্যানটুকু লইয়া প্রাচীনতম রূপের সহিত বিরোধ নাই।

কার্য্য সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইল—এই লোকটা কোন্‌খোবারের এক সামন্ত রাজা, এবং নোইশির প্রতি বিশেষ বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল।

ভাই তিন জনের মধ্যে তখন কে আগে প্রাণ দিবে তাহা লইয়া বিসংবাদ আরম্ভ হইল। আর্‌দান বলিল—"আমি সকলের ছোট, আগে আমিই মরি।" আন্দ্‌লে বলিল "আমি আর্‌দানের আগে হ'য়েছি, আমারই আগে যাওয়া উচিত।" নোইশি শেষে বলিল—"এওগান্‌ আমার তরবারীখানা নিক্‌, এই তরবারী দেব-দত্ত অস্ত্র, এখানির মত বড় আর তীক্ষ্ণ তরবারী আর কারো নেই; এই তরবারীর এক কোপে আমাদের তিন জনের মাথা একসঙ্গে কেটে ফেলুক্‌, তা হ'লে কেউ কাকেও ম'র্‌তে দেখ্‌বো না।" মোটা একটা গাছের গুঁড়ির উপরে তিন ভাই পাশাপাশি গলা রাখিল, এবং এওগান্‌ এক কোপে তিনজনের শিরশ্ছেদ করিল; এই ব্যাপার দের্‌দ্রিউ-য়ের সমক্ষে ঘটিল।

দের্‌দ্রিউ পাংশুবর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল; তাহার পরে জ্ঞানহারার মত বিলাপ করিতে লাগিল। যখন তাহার স্বামী ও দেবরদিগকে কবর দেওয়া হইতেছিল, তখন সে এইরূপে শোক করিতে লাগিল—

"পর্বতের সিংহেরা চ'লে গিয়েছে, হায়, কেবল একা আমাকেই রেখে গিয়েছে।
কবর খুব গভীর আর চওড়া ক'রে খোঁড়ো, আমি বাঁচ্‌তে পারি না, আমি ম'রতে চাই॥

"বনের বাজ পাখীরা উড়ে গিয়েছে, কেবল আমিই একলা প'ড়ে আছি;
কবর চওড়া আর গভীর ক'রে খোঁড়ো, আমাদের পাশাপাশি ঘুমাতে দাও॥

"পাহাড়ের ড্রাগনেরা (মহানাগেরা) ঘুমাচ্ছে, আমার রোদন সত্ত্বেও তারা
আর জাগ্‌বে না। কবর খুঁড়ে ঠিক ক'রে রাখো, আমাকে আমার প্রভুর দেহের
উপর রেখো॥

"আমার বীরদের বল্লম আর উজ্জ্বল ঢালগুলি তাদের পাশে পাশে রেখে দাও;
হায়, কতদিন এই ঢালের উপর তিন জনে আমায় বহন ক'রেছে!

"নীচু কবরের মধ্যে প্রত্যেকের মাথার নীচে নীল তলওয়ারগুলি রাখো; হায়, তিন উদার বীর আমার রক্ষার্থ কতবার না ঐ নীল তরবারি লাল রক্তে রঞ্জিত ক'রেছে!

"তাদের শিকারী কুকুরের গলা-বন্ধনী পায়ের কাছে রেখে দাও; ঐ কুকুর-গুলি কতবার না আমার জন্য বড় লাল হরিণ শিকার ক'রেছে!

"আহা! আমার প্রভুর গান বাজন্ত ভেরীর মত মধুর শুনাত; তাঁর গম্ভীর স্বর আমাদের কুটীরের চারিদিকে বাজন্ত ভেরীর মত ভেসে বেড়াত!

"যখন তিন জনে একসঙ্গে গান ক'র্‌ত, তখন তাদের উচ্চ স্বর আমাদের মাথার উপরে স্তব্ধ চাতককে অতিক্রম ক'র্‌ত; আহা, তখন প্রতিধ্বনির শব্দ আমাদের সবুজ সুন্দর কুটীরের চারিদিকে কেমন শোনাত!

"প্রতিধ্বনি, এখন থেকে সকালে সন্ধ্যায় ঘুমাও; চাতক, তুমি একলাই এখন আকাশকে মোহিত করো; আর্‌দান্‌-এর ওষ্ঠে আর শ্বাস নাই, মৃত্যুতে নোইশির জিভ শীতল হ'য়ে গিয়েছে॥

"হরিণ, উপত্যকায় আর পাহাড়ে আনন্দে বেড়াও; সামন্‌ মাছ, হ্রদ থেকে ঝরনায় লাফ দাও; বক, খোলা বাতাসে রোদ পোহাও; উস্‌নেথ্‌-এর পুত্রেরা আর তোমাদের কোনও হানি ক'রবে না॥

"রণস্তম্ভের শাসক, আর তোমরা এরিন্‌-এর আশ্রয়-স্থল নও; যুদ্ধের দণ্ড সরল রাখা আর তোমাদের ভাগ্যে নাই॥

"হায় হায়, মিথ্যা অন্যায়ের দ্বারা উস্‌নেথ্‌-এর বংশের নাশ হ'ল! বোর্‌রাথ-এর ভোজে আর কোন্‌খোবারের অর্থে ক্রীত ও বিক্রীত হ'ল!

"তার ছাত আর পাঁচীলের সঙ্গে এমাইন্‌-এর ঘর নিপাত যাক্‌! 'রক্ত-শাখা'র গৃহ ও অগ্নিকুণ্ড ধ্বংস হোক্‌। বিশ্বাসঘাতক পাতকী কোন্‌খোবারের বংশে দশগুণ বিপদ ও কলঙ্ক-কালিমা পড়ুক্‌!

"কবর প্রশস্ত ও গভীর ক'রে খোঁড়ো, আমি আর বাঁচি না, আনন্দের সঙ্গে আমি ম'র্‌বো; কবর খুঁড়ে ঠিক ক'রে রেখে দাও, আমাকে আমার প্রভুর পাশে রেখো॥১৩

১৩ এই কবিতাটী একটী অর্বাচীন আইরিশ রূপ হইতে—ইংরেজী অনুবাদের বাঙ্গালা।

কোন্‌খোবার প্রায় এক বৎসর কাল দের্‌দ্রিউকে বন্দিনী করিয়া রাখে; কিন্তু দের্‌দ্রিউ এই সময়ে কখনও মাথা তুলিয়া চাহে নাই; নীরব শোকার্ত হৃদয়ে ভূমির উপরে বসিয়া থাকিত—আহার করিত না, নিদ্রা যাইত না, এবং জানুদ্বয়ের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া চাহিত না। কোন্‌খোবার দের্‌দ্রিউর মন ফিরাইবার জন্য চেষ্টিত ছিল, গায়ক বাদক প্রভৃতি পাঠাইয়া তাহার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিত। দের্‌দ্রিউ এইভাবে শোক করিত—

"তোমাদের চোখে বীর যোদ্ধাসকল সুন্দর—
যারা লড়াই থেকে বিজেতার দর্পে এমাইন্‌-গড়ে ফিরে আসে;
কিন্তু এদের চেয়েও বেশী শৌর্য্য আর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ফির্‌ত, উস্‌নেথ-এর তিন বীর পুত্র॥

"মধুমান্‌ নোইশি কি সুন্দর ছিল!
আগুনে তপ্ত-করা জলে আমি তাকে স্নান করাতুম।
আর্‌দান্‌ সুন্দর একটী গোরু বা শুওর নিয়ে আস্‌ত—
আন্দ্‌লে তার বৃষ-স্কন্ধে আগুনের জন্য কাঠ আন্‌ত॥

"যতই মূল্যবান্‌ মাধ্বীক সুরা হোক্‌ না কেন—
যা নেস্‌-রাজার মহান্‌ পুত্র কোন্‌খোবার পান করেন,—
যে কাল আর ফিরে আস্‌ছে না, সেই অতীত কালে
তার চেয়েও মিষ্টি আর প্রচুর পানীয় ও ভোজন আমি পেয়েছি॥

"যখন আর্য্য নোইশি অরণ্যের মধ্যে
আমাদের অগ্নিকুণ্ডের পাশে যোদ্ধাদের দ্বারায় আনা কাঠের স্তূপ সাজাতেন—
তখন অন্য সব খাদ্যের চেয়ে আমার কাছে স্বাদুতর লাগ্‌ত
উস্‌নেথ্‌-এর পুত্রদের দ্বারা মৃগয়ায় লব্ধ পশুমাংস॥

"প্রতি মাস অতি সুমিষ্ট সব ধ্বনি বাহির হয়, সত্য—
তোমাদের মধ্যে যে-সব বাঁশী আর রণভেরী বাজানো হয়, সে-সব থেকে;

কিন্তু আমি সত্য জেনে বল্‌ছি, আজ তোমাদের আমার বলা উচিত—
আমি যে এ-সবের চেয়েও মিষ্ট সঙ্গীত শুনেছি ॥

"রাজা কোন্‌খোবারের সভায়
বাদকেরা যে বাঁশী আর ভেরী বাজায়, তা মিষ্ট ;
কিন্তু আমি আরও আনন্দ পেয়েছি—
উস্‌নেথ্‌-এর পুত্রেরা যে বিশ্ব-বিশ্রুত লোক-মুগ্ধকারী গান গাইত, তা শুনে ।

"সাগর-কল্লোলের সঙ্গে তুলনীয় ছিল নোইশির কণ্ঠস্বর ;
এমন সুন্দর সঙ্গীত ছিল তার কণ্ঠে, কেউ শুনে কখনও শ্রান্ত হ'ত না ।
আর কি মিষ্ট সু-উচ্চ ছিল আর্‌দানের কণ্ঠ !
আন্দ্‌লের মধ্যম সুন্দর কণ্ঠ আমাদের গৃহে আমি শুনতুম ॥

"নোইশিকে সমাধির মধ্যে প্রোথিত করা হ'য়েছে ;
কি দুঃখময় রক্ষার প্রতিশ্রুতিই না আমার নোইশি পেয়েছিল !
তাদের ধরণেই এই-সব লোকে তার সঙ্গে ব্যবহার ক'রেছে—
তারা তাকে দিয়েছে বিষ-মিশানো পানীয়, যা খেয়ে তার মৃত্যু হ'ল ॥

"হৃদয়ের ধন আমার! সুন্দর আমার! ওগো, তার রূপ যে সকলকে মোহিত ক'র্‌ত !
সুন্দর পুরুষ ! ওগো সবাইয়ের মন-টানা ফুল আমার !
ওগো, এই যে আমার চরম দুঃখ—
যে উস্‌নেথ্‌-এর পুত্রদের আশায় আর আমায় ব'সে থাক্‌তে হবে না ॥

"প্রিয়তম ! ওগো সত্যাত্মা, ওগো দৃঢ়চিত্ত !
প্রিয়তম ! ওগো শূর আমার, ওগো ধীর আমার !
আয়র্‌লাণ্ডের বনে-বনে ঘুরে
তোমার সঙ্গে রাত্রের বিশ্রাম কি মধুরই না হ'ত !

"নীলনয়ন প্রিয়তম ! একজনমাত্র নারীর বল্লভ তুমি ছিলে,—
কিন্তু শত্রুর কাছে ছিলে অপরাজেয় ।
সারা বন ঘুরে, আমরা আমাদের কি সুন্দর মিলন-স্থানে পৌঁছুতুম !
প্রিয়তম, তোমার মিষ্ট কণ্ঠ-স্বর সমস্ত কৃষ্ণ অরণ্যকে ভ'রে দিত ॥

"আর আমি ঘুমাই না গো,
আর আমার হাতের আঙুলের নখ লাল রঙে রঙাই না ।
আমার প্রাণে আর আনন্দ নেই গো,
ওগো উস্‌নেথ্‌-এর পুত্রেরা আর যে ফিরে আস্‌বে না ॥

"আমি ঘুমাই না—
আধেক রাত আমি বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করি ।
লোকের ভীড়ের আশে-পাশে আমার প্রাণ কেঁদে' কেঁদে ফেরে ।
আমি খাই না, হাসি না ॥

"আজ আমার এক মুহূর্ত্তও আনন্দের নয়—
এমাইন্‌-গড়ের জন-সভার মাঝে ।
আমার তরে শান্তি নেই,—আনন্দ নেই, বিশ্রাম নেই ;
বড় বাড়ীতে আরাম নেই, সুন্দর অলঙ্কারও চাই না ॥

"তোমাদের চোখে বীর-যোদ্ধাসকল সুন্দর,
যারা লড়াই ক'রে বিজেতাদের দর্পে এমাইন্‌-গড়ে ফিরে আসে ।
কিন্তু এদের চেয়েও বেশী শৌর্য্য আর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ঘরে ফির্‌ত—
উস্‌নেথ-এর তিন বীর পুত্র ॥" [১৪]

এইরূপে শোক ও বিলাপের মধ্যে দের্‌দ্রিউকে থাকিতে দেখিয়া কোন্‌খোবার বিরক্ত হইয়া দের্‌দ্রিউর আরও লাঞ্ছনা করিবার জন্য তাহার পতি-হন্তা এওগান্‌-এর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিতে চাহিল। কারণ দের্‌দ্রিউ বলিয়াছিল যে কোন্‌খোবার ও এওগান্‌ এই দুইজন তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য। এওগান্‌ দের্‌দ্রিউকে নিজের রথে চড়াইয়া যাত্রার আয়োজন করিতেছে, তখন কোন্‌খোবার নিকটে আসিয়া নিষ্ঠুর পরিহাস করিতে লাগিল—"কিগো দের্‌দ্রিউ, তুই মেষের মাঝে প'ড়ে নিরুপায় ভাবে

---

১৪ এই শোক-গাথা কাহিনীটির Book of Leinster-এ প্রাপ্ত প্রাচীনতম রূপে আছে ; ফরাসী অনুবাদ অনুসরণে বাঙ্গালা করা হইল ।

মেষী যে চোখে চায়, সেই চোখে যে চাচ্ছ!"[১৫] ইহাদের এই প্রকার কথা শুনিয়া, কাছে একটা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ছিল, দের্‌দ্রিউ সেই প্রস্তরে মাথা কুটিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এদিকে বোর্‌রাখ্‌-এর ভোজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, কোন্‌খোবারের ও নিজ পুত্র বুইন্নের বিশ্বাসঘাতকতার কথা এবং ইল্লান্দ্‌, নোইশি প্রভৃতির কথা শুনিয়া, ফের্‌গুস্‌ বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-পরিজন লইয়া এমাইন্‌-গড় আক্রমণ করিলেন। এমাইন্‌-গড় ধ্বংস করিয়া এবং রাজার পুত্র ও আত্মীয়-পরিজন এবং বহুশত সৈন্যকে বধ করিয়া, তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন গোরু-বাছুর লুঠিয়া লইয়া গেলেন। তারপর ফের্‌গুস্‌ নিজের দলবল লইয়া Connaught কনাখ্‌ট্‌ বা কনট রাজ্যে গেলেন, এবং সেখানকার রাজা Ailill আইলিল্‌ ও রাণী Medb মেদ্‌ব্‌-এর[১৬] অধীনে সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। দশ বৎসর ধরিয়া কনট হইতে লোক-লস্কর লইয়া অল্‌স্‌টরে কোন্‌খোবারের বিরুদ্ধে ফের্‌গুস্‌ যুদ্ধ করিতে আসিতেন, এবং লুঠ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া কোন্‌খোবারের রাজ্য ছারখার করিয়া দিতেন।

---

১৫ প্রাচীন আইরিশের নমুনা-হিসাবে এই বাক্যটীর মূল (Book of Leinster হইতে) এবং আইরিশ শব্দগুলির যথাক্রমে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া গেল—'maith a Derdriu, ol Concobar, suil chairech eter da rethi gnii-siu etr-um-sa ocus Eogan' = "ভাল, হে দের্‌দ্রিউ,' বলিল কোন্‌খোবার, 'চোখ মেষীর মধ্যে দুই মেষ করিতেছ-তুমি আমার-মধ্যে তথা এওগান্‌ (-এর মধ্যে)।"

১৬ রাণী মেদ্‌ব্‌ বা মেভ্‌ (Medb, Medhbh, Meyv, Maev, Maeve) আয়র্‌লাণ্ডের একজন প্রসিদ্ধা বীরাঙ্গনা ছিলেন, তাঁহার গর্বদৃপ্ত চরিত্র কতকটা মহাভারতের দ্রৌপদীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কালগতিতে এখন তিনি Queen Mab রূপে পরিবর্তিত হইয়া Fairy বা ব্রিটিশ জাতির পরী-রাজ্য শাসন করিতেছেন।

দের্‌দ্রিউ-এর জন্মকালে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, তাহা এই প্রকারে সত্যে পরিণত হইল। পুরোহিত কাথ্‌বাদ্‌ যখন শুনিলেন যে কোন্‌খোবার উস্‌নেখ্‌-পুত্রদের হত্যা করিয়াছে, তখন তিনি শাপ দিলেন, যেন এমাইন্‌-পুরী মরুর মত পড়িয়া থাকে, এবং আর কোনও রাজা যেন সেই অভিশপ্ত পুরীতে বাস না করে। এমাইনে আর কখনও কোনও রাজার পুরী নির্মিত হয় নাই—এখনও সেই স্থান মরুর ন্যায় পড়িয়া আছে; এবং লোকে উহার জনশূন্য পতিত অবস্থা দেখিয়া, কোন্‌খোবারের নৃশংসতা, এবং নোইশি ও দের্‌দ্রিউর মৃত্যুজয়ী প্রেম ও তাহাদের শোচনীয় পরিণামের কথা মনে করে॥

ব্রুন্‌হিল্ড্‌

[এই উপাখ্যানটী প্রাচীন Teutonic টিউটনীয় বা Germanic জর্‌মানীয় জাতির মধ্যে প্রচলিত সর্বশ্রেষ্ঠ উপাখ্যান। অতি প্রাচীন কাল হইতেই উত্তর ও পশ্চিম জর্‌মানি, হলাণ্ড, ডেনমার্ক ও স্কাণ্ডিনেভিয়ায়, আদি আর্য্য-জাতির টিউটনীয় শাখার বাস। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, হিরণ্যকেশ, নীলনয়ন এই টিউটন জাতীয় আর্য্যগণ, আদি আর্য্য জাতির সভ্যতা ও মনোভাব বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া, বহু বিষয়ে তাহাকে বিশুদ্ধ ও আদিম অবস্থায় রাখিয়াছিল; অন্য সুসভ্য জাতির সংস্পর্শ হইতে বহুদূরে টিউটনগণ বাস করিত বলিয়া, অনেক দিন ধরিয়া তাহারা একটু আদিম অবস্থাতেই ছিল। টিউটনীয় জনগণ খ্রীষ্ট-জন্মের কাছাকাছি সময় হইতে রোম সাম্রাজ্যের সহিত সংঘর্ষে আসে, এবং পরে ইহারা সমস্ত ইউরোপ-ময় এবং উত্তর আফ্রিকায় প্রসৃত হয়। বিরাট্ রোম-সাম্রাজ্যের ধ্বংস ইহাদের হাতেই ঘটে। ইহারা পরে ক্রমে রোমের সভ্যতা এবং খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। আধুনিক ইউরোপের গঠন এই টিউটনীয় জাতির দ্বারাই অনেকটা হইয়াছিল। ইংরেজ, জর্‌মান্‌, ডচ্, দিনেমার, ও স্কাণ্ডিনেভীয় জাতির লোকেরা এই টিউটনীয় জাতিরই বংশধর; খ্রীষ্টান হইবার পূর্বে টিউটনীয়দের মধ্যে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহা আদি আর্য্যদের ধর্মেরই রূপভেদ মাত্র। খ্রীষ্টান হইবার পরে এই ধর্মের সমস্ত চিহ্ন ইহাদের মন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে—তবে সেই ধর্মের স্মৃতি দুই চারিটী ইংরেজী জরমান, ডচ্ ও স্কাণ্ডেনেভীয় শব্দের মধ্য দিয়া উকিঝুঁকি মারিতেছে। টিউটনীয় লোকদের মধ্যে স্কাণ্ডিনেভীয়গণ (নরওয়ে, সুইডেন ও আইস্‌লাণ্ডের অধিবাসিগণ) সব শেষে খ্রীষ্টান হয় বলিয়া, প্রাচীন টিউটনীয় ধর্মের-কিছু কিছু বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রাচীন সাহিত্য ইহাদের মধ্যেই রক্ষিত ছিল ও আছে। প্রাচীন নরওয়ের ভাষায় রচিত Edda এড্‌ডা নামক দুইখানি গ্রন্থে ইহাদের দেবতা এবং প্রাচীন বীর ও বীরাঙ্গনাদের সম্বন্ধে অনেক কবিতা ও গাথা এবং কাহিনী রক্ষিত আছে।

টিউটনীয় জাতির মধ্যে প্রচলিত ইতিকথা ও বীরগাথা কিছু কিছু রক্ষিত হইয়াছে। এই জাতীয় আখ্যানের মধ্যে Sigurd সিগুর্ড্ ও Brynhild (Brunhild) ব্রুন্‌হিল্ড্-এর কথা সর্বাপেক্ষা প্রধান, এবং খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে ইহা সমগ্র টিউটনীয় জগতে

সুপরিচিত ও জনপ্রিয় কাহিনী রূপে প্রচলিত ছিল। এখন ইহা টিউটনীয়দের বংশধরদের মধ্যে লোক-সাহিত্য রূপে আর প্রচলিত নাই—ইহার স্মৃতিও প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল এখানে ওখানে জর্‌মানিতে ও স্কাণ্ডিনেভিয়ায় রূপকথায় ও কবিতায় ইহার ক্ষীণ ধারা মাত্র বিদ্যমান; তবে প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে আজকাল ইস্কুলে ছেলেদের এই উপাখ্যান শেখানো হয়, এবং এখন নূতন করিয়া এই আখ্যান লইয়া আলোচনা হইতেছে, ইহাকে অবলম্বন করিয়া নূতন কাব্য-নাটকাদি রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল নূতন কাব্য ও নাটকের মধ্যে জরমানির বিখ্যাত সঙ্গীতকার কবি Richard Wagner রিখার্ট্ ভাগ্‌নর্ রচিত গীতিনাট্য-চতুষ্ক Der Ring der Nibelungen (১৮৬০ সালের দিকে সম্পূর্ণ) এবং ইংরেজ কবি William Morris উইলিয়াম্ মরিস্ রচিত মহাকাব্য বা কাব্যেতিহাস The Story of Sigurd the Volsung and the Fall of the Niblungs (১৮৭৬ সালে প্রকাশিত) সর্বপ্রধান। সিগুর্ড্-ব্রুন্‌হিল্ড-এর আখ্যানকে প্রাচীন টিউটনীয় জাতির একাধারে রামায়ণ ও মহাভারত বলা যাইতে পারে।

Edda এড্‌ডা নামে প্রাচীন স্কাণ্ডিনেভীয় ভাষায় দুই খানি বই আছে; ইহাদের মধ্যে একখানি প্রাচীন ও পদ্যময়, ইহা "জ্ঞানী" Saemund সেমুণ্ড্ কর্তৃক সঙ্কলিত হয়, অন্য খানি গদ্যময় ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক, Snorri Sturluson স্নোর্‌রি স্তুর্‌লুসন্ কর্তৃক ইহা সঙ্কলিত। Saemund-এর জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় ১০৫৬ হইতে ১১৩৩, এবং Snorri-র মৃত্যুর তারিখ ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দ। পদ্য-এড্‌ডা পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে আমাদের ঋগ্‌বেদের কথা মনে হয়—ইহা অনেকটা ঋগ্‌বেদের শ্রেণীর পুস্তক। এই পদ্য-এড্‌ডা দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগে দেবতাদের আখ্যান লইয়া গাথা ও কবিতা, অন্য ভাগে প্রাচীন রাজা, বীর ও বীরাঙ্গনাদের কথা লইয়া অনুরূপ গাথা ও কবিতা। স্কাণ্ডিনেভিয়ার লোকেদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচারের পূর্বে যে-সকল টিউটনীয় দেবকথা ও ইতিকথা প্রচলিত ছিল, তাহার কতকটা অংশ এই এড্‌ডা গ্রন্থদ্বয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। পদ্য-এড্‌ডা খানি বিশেষ ভাবে অসম্পূর্ণ পুস্তক, অনেক কবিতা ইহাতে খণ্ডিত আকারে মিলিতেছে। পদ্য-এড্‌ডায় সংগৃহীত কবিতা-গুলির রচনা কাল খ্রীষ্টীয় ৮৫০ হইতে ১০৫০-এর মধ্যে। গদ্য-এড্‌ডাতেও এই উপাখ্যান পাওয়া যায়। নরওয়ে দেশে আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে, পদ্য-এড্‌ডায় রক্ষিত প্রাচীন গাথার মত নানা গাথার আধারের উপর Volsunga Saga নামে এই উপাখ্যানের একটি গদ্য-কাব্যময় রূপ রচিত হয়। এতদ্ভিন্ন, প্রাচীন ইংরেজীর বিখ্যাত মহাকাব্য Beowulf-এ

উদ্ধৃত একটী প্রাচীন গাথায় এই উপাখ্যানের একটী ঘটনার কথা আছে। স্কাণ্ডিনেভিয়ায় ও প্রাচীন ইংলাণ্ডে এই কয়টী পুস্তকে উপাখ্যানটীর যে রূপটী আমরা পাইতেছি, সেইটীই হইতেছে ইহার আদিম বা প্রাচীনতর রূপ। মূল আখ্যানটীর প্রাচীনতম রূপ সর্বত্র যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয় নাই। টিউটনীয় জাতির ধর্ম ও দেবতাদের ভাঙ্গনের যুগে এই আখ্যানটী সংগৃহীত হইয়াছিল, তাই ইহাতে নানা খুঁটিনাটী বিষয়ে বহু অসঙ্গতি দেখা যায়! কিন্তু মোটের উপর, কাহিনীটীর মূল-কথা আমরা অনেকটা পাইতেছি। স্কাণ্ডিনেভিয়াতে রক্ষিত এই আদিম রূপ ভিন্ন, জর্‌মানীতে আর একটী রূপ পাওয়া গিয়াছে, সেটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক; আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে, অধুনা-লুপ্ত প্রাচীন গাথার আধারের উপরে, মধ্য-যুগের জর্‌মান ভাষায় রচিত Nibelungen Lied নিবেলুঙ্গেন্ লীড্ নামক মহাকাব্যে, এই অর্বাচীন রূপটী সুসঙ্গত অবস্থায় পাওয়া যায়; এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি কাব্যে ও গাথায় ইহা মিলে। Nibelungen Lied-এর পুনঃপ্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক জর্‌মান জাতি এই মহাকাব্যকে নিজেদের জাতীয় মহাকাব্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছে। Nibelungen Lied-এ গল্পটী অনেকটা রূপান্তরিত অবস্থায় মিলিতেছে।

নিম্নে আখ্যানটীর প্রাচীনতর অর্থাৎ স্কাণ্ডিনেভীয় রূপটীই অনুসৃত হইল।

এই উপাখ্যানে দেব-কাহিনী ও মানব-ইতিহাস উভয় অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। দৈব অংশটুকু স্কাণ্ডিনেভীয় রূপটীতেই বিশেষ পরিস্ফুট। গল্পের নায়ক-নায়িকা ও প্রধান পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে ইতিহাস-বহির্ভূত; আবার কতকগুলি পাত্র-পাত্রীর ঐতিহাসিক ভিত্তিও বিদ্যমান। ঐতিহাসিক ভিত্তিটুকু খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধের কতকগুলি টিউটনীয় ও হূণজাতীয় রাজা ও অন্য পাত্রদের এবং তাহাদের অনুচরদের কথা লইয়া।

সিগুর্ড্-ব্রুন্‌হিল্ড্ উপাখ্যান পৃথিবীর প্রধান প্রধান গুটীকয়েক উপাখ্যানের মধ্যে অন্যতম —বিশ্বমানব-সভায় ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্য জগতের নিকট হইতে আহৃত একটী শ্রেষ্ঠ অবদান-কথা।

এই উপাখ্যানের নায়ক সিগুর্ড্-এর পিতা Sigmund সিগ্‌মুণ্ড্-এর পূর্ব-ইতিহাস লইয়া অনেক কথা আছে; সে-সব কথা এই আখ্যায়িকার সূত্রপাত রূপে গৃহীত হইলেও, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা সেগুলি না দিয়া, মূল আখ্যানটী-ই দিতেছি।]

১। সিগুর্ডের জন্মকথা

Eylimi এইলিমি নামে পরাক্রান্ত ও বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন; তাঁহার এক কন্যা ছিল, কন্যার নাম Hjordis হিওর্ডিস্, হিওর্ডিস্ নারী-মধ্যে রূপসী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। এদিকে রাজা Sigmund সিগ্‌মুণ্ড্ বয়সে প্রবীণ হইলেও শৌর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন; তাঁহার প্রথমা স্ত্রী নিজ দোষে তাঁহার বিরাগ-ভাজন হওয়ায়, সেই স্ত্রীকে তিনি পরিত্যাগ করেন। তিনি হিওর্ডিস্-এর নানা সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া স্থির করিলেন যে, হিওর্ডিস্-কেই বিবাহ করিবেন। হিওর্ডিস্-এর পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি বন্ধুভাবে তাঁহার বাড়ীতে যাইতেছেন। রাজা এইলিমি সাদরে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, এবং সিগ্‌মুণ্ড এই আমন্ত্রণ পাইয়া উপস্থিত হইলে, এইলিমি নিজ প্রাসাদে তাঁহার যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন। Lyngvi লিঙ্‌ভি নামে আর এক রাজাও হিওর্ডিস্‌কে বিবাহ করিবার ইচ্ছা লইয়া সেই সময়ে রাজা এইলিমির বাড়ীতে আসিয়া পহুঁছিলেন।

বৃদ্ধ রাজা এইলিমি ভাবিয়া দেখিলেন, এই দুই রাজা তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থী; দুইজনের মধ্যে যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে না, সে শত্রুতা করিতে পারে, এবং এই ব্যাপার হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। তিনি নিজ কন্যাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, “তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে; আমি তোমায় ব’ল্‌ছি, দুজনের মধ্যে তোমার বর তুমি নিজে বেছে নাও, তোমার নির্বাচন-মত আমি তোমার বিবাহ দেবো।”

রাজকন্যা বলিলেন, “কঠিন সমস্যা; কিন্তু আমি রাজা সিগ্‌মুণ্ড্‌কেই বিবাহ ক’র্‌বো, তাঁর বয়স যদিও বেশী, শৌর্য্যে আর খ্যাতিতে তাঁর চেয়ে কেউ বড় নয়।”

এই রূপে হিওর্ডিস্ সিগ্‌মুণ্ড্‌কেই পতিরূপে গ্রহণ করায় লিঙ্গ্‌বি চলিয়া গেলেন। বিবাহ-উৎসব যথানিয়ম পালিত হইলে পরে, সিগ্‌মুণ্ড্ স্ত্রীকে লইয়া নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বশুরও তাঁহাদের সঙ্গে আসিলেন।

এদিকে রাজা লিঙ্গ্‌বি সেনা সংগ্রহ করিয়া, হিওর্ডিস-কর্তৃক নিজের প্রত্যাখ্যান-জনিত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সিগ্‌মুণ্ডের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা সিগ্‌মুণ্ড্ নিজ দলবল লইয়া লড়াইয়ের জন্য আসিলেন। শত্রু-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকায়, তিনি পত্নীকে ধনরত্ন-সহ অরণ্য-প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। যুদ্ধ হইল, এবং সিগ্‌মুণ্ড্ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইলেন; তিনি বার-বার তরবারি-সাহায্যে শত্রুদল ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন, কাঁধ পর্য্যন্ত তাঁহার দুই হাত রক্তে লাল হইয়া গেল।

সঙ্কুল যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময় দেবরাজ Woden উওডেন্ (বা Odin ওডিন্) দেখা দিলেন। নীল অঙ্গবস্ত্র পরিধান করিয়া, মাথায় কাত করিয়া পরা টুপী, হাতে খোলা তলওয়ার, একটি মাত্র চক্ষু। সিগ্‌মুণ্ড্ বহু পূর্বে দেবরাজ ওডিনের প্রদত্ত এক দৈব তরবারী পাইয়া তদ্দ্বারা অজেয় হইয়াছিলেন; তিনি জানিতেন, যতদিন ওডিনের প্রসাদ-স্বরূপ এই তরবারি তাঁহার হাতে থাকিবে, ততদিন তিনি অপরাজেয় হইয়া থাকিবেন। অচেনা বেশে অসি-হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ওডিন্ আসিয়া দাঁড়াইলেন; সিগ্‌মুণ্ড্ নিজ অস্ত্র-দ্বারা এই প্রতিরোধী অপরিচিত পুরুষকে আঘাত করিবার প্রয়াস করিলেন, কিন্তু তাঁহার দৈব তরবারি ওডিনের তরবারীর গায়ে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া খান-খান হইয়া গেল। তখন সিগ্‌মুণ্ড্ বুঝিলেন, তাঁহার শেষ হইয়া আসিয়াছে, জগতে তাঁহার আর কোনও কাজ নাই। তাঁহার দলের সৈন্যেরাও তখন হইতেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ

চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু রক্ষা হইল না; তাঁহার শ্বশুর বৃদ্ধ রাজা এইলিমি মরিলেন, সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া রাজা সিগ্‌মুণ্ড্-ও নিপতিত হইলেন, শত্রুদের জয় হইল।

সিগ্‌মুণ্ড্‌কে মৃত মনে করিয়া রাজা লিঙ্গ্‌বি রণক্ষেত্র হইতে সিগ্‌মুণ্ডের প্রাসাদে গেলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল হিওর্‌ডিস্‌কে বন্দিনী করিয়া লইয়া যাইবেন। সেখানে কাহাকেও না পাইয়া তিনি মনে ভাবিলেন যে সিগ্‌মুণ্ডের গোত্রে আর কেহই নাই—সিগ্‌মুণ্ডের রাজ্য শাসন করিবার জন্য নিজ লোক রাখিয়া তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে দেশে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাত্রে রণক্ষেত্রে হতাহতগণের স্তূপের মধ্যে যেখানে মৃতকল্প সিগ্‌মুণ্ড্ শায়িত ছিলেন, অরণ্যের আশ্রয় হইতে সেখানে হিওর্‌ডিস্ আসিলেন, এবং মুমূর্ষু স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তিনি স্বামীর শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজা সিগ্‌মুণ্ড্ তাঁহাকে বারণ করিলেন। সিগ্‌মুণ্ড্ বলিলেন—"আমার সৌভাগ্য অস্তমিত, কারণ ওডিনের আর অভিপ্রেত নয় যে আমি বেঁচে থাকি বা লড়াই করি,—তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তরওয়াল তাঁরই হাতে ভেঙ্গে গিয়েছে; যতদিন তাঁর ইচ্ছা ছিল, ততদিন ধ'রে ল'ড়েছি।" রাণী বলিলেন—"যদি তুমি সেরে উঠে তোমার শত্রুদের নিপাত ক'রতে পারো, তাহ'লে মিছে নৈরাশ্য আন্‌ছ কেন?" রাজা বলিলেন—"আর একজন এসে এই বৈরিবিনাশ কার্য্য ক'রবে। তুমি এখন অন্তঃসত্ত্বা; যথাকালে আমাদের একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হবে। ছেলেটীকে ভাল ক'রে মানুষ ক'রবে, বড় হ'লে সে আমাদের কুলে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আর বিখ্যাত পুরুষ হবে। আমার ভাঙ্গা তলওয়ারের টুকরোগুলো রেখে দেবে, ছেলে বড় হ'লে এই টুকরোগুলো থেকে একখানা নোতুন তলওয়ার গ'ড়ে দেবে, সেই

তলওয়ারের নাম হবে Gram 'গ্রাম'। আর এই তলওয়ারের সাহায্যে অনেক বীরোচিত কার্য্য সে সাধন ক'রবে। তার বীরত্বের গৌরব কাল-বশে কখনও লোপ পাবে না, যতদিন পৃথিবী থাক্‌বে ততদিন তারও নাম থাক্‌বে। যে অস্ত্রাঘাত আমার গায়ে হ'য়েছে তার ফলে আমি ম'রবো—আমার পিতৃ-পুরুষ যাঁরা আমার পূর্বে প্রয়াণ ক'রেছেন, এখন তাঁদের কাছে আমি যাবো।"

রাজা মরণের সংকল্প লইয়া রহিলেন; রাণী হিওর্ডিস তাঁহার পাশে সারা রাত ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রাজা প্রাণত্যাগ করিলেন।

যুদ্ধ সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে হইয়াছিল। ভোরের দিকে জাহাজে করিয়া কতকগুলি লোক রণক্ষেত্রের নিকটে আসিয়া কূলে অবতরণ করিল। ইহারা ডেনমার্ক দেশের লোক। যুদ্ধাবসানে মৃত ও আহতের সংখ্যা দেখিয়া বুঝিল, একটা-কিছু ভীষণ ব্যাপরে ঘটিয়া গিয়াছে। ইহাদের নেতা রাজকুমার Alf আল্‌ফ্ সঙ্গে ছিলেন। হিওর্‌ডিস্ ও তাঁহার এক দাসীকে রণক্ষেত্রে অসহায় অবস্থায় দেখিয়া, আল্‌ফ্-এর মনে করুণা হইল। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, উহাদের দুইজনকে রাজা সিগ্‌মুণ্ডের ধনরত্ন-সমেত সাদরে নিজ জাহাজে করিয়া লইয়া আসিলেন। আল্‌ফের পিতা বৃদ্ধ রাজা Hjalprek হ্যাল্‌প্রেক্ সমাদরের সহিত হিওর্ডিস্‌কে গ্রহণ করিলেন। হিওর্ডিস্ হ্যাল্‌প্রেকের গৃহে আশ্রয় পাইলেন।

যথাসময়ে হিওর্ডিস্-এর একটী পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম দেওয়া হইল Sigurd সিগুর্ড [১]।

---

১ প্রাচীন নরউইজীয় ভাষায় Sigurdhr; প্রাচীন ইংরেজী রূপ Sigeweard, আধুনিক ইংরেজী Siward; আদি টিউটনীয় ভাষায় * Sigiwardaz; অর্থ, "বিজয় বা সাহসের সহিত যিনি রক্ষা করেন",—নামটীর প্রথম অংশ Sigi শব্দের সংস্কৃত প্রতিরূপ

বৃদ্ধ রাজা হ্যাল্‌প্রেক সিগুর্ডকে দেখিয়া খুব খুশী হইলেন। তাহার উজ্জ্বল দীপ্তিমান্ চক্ষু দেখিয়া রাজা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া কহিলেন যে, এই নব শিশুর সমকক্ষ জগতে কেহই হইতে পারিবে না।

সিগুর্ড যত্নের সহিত লালিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে, বিধবা রানী হিওর্ডিস তাঁহার রক্ষাকর্তা রাজপুত্র আল্‌ফের সহিত পুনর্বিবাহিত হইলেন।

২। সিগুর্ডের শিক্ষা ও শৌর্য্য—ফাফ্‌নির্-বধ

রাজা হ্যাল্‌প্রেক, Regin রেগিন্ নামে এক বামনের নিকট সিগুর্ডের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এই রেগিন নানা বিদ্যায় ও শিল্পে পারদর্শী ছিল, এবং যাদুবিদ্যা তন্ত্র-মন্ত্রও জানিত। সে সিগুর্ডকে সব বিষয়ে ভাল শিক্ষাই দিল। সিগুর্ডের পিতার তরবারীর খণ্ডগুলি লইয়া, তাহার জন্য একটী নূতন তরবারি প্রস্তুত করিয়া দিল; পূর্ব-নির্দেশমত এই তরবারীর Gram 'গ্রাম' এই নাম দেওয়া হইল। এই তরবারি এমন সূক্ষ্মধার ছিল যে স্রোতের জলে প্রবাহিত মেষলোমের গুচ্ছ ইহাতে লাগিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইত, এবং এমন বজ্রকঠিন ছিল যে গঠনকালে রেগিনের লোহার নেহাইয়ের উপর উহার দ্বারা আঘাত করায় নেহাই দুইখানা হইয়া গেল, তরবারির কোনও হানি হইল না।

সিগুর্ডকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য রেগিনের যত্নের বিশেষ কারণ ছিল। রেগিনের পূর্ব ইতিহাস এই। ইহারা তিন ভাই—Otr ওৎর্ (অর্থাৎ 'উদ্র'), Fafnir ফাফ্‌নির ও রেগিন্; ইহাদের পিতার নাম Hreidmar হ্রেইড্‌মার। ইহারা বামন-জাতীয়। (টিউটনীয়

"সহঃ"=বল, সাহস;—এই নামটীর সংস্কৃত প্রতিরূপ-হিসাবে "সহোবর্ধঃ" শব্দ ধরিতে পারা যায়। জর্‌মান ভাষায় নামটী একটু অন্য রূপে মিলে—Siegfried সীগ্‌ফ্রীড্, (বা জীক্‌ফ্রীট), আদি জর্‌মানিক ভাষায় * Sigifrithuz, অর্থাৎ "জয় ও শান্তি যুক্ত", সংস্কৃতে * "সহঃপ্রীতুঃ")।

বিশ্ব কল্পনায় দেবতা, মানব, দৈত্য, এবং বামন, এই চারি জাতির দ্বারা যথাক্রমে স্বর্গলোক, মর্ত্যলোক, তুষারমণ্ডিত দৈত্যলোক এবং পাতাল বা ভূগর্ভলোক অধ্যুষিত ছিল)। ওৎর্‌ মায়াবলে উদ-বিড়াল-রূপ ধারণ করিয়া একটী জল-প্রপাতের ধারে বসিয়া মাছ ধরিয়া খাইতেছে, এমন সময় তিনজন দেবতা—Odin ওডিন, Hoenir হোনির্‌ ও Loki লোকি—সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। দূর হইতে উদ-বিড়াল দেখিয়া, শিকার মনে করিয়া লোকি একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ওৎর্‌কে বধ করিলেন। তিন জনে মিলিয়া ওৎর্‌-এর চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চলিলেন, এবং রাত্রে ওৎর্‌-এর পিতার বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। হ্রেইড্‌মার ও তাহার অপর দুই পুত্র ফাফ্‌নির্‌ ও রেগিন এই চর্ম্ম দেখিয়া বুঝিল যে, তাহাদের অতিথিত্রয় ওৎর্‌কে বধ করিয়াছে। তখন তাহারা এই বধের বিনিময়ে প্রতিদান-স্বরূপ যথারীতি অর্থ চাহিল—ওৎর্‌-এর চর্ম্ম সোনা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। স্বর্ণের সন্ধানে লোকি বাহির হইলেন। এখন Andvari আন্দ্‌বারি নামে আর একটী বামন, বিপুল স্বর্ণ-সম্ভারের অধিকারী ছিল। আন্দ্‌বারিও মায়া-বলে মৎস্য-রূপে গভীর জলে বিচরণ করিত। লোকি সমুদ্রের দেবী Ran রান্‌-এর নিকট হইতে জাল সংগ্রহ করিয়া, আন্দ্‌বারিকে ধরিলেন, এবং আন্দ্‌বারিকে তাহার সমস্ত স্বর্ণ অর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। আন্দবারির একটী সোনার আঙ্গটী ছিল, ঐ আঙ্গটী হইতে অনুরূপ আরও আঙ্গটী নির্গত হইত, লোকি সেটীও তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া আন্দ্‌বারি অভিশাপ দিল, ঐ স্বর্ণ হইতে কেহই যেন সুখী না হয়, এবং ঐ স্বর্ণের জন্য যেন পৃথিবীতে কেবল হত্যা ও রক্তপাতই হয়। সোনা লইয়া লোকি প্রত্যাবর্তন করিলে, তিন দেবতা সোনা দিয়া ওৎর্‌-এর চামড়া

ঢাকিয়া দিলেন। লোকি আন্দ্‌বারির আঙ্গটীটী রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেটীও তাঁহাকে দিতে হইল। এইরূপে ওৎর্‌-হত্যার অপরাধ হইতে তাঁহারা মুক্ত হইলেন; কিন্তু লোকিও শাপ দিলেন যে, এই স্বর্ণের জন্য হ্রেইড্‌মার ও তাহার পুত্রদের মৃত্যু ঘটিবে। দেবতা তিনজন চলিয়া গেলে, দুই পুত্র রেগিন্‌ ও ফাফ্‌নির্‌ এবং পিতা হ্রেইড্‌মার, ইহাদের মধ্যে স্বর্ণের ভাগ লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ হ্রেইড্‌মার পুত্রদের ভাগ দিতে অস্বীকার করায়, ফাফ্‌নির্‌ নিদ্রিত পিতাকে হত্যা করিল, এবং সমস্ত স্বর্ণ লইয়া পলায়ন করিল, রেগিনকে কিছু দিল না। ফাফ্‌নির্‌ একটী সুদূর জনহীন প্রান্তরে মাটীর ভিতরে গর্ত করিয়া সমস্ত স্বর্ণ লইয়া এক ড্রাগন বা মহানাগের রূপ ধারণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার মাথায় এক ভীষণ শিরস্ত্রাণ ছিল, এবং কেহ তাহার দিকে চাহিতে পারিত না। রেগিন কিছু করিতে পারিল না, কিন্তু সে প্রতিশোধ-চিন্তা ও স্বর্ণ-লোভ উভয়ই হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে সিগুর্ডকে দিয়া ফাফ্‌নির্‌কে বধ করিবে, ও নিজে সমস্ত ধনরত্নের মালিক হইয়া বসিবে।

সিগুর্ড Grani 'গ্রানি' বলিয়া একটী অসাধারণ অশ্ব সংগ্রহ করিল—এই অশ্বটী দেবরাজের অশ্ব Sleipnir স্লেইপ্‌নির-এর বংশ হইতে উৎপন্ন। সিগুর্ডকে রেগিন এখন ফাফ্‌নির্‌-বধের জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু সিগুর্ড আগে পিতৃবধের প্রতিশোধ লইতে চলিল। রাজা হাল্‌প্রেক্‌ জাহাজ ও সৈন্য দিয়া তাহাকে সাহায্য করিলেন। রাজা লিঙ্গ্‌বির রাজ্য আক্রমণ কালে পথে খুব ঝড় হইল, কিন্তু দেবরাজ ওডিন্‌ আসিয়া সহায় হইলেন, তাঁহার আগমনে ঝড় থামিয়া গেল, তিনি সিগুর্ডকে নানা উপদেশ দিলেন। রাজা লিঙ্গ্‌বিও সৈন্য লইয়া লড়িতে আসিলেন, কিন্তু সিগুর্ডের হাতে তাঁহার পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিল, ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সমস্তই

তাহার সৈনিকগণের হাতে বিনষ্ট হইল। এইরূপে
বিজেতা সিগুর্ড ও
পিতার মৃত্যুর সমুচিত প্রতিশোধ লইয়া সিগুর্ড ফিরিয়া আসিল।
রেগিন্ এইবার তাহাকে ফাফ্‌নির্-বধের জন্য উৎসাহিত করিল।
ফাফনির বিরাট এক ড্রাগন অর্থাৎ কুম্ভীরাকৃতি সর্পের মূর্তিতে থাকিত।
যে পথ দিয়া সে যাইত সে পথে একটী পরিখার সৃষ্টি হইত ; তিরিশ বাম
উঁচু পাহাড়ের উপরে চড়িয়া লম্বা গলা দিয়া নীচেকার জল-প্রপাতের জল
খাইত ; তাহার নিঃশ্বাসে বিষের আগুন ছুটিত, কেহ কাছে দাঁড়াইতে
পারিত না। রেগিনের পরামর্শ-মত যে পথ দিয়া ফাফ্‌নির জল খাইতে
যাইত, সেই পথের মধ্যে এক জায়গায় একটা গর্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে
সিগুর্ড লুকাইয়া রহিল, এবং যখন ফাফ্‌নির সেই পথ দিয়া যাইতেছিল
তখন গর্তের উপর আসিয়া পড়িতেই, সিগুর্ড নীচে হইতে নিজ তরবারী
তাহার বাম বক্ষোদেশে বসাইয়া দিল। ফাফ্‌নির মর্মান্তিক আহত হইয়া
সিগুর্ডের ভবিষ্যৎ যে সুখের নয় সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিল, ও রেগিন্‌ও
যে তাহার বিনাশ কামনা করে ইহা বলিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

ফাফ্‌নিরকে বধ করায় সিগুর্ডের উপনাম হইল Fafnis-bana অর্থাৎ
ফাফ্‌নি-হা।

ফাফ্‌নিরের মৃত্যুর পরে রেগিন আসিয়া সিগুর্ডকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিল ; পরে ফাফ্‌নিরের মৃতদেহের প্রতি বহুক্ষণ ধরিয়া তাকাইয়া বলিল —"আমার নিজের ভাইকে তুমি বধ ক'রলে ; এতে আমারও পাতক হ'ল।" সিগুর্ড বলিল—"তুমি তো আমাকে এই ভীষণ ড্রাগন-বধে লাগিয়ে' দিয়ে' নিজে পালিয়ে' রইলে—আমি একলাই তো শেষ ক'রলুম।" রেগিন বলিল, "তলওয়ার তো আমারই হাতে গড়া।" সিগুর্ড বলিল— "শত্রুতে শত্রুতে সাক্ষাৎ হ'লে তীক্ষ্ণ তলওয়ারের চেয়ে সাহসী হৃদয়ই বেশী কাজ দেয়।" রেগিন সিগুর্ডকে ফাফ্‌নিরের হৃৎপিণ্ড কাটিয়া বাহির

করিয়া অগ্নি-দগ্ধ করিতে বলিল। সিগুর্ড্ হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া একটী কাঠিতে গুঁজিয়া আগুনে পোড়াইতে লাগিল। কতদূর পোড়ানো হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য সিগুর্ড হৃৎপিণ্ডে আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া দেখিল, অমনি তাহার আঙ্গুলে ছেঁকা লাগিল, সে জ্বালার চোটে আঙ্গুল মুখে পূরিয়া দিল। ড্রাগনের হৃৎপিণ্ডের রক্ত তাহার মুখে লাগিতেই পাখীর ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা তাহার হইল ; পাশেই গাছের ডালে কতকগুলি পাখী যাহা বলিতেছিল সিগুর্ড তাহা বুঝিতে পারিল। একটী পাখী বলিতেছিল—"ঐ সিগুর্ড ব'সে-ব'সে ফাফ্‌নিরের হৃৎপিণ্ড পোড়াচ্ছে ; ও যদি নিজে ঐ হৃৎপিণ্ড খায়, তা হ'লে জগতে সকলের চেয়ে জ্ঞানবান্ হ'য়ে যাবে।" আর একটী পাখী বলিল—"ঐ রেগিন শুয়ে' ঘুমোচ্ছে—তাকে সিগুর্ড বিশ্বাস করে, কিন্তু সে সিগুর্ডের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রবে।" তৃতীয় পাখী বলিল—"রেগিনের মাথা কেটে ফেলুক্, পাপ চুকে যাক্ ; তারপরে সিগুর্ড নিজে গিয়ে সমস্ত ধনরত্ন দখল করুক্।" পাখীদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা শুনিয়া সিগুর্ড বলিল—"রেগিন যে আমায় হত্যা ক'রবে—সে সময় আর আসছে না ; তার চেয়ে বরং রেগিন্‌কেও তার ভাইয়ের পথেই পাঠাই।" এই বলিয়া সিগুর্ড গিয়া রেগিনের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

সিগুর্ড্ তারপরে ফাফ্‌নিরের হৃৎপিণ্ডের কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিল, এবং ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া ফাফ্‌নিরের বাস-ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইল। ফাফ্‌নিরের বাস-ভূমি ভূগর্ভে বহু নিম্নে গঠিত ছিল ; তাহার ছাত দরজা প্রভৃতি সমস্ত লোহার তৈয়ারী। সিগুর্ড সেখানে প্রচুর স্বর্ণ পাইল ; কতকগুলি প্রাচীন ও তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ছিল, সোনার কবচ প্রভৃতি নানা আশ্চর্য্য বস্তু ছিল। দুইটী সিন্দুক এই সব জিনিসে ভরিয়া, ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া ও নিজে ঘোড়ায় চড়িয়া, সিগুর্ড্ আবার শূরোচিত নূতন কার্য্যের সন্ধানে যাত্রা করিল।

৩। ব্রুন্‌হিল্ড্‌ ও সিগুর্ড্‌

টিউটনীয় দেবলোকে Walkyrie "বল্‌কুরী" নামে দ্বাদশ-জন দেবী ছিলেন, ইহাঁরা কবচ চর্ম প্রভৃতি রণসাজে সজ্জিত হইয়া দেবরাজ ওডিনের অনুচরী-রূপে অবস্থান করিতেন। গগন-চারী অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রের উপরে অদৃশ্যভাবে ঘুরিয়া, কোন্‌ কোন্‌ সাহসী যোদ্ধা সম্মুখ-সমরে নিহত হইয়া স্বর্গে যাইবে, এই বল্‌কুরী দেবীগণ তাহা নির্ধারণ করিয়া দিতেন—এই জন্য ইহাঁদের নাম, নামের অর্থ, "যুদ্ধে নিহতদের যাঁহারা বরণ করেন বা নির্বাচন করেন।" সম্মুখ-যুদ্ধে কোনও যোদ্ধা নিহত হইলে, তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া Walhalla "বল্‌হাল্লা" নামে দেবসভায় আনয়ন করাও ছিল ইহাঁদের অন্যতম মুখ্য কার্য্য। ইহাঁরা সুন্দরী ও চিরযৌবনা। Brynhild বা Brunhild ব্রুন্‌হিল্ড[২] এই বল্‌কুরীদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। কোনও কারণে একবার ব্রুন্‌হিল্ড দেবরাজ ওডিনের অবাধ্য হওয়ায়, ব্রুন্‌হিল্ডকে কন্যাবৎ স্নেহ করিলেও, ওডিন তাহাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হন। তিনি ব্রুন্‌হিল্ডকে নিদ্রাবিষ্ট করিয়া, এক সু-উচ্চ গিরিশিখরে চতুর্দিকে অগ্নিমালা প্রজ্জ্বালিত করিয়া, এই অগ্নিময় প্রাচীরের অভ্যন্তরে এক প্রাসাদের মধ্যে তাহাকে শায়িত করিয়া রাখিয়া দিলেন ; আর এই বলিয়া দিলেন যে, দূর ভবিষ্যতে কোনও দিব্যশক্তি-সম্পন্ন বীর যুবক অগ্নিময় প্রাচীর ভেদ করিয়া আসিয়া যখন ব্রুন্‌হিল্ডের চেতন করাইবে, তখনই ব্রুন্‌হিল্ডের নিদ্রা ভাঙ্গিবে, ব্রুন্‌হিল্ড মনোমত বর পাইবে, তাহার এই শাপের অন্ত হইবে। পাহাড়ের উপরে অগ্নিমালার মধ্যে এই নিদ্রিতা বল্‌কুরীর কথা সিগুর্ড ইতিপূর্বে

২ আদিম টিউটনীয় ভাষায় * Brunja-hildiz—নামটীর অর্থ, "বভ্রু বা ধূসরবর্ণা রণ-কুমারী"।

ফাফ্‌নির্‌-বধের পরে পাখীদের কাছে শুনিয়াছিল। এ বিষয় সিগুর্ডের কৌতূহল হইল। ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে সিগুর্ড এই পাহাড়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং নিজ অমানুষিক শক্তির প্রভাবে অগ্নিময় প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে শয্যায় ব্রুন্‌হিল্ডকে শায়িত দেখিল। ব্রুন্‌হিল্ডের গায়ের সঙ্গে কবচ এত কঠিন ভাবে আঁটিয়া ছিল, যে দেখিয়া মনে হইল তাহা যেন সহ-জাত কবচ। নিদ্রিতা ব্রুন্‌হিল্ডের মুখের দিকে সিগুর্ড বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল ; পরে তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিল। অন্য উপায়ে কন্যার নিদ্রাভঙ্গ না হওয়ায়, সিগুর্ড তাহার বর্ম খুলিতে চেষ্টা করিল, এবং নিজ তরবারী-দ্বারা কাপড়ের মত বর্ম কাটিয়া ফেলিল। তখন কুমারীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, বিস্মিত-নেত্রে সিগুর্ডের মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমার গায়ের বর্ম কাটিয়া ফেলিয়া কে সে বীর—কে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিল ?

"কে কাটিল গায়ের সানা*, কে টুটাইল নীঁদ ?
কে বা আসি' দূর করিল আমার মরণ-ঘুম ?"

"সত্যই কি সিগ্‌মুণ্ড-তনয় ফাফ্‌নি-হা সিগুর্ড আসিয়াছে—মাথায় তার ফাফ্‌নিরের শিরস্ত্রাণ, হাতে তার ফাফ্‌নি-ঘাতক অস্ত্র ?"

সিগুর্ড বলিল—"হাঁ, আমি Volsung বোল্‌সুঙ্গ্‌-বংশধর সিগ্‌মুণ্ড-পুত্র সিগুর্ড-ই বটি—আমিই এই আগুন আর ধোঁয়ার দেওয়াল ভেদ ক'রে এসেছি।"

ব্রুন্‌হিল্ড তখন বলিল—

"বহুদিন আমি ঘুমিয়েছি, বহুদিন ধ'রে নিদ্রা গিয়েছি।
মানুষের দুঃখও অনেক—বহুদিনের।

* সানা, অর্থাৎ বর্ম (প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ—সংস্কৃত 'সন্নাহ' শব্দ-জাত)।

ওডিনের প্রভাবে আমাকে শক্তিহীন হ'য়ে থাক্‌তে হ'য়েছে—
নিদ্রার মোহ আমি কাটিয়ে' উঠ্‌তে পারি নি ॥

"জয়, দিনের আলো ! জয়, আলোকের পুত্রগণ !
জয়, কৃষ্ণা রজনী ! জয়, রজনীর কন্যা (পৃথিবী) !
আমরা দুজনে এখানে র'য়েছি, তোমরা স্নেহের চোখে আমাদের প্রতি চাও ;
আমরা যেন অবশেষে জয়যুক্ত হই ॥

"জয় দেবগণ ! জয় দেবীগণ !
বসুন্ধরা মুক্তহস্তা ভূদেবীর জয় !
মহান্ আমাদের দুজনকে বাক্ দাও, মানবী বিদ্যা (=জ্ঞান) দাও,
যতদিন আমরা জীবিত থাকি, রোগ-নিবারক হস্ত দাও ॥"[৩]

এইরূপে দেবতাদের আবাহনের পর, ব্রুন্‌হিল্ড নিজ পরিচয় দিল। বহু যুগ পূর্বে, ওডিনের অনভিপ্রেত হওয়া সত্ত্বেও, ব্রুন্‌হিল্ড কোনও যুদ্ধে একজন যোদ্ধাকে সাহায্য করিয়াছিল ; তাই দেবরাজ শাস্তি-স্বরূপ তাহার গায়ে ঘুমের কাঁটা ফুটাইয়া তাহাকে অচৈতন্য করিয়া রাখেন,—আর তাহাকে দেবলোকে চিরকুমারী দেবী হইয়া থাকিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন,—তাহাকে মানুষের সঙ্গে মানুষী হইয়া ও বিবাহ করিয়া থাকিতে হইবে, এইরূপ শাস্তি তাহাকে দেন। এই শাপের কথা শুনিয়াই সে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, নির্ভীক্ বীর-পুরুষ ছাড়া আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না।

ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে দেখিয়া দেবী বুঝিয়া সিগুর্ড্ বলিল "তুমি আমাকে

[৩] প্রাচীন নরউইজীয় বা স্বাণ্ডিনেভীয় ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ এই শেষ প্রার্থনাত্মক শ্লোকটীর মূল দিতেছি—

Hailir a(n)sir, hailar a(n)syniur,
hail sja in fjol-nyta fuld!
mal ok manvit gifith ukkr marum tvaim,
ok laknis-handr mithan lifum.

জ্ঞানের কথা শেখাও—ত্রিভুবনে কোথায় কি হ'চ্ছে, আর কি হ'য়ে থাকে, আমায় বলো।"

ব্রুন্‌হিল্ড বলিল—"তুমি হয় তো আমার চেয়ে বেশী জানো ; তাহ'লেও আমি যা জানি তোমায় ব'লছি। এখন এসো, এখন আমরা দু'জনে এক-সঙ্গে পান করি : যেন দেবতারা আমাদের দুজনকে আনন্দের দিন দেন, যেন তুমি আমার বুদ্ধি ও জ্ঞান থেকে সাহায্য পেতে পারো, যশ পেতে পারো—এখন দুজনে মিলে আমরা যে কথা বার্তা ক'র্‌ছি তা যেন তুমি মনে রাখ্‌তে পারো।"

ব্রুন্‌হিল্ড পানপাত্র ভরিয়া মধু লইয়া সিগুর্ডের নিকটে আনিল, এবং পরস্পরের মধ্যে প্রেমের নিদর্শন-স্বরূপ তাহাকে পান-পাত্র দিল। তারপর প্রাচীনদের নিকট হইতে শ্রুত বহু উপদেশময় সূক্ত ব্রুন্‌হিল্ড সিগুর্ডকে শুনাইল। শেষে ব্রুন্‌হিল্ড ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে জানাইল যে সিগুর্ডের জীবন অল্পদিনের ; সে ব্রুন্‌হিল্ডকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে কি না ?—কিন্তু ইহার ফলে তাহাদের উভয়ের জীবন ঘোরতর দুঃখময় হইবে। ইহা জানিয়াও, সিগুর্ড তাহারই জন্য প্রতীক্ষমাণা এই দেবকন্যাকে নিজ পত্নী-রূপে পাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—

"আমি কখনও পালিয়ে' প্রাণ বাঁচাবো না—
যদিও তুমি আমাকে নিয়তি দ্বারা আকর্ষিত ব'লেই জেনে থাকো ;
ভয় পেয়ে চোখ বুজবার জন্য আমি জন্মাই নি ;
তোমার ভালবাসার দান এই উপদেশাবলী
আমি চিরতরে মনে গেঁথে রাখ্‌লুম,—
যতদিন আমি বাঁচবো।"

সিগুর্ড আরও বলিল—"তোমাকেই আমি চাই, আমার মনের নিভৃত-তম স্থানে তুমিই রইলে।"

ব্রুন্‌হিল্ড তখন বলিল—"জগতের সমস্ত পুরুষের মধ্যে তোমাকেই আমি বরণ করি, তুমিই আমার প্রিয়তম।"

এইরূপে তাহারা পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে বদ্ধ হইল। বামন আন্দ্‌বারির আঙ্গটী যেটী ফাফ্‌নিরের রত্ন-ভাণ্ডারে সিগুর্ড পাইয়াছিল, সেটী সে ব্রুন্‌হিল্ডকে অর্পণ করিল।

৪। নিয়তির গতি

কতকগুলি প্রাচীন গাথা অনুসারে, সিগুর্ড ও ব্রুন্‌হিল্ড একত্র কিছুকাল বাস করে এবং উহাদের একটি কন্যাসন্তান হয়, তাহার নাম দেওয়া হয় Aslaug আস্‌লাউগ্। এই কন্যার কথা লইয়া একটী সুন্দর গাথা আছে—কিন্তু মূল উপাখ্যানের সঙ্গে এই কন্যার কোনও যোগ বা ইহাতে তাহার কোনও স্থান নাই। সিগুর্ড পুনরায় বিজয়-যাত্রায় বাহির হইল, এবং নানাস্থান ঘুরিয়া Rhine রাইন-নদের তীরে Giuki গিউকি[৪] নামে

[৪] Giuki ও তৎপুত্র Gunnar ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন মনে হয়—খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্দ্ধে Burgundian বুর্গণ্ডীয়-গোত্রের টিউটনগণের রাজাদের মধ্যে Gibica গিবিকা ও Gundaharius গুন্দাহারিউস্ বা Gundicarius গুন্দিকারিউস্ নামে দুই-জনের নাম পাওয়া যায়—ইঁহারাই আখ্যায়িকার Giuki (অন্যরূপ Gibich) ও Gunnar (জরমান-জাতির মধ্যে প্রচলিত রূপ Gunther, প্রাচীন ইংরেজদের মধ্যে Guthhere)। সিগুর্ড-আখ্যায়িকায় আছে যে Gunnar গুন্নার নিজ কুল ও অনুচরবর্গের সহিত হূণ-রাজ Atli আট্‌লির হাতে নিহত হন; এবং ইতিহাসে আমরা পাই যে ৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা Gundicarius নিজ সমগ্র কুল বা জাতির সহিত হূণদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। Nibelungen Lied-এ Gudrun-এর নাম নাই, এই বইয়ে Gunther অর্থাৎ গুন্নারের ভগ্নীর নাম Kriemhild; স্কাণ্ডিনেভিয়ায় প্রচলিত আখ্যানে মাতার Grimhild নাম জরমানিতে প্রচলিত আখ্যানে Kriemhild-রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে ও কন্যার নাম রূপে গৃহীত হইয়াছে, এবং মাতার অন্য নাম দেওয়া হইয়াছে।

এক রাজার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই রাজার গোত্র বা কুলের নাম হইতেছে Niflung নিফ্‌লুঙ্গ, বা Niblung নিব্‌লুঙ্গ, বা Nibelung নিবেলুঙ্গ কুল। সোনার কবচ গায়ে, বাঁ হাতে সোনা-মোড়া ঢাল, মাথায় সোনার টোপর বা শিরস্ত্রাণ, দেবরাজের ঘোড়ার মত সুন্দর তেজী ঘোড়ায় চড়িয়া বীর-বপু সুন্দর-কান্তি দেবোপম সিগুর্ড যখন গিউকির নগরে আসিয়া পঁহুছিল, সকলে তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, ও বিশেষ সম্মানের সহিত তাহার স্বাগত করিল। সিগুর্ড সম্মানিত অতিথি-রূপে গিউকির বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিল।

রাজা গিউকির রানীর নাম Grimhild গ্রিম্‌হিল্‌ড্। গিউকি ও গ্রিম্‌হিল্‌ডের তিন সন্তান, দুই পুত্র Gunnar গুন্নার্ ও Hjogni হোগ্‌নি, এবং এক কন্যা Gudrun গুড্‌রুন্। গ্রিম্‌হিল্‌ডের পূর্ব স্বামীর এক পুত্র Guttorm গুট্টোর্‌ম্ গিউকির আশ্রয়েই পালিত হইত।

রানী গ্রিম্‌হিল্‌ড্ বিশেষ অভিসন্ধিময়ী রমণী ছিলেন। সিগুর্ডের মত বীর যুবককে দেখিয়া তাঁহার বাসনা হইল যে তাহার সহিত নিজ কন্যা গুড্‌রুনের বিবাহ দেন। পর্বতোপরি অগ্নিবেষ্টিত প্রাসাদে অবস্থিতা দেবকুমারী ব্রুন্‌হিল্ডকে সিগুর্ড কত গভীর ভাবে ভালবাসে, তাহা গ্রিম্‌হিল্ড বহুবার ব্রুন্‌হিল্ডের সম্বন্ধে সিগুর্ডের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি তিনি সিগুর্ডের মনের পরিবর্তন করিয়া তাহাকে নিজ কন্যার প্রতি আসক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি যাদুবিদ্যা জানিতেন। ব্রুন্‌হিল্‌ডের কথা ভুলাইয়া দিবার জন্য তিনি মন্ত্র-পূত সুরা প্রস্তুত করিয়া সিগুর্ডকে পান করিতে দিলেন, বিশ্বস্তচিত্তে সিগুর্ড তাহা পান করিয়া ফেলিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রুন্‌হিল্‌ডের সমস্ত কথা তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল। মন্ত্র-চালিত হইয়া সে গ্রিম্‌হিল্‌ডের বশ্যতা স্বীকার করিল।

ইহার পরে যখন রাজকুমারী গুডরুন্‌কে বিবাহ করিবার জন্য মাতা ও

পিতার নির্দেশ-মত গুন্নার সিগুর্ডের নিকট প্রস্তাব করিল, সিগুর্ড তখন সহজেই সম্মত হইল। গুন্নার ও হোগ্‌নি সিগুর্ডের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত হইবার জন্য তাহার সহিত 'রক্ত-সম্বন্ধ' পাতাইল—তাহারা যেন এক মায়ের পেটের ভাই হইল—তিন জনে এক চাবড়া মাটি কাটিয়া একটী ঢালের উপরে রাখিল, এবং সেই ঢালের নীচে তিন জনে দাঁড়াইয়া, নিজ নিজ দক্ষিণ হস্ত হইতে একটু করিয়া রক্ত লইয়া মাটীর মধ্যে কাটা গর্তে ফেলিল, পরে তিন জনে চির-মিত্রত্বে বদ্ধ হইবার শপথ করিল, এবং মাটীর চাবড়াটী যথাস্থানে তিন জনের মিশ্রিত রক্তের উপর স্থাপিত করিল। —এই ভাবে তাহারা রক্ত-সম্পর্ক স্থাপন করিল।

গুডরুনের সহিত সিগুর্ডের যথারীতি বিবাহ হইল—নিব্‌লুঙ্গ-জাতির মধ্যে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। সিগুর্ড এখন যেন কতকটা কলের পুতুল—গ্রিম্‌হিল্‌ডের মন্ত্র-পূত সুরা তাহাকে বদলাইয়া দিয়াছে। সে তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত সুন্দরী রাজকুমারী গুড্‌রুন্‌কে পত্নী-রূপে পাইয়া খুশীই হইল—ব্রুন্‌হিল্‌ডের কথা তাহার কিছুই মনে রহিল না।

কিছুকাল পরে গ্রিম্‌হিল্‌ড্ নিজ পুত্র গুন্নার কে বলিলেন—"এখন তো সবই বেশ হ'ল, সিগুর্ডকে পাওয়া গেল; কিন্তু তোমার বিবাহ করা চাই। পাহাড়ের উপরে দেবকুমারী ব্রুন্‌হিল্‌ড্ র'য়েছে; তুমি গিয়ে তাকে বিবাহ করবার চেষ্টা করো; সিগুর্ড সওয়ার হ'য়ে তোমার সঙ্গে যাবে, তোমার সাহায্য ক'রবে।"

গুন্নার বলিল—"শুনেছি তো ব্রুন্‌হিল্‌ড্ অসামান্য সুন্দরী, তেজস্বিনী; তাকে বিয়ে ক'রতে পারা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য হবে।" সে ব্রুন্‌হিল্ডকে জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, এবং সিগুর্ডের পরামর্শ চাহিল। আত্ম-বিস্মৃত সিগুর্ড তাহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিল।

দলবল লইয়া Hindfell হিণ্ড্‌ফেল্‌-এর পর্বতে গুন্নার্ গেল, কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও গুন্নার আগুয়াইতে পারিল না—তাহার অশ্বের সাধ্য হইল না যে অগ্নি-প্রাচীর ভেদ করিয়া ভিতরে যায়। গুন্নার তখন সিগুর্ডের ঘোড়া লইয়া ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু নিজ প্রভু সিগুর্ড ভিন্ন অন্য লোক পিঠে চড়ায়, সিগুর্ডের ঘোড়া নড়িতে চাহিল না। শেষে গুন্নারের অনুরোধ মত সিগুর্ড গুন্নারের সহিত পোষাক বদলাইল, এবং গুন্নারের বেশ ধরিয়া গুন্নারের হইয়া ব্রুন্‌হিল্‌ড্‌কে জয় করিতে চলিল। সিগুর্ডের জুতার সোনার কাঁটার ঘা খাইয়া তাহার ঘোড়া আগুনের ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িল; ভয়ঙ্কর গর্জনের সহিত আগুন দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল, ভূমি কম্পিত হইল, অগ্নিশিখা আকাশে গিয়া ঠেকিল; কিন্তু সিগুর্ড না দমিয়া, এই অগ্নি-প্রাচীর ভেদ করিয়া, ব্রুন্‌হিল্‌ড্ যেখানে বসিয়াছিল, সেখানে আসিয়া পঁহুছিল।

ব্রুন্‌হিল্ড জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি?"

পূর্ব-কথা সিগুর্ডের মনে নাই—সে মিথ্যা পরিচয় দিয়া বলিল যে সে গিউকি-রাজার পুত্র গুন্নার, অগ্নি-প্রাচীর ভেদ করিয়া আসিয়াছে; ব্রুন্‌হিল্ড যে প্রচার করিয়া দিয়াছিল, যে অগ্নি-প্রচীর ভেদ করিয়া তাহাকে জয় করিবে তাহাকেই সে বিবাহ করিবে, তদনুসারে সে ব্রুন্‌হিল্‌ডের পানি-প্রার্থী।

ব্রুন্‌হিল্ড গুন্নারের বেশে সিগুর্ডকে চিনিতে পারিল না, তাহারও যেন মতিভ্রম হইল। শুধু সে বলিল—"তোমার কথার কি উত্তর দেবো ভেবে ঠিক ক'রতে পার্‌ছি না।" তাহার মনে সংশয় জাগিতেছিল, সিগুর্ড-ছাড়া আর কাহারও দ্বারা এই প্রাচীর ভেদ করিয়া আসা তো সম্ভব নয়, তবে এ কে আসিল?

গুন্নার-বেশী সিগুর্ড বলিল—"তুমি আমাকে বিবাহ করিবে না?

নানা ধনরত্ন, স্বর্ণ ও অলঙ্কারাদির বিরাট্ যৌতুক দিয়ে তোমার বিবাহ ক'রে নিয়ে যাবো।''

ব্রুন্‌হিল্ড্ মাথায় শিরস্ত্রাণ, গায়ে কবচ ও হাতে তরবারি লইয়া কাষ্ঠাসনে বসিয়াছিল। সংশয়পূর্ণ হৃদয়ে উপবিষ্টা অবস্থায় সে উত্তর দিল—তাহার ভঙ্গী হইল যেন জলের তরঙ্গের উপরে দোদুল্যমানা রাজহংসী—. "গুন্নার, ধনরত্নের কথা ব'লো না। সোনা দিয়ে আমার মন ভুলিয়ে' আমায় নিয়ে যেতে পার্‌বে না; যদি তুমি বীর-শ্রেষ্ঠ হও, তবেই তোমার সঙ্গে যাবো। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী সবাইকে বধ ক'রে আমায় নিয়ে যেতে হবে—তুমি পার্‌বে? আমি গ্রীকদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলুম, আমাদের অস্ত্র রক্তে লাল হ'য়ে গিয়েছিল—লড়াইয়ের জন্য আমি পাগল।"

সিগুর্ড তখন বলিল—"হাঁ, তুমি বীরাঙ্গনা বট, বীরের উচিত কার্য্য দেখিয়েছ। কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে, তোমার কথা-মত যে অগ্নি-প্রাচীর পেরিয়ে' এসে জন-সমাজে তোমাকে পত্নী ব'লে দাবী ক'রবে, তাকেই তো তোমার পতি ব'লে মান্‌তে হবে।"

ব্রুন্‌হিল্ড অগত্যা উঠিয়া গুন্নার-বেশী সিগুর্ডকে অভিবাদন করিল, এবং যথোচিত সংবর্ধনা করিল। সিগুর্ড অগ্নি-প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাসাদে তিন রাত্রি অবস্থান করিল, কিন্তু সে গুন্নারের হইয়া ব্রুন্‌হিল্ডকে জয় করিতে আসিয়াছে, সে কথা তাহার মনে ছিল; তিন রাত্রি ব্রুন্‌হিল্‌ডের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিল, কিন্তু মাঝে ব্যবধান-স্বরূপ তরবারি রাখিল। ব্রুন্‌হিল্ড এই "অসিধার-ব্রত" পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সিগুর্ড বলিল, এই ভাবে তাহার স্ত্রীর সহিত প্রথম তিন রাত্রি যাপন না করিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

তার পরে ব্রুন্‌হিল্ড সিগুর্ডের প্রদত্ত আন্দ্‌বারির আঙ্গটী লইয়া গুন্নার-রূপী সিগুর্ডকে অর্পণ করিল; সিগুর্ডও তাহাকে আর একটী আঙ্গটী দিল।

ব্রুন্‌হিল্ড্ প্রতিশ্রুতি দিল যে, সে গুন্নারকে বিবাহ করিবার জন্য নয় দিনের মধ্যে আসিবে। সিগুর্ড পুনরায় আগুনের মধ্য দিয়া গিয়া গুন্নারের সহিত মিলিত হইয়া গিউকির নগরে ফিরিয়া আসিল।

সিগুর্ড চলিয়া গেলে, ব্রুন্‌হিল্ড্ তাহার বিশ্বস্ত এক বৃদ্ধের নিকটে গেল; এই বৃদ্ধের নাম Heimir হেইমির্। তাহাকে বলিল—"এক রাজা আমায় বিবাহ করিবার জন্য আসিয়াছিল; আমার প্রাসাদের পরিবেষ্টন শিখাময় অগ্নিমালা ঘোড়ায় চড়িয়া পার হইয়া সে আমার নিকটে আসিল, আমায় বলিল যে আমাকে সে বিবাহ করিতে আসিয়াছে, এবং গুন্নার নামে নিজ পরিচয় দিল। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই জানি যে একমাত্র সিগুর্ড-ই এই বীর-কার্য্য করিতে সমর্থ, আর কেহই নহে; এই সিগুর্ডের সঙ্গেই পূর্বে আমি বাগ্‌দত্তা হইয়াছি, আমি তাহারই ধর্মপত্নী, সেই আমার প্রিয়তম।''

ব্রুন্‌হিল্‌ডের মনে-মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল, গুন্নার নামে যে আসিয়াছিল সে সিগুর্ড-ই বটে। অথচ জটিল ঘটনাচক্র তাহার বোধ-বিচারের অগম্য। সে সিগুর্ডের কন্যা আস্‌লাউগ্‌কে লালন-পালনের জন্য হেইমিরের হাতে সমর্পণ করিয়া, যেন নিয়তির আকর্ষণে গিউকির নগরে গিয়া উপস্থিত হইল।

৫। সিগুর্ড ও ব্রুন্‌হিল্ডের মর্মান্তিক দুঃখ, এবং উভয়ের মৃত্যু

খুব ঘটা করিয়া গুন্নার ব্রুন্‌হিল্ডকে বিবাহ করিল—ব্রুন্‌হিল্ডও মন্ত্র-চালিত-মত সমস্ত ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিল। বিবাহ-উৎসব চুকিয়া গেলে

পরে, ক্রুন্‌হিল্‌ডের সহিত মিলনের পূর্ব-কথা সিগুর্ডের স্মরণে আসিল ; কিন্তু এখন আর পথ নাই—সমস্ত কথা মনে-মনে চাপিয়া রাখিয়া, সিগুর্ড আর সকলের সহিত দিন কাটাইতে লাগিল।

কিন্তু ক্রুন্‌হিল্ড ও সিগুর্ড উভয়েরই মনের ভিতরে নিদারুণ অশান্তি ও অশান্তি। গুন্নারের বেশ ধরিয়া যখন আগুন ভেদ করিয়া সিগুর্ড ক্রুন্‌হিল্ডকে জয় করিয়া ফিরিয়া আসে, তখন সিগুর্ড সমস্ত কথা পত্নী গুড্‌রুনকে বলিয়াছিল। স্বতরাং গুড্‌রুন সব রহস্য জানিত। এক দিন ক্রুন্‌হিল্ড ও গুড্‌রুন উভয়ে রাইন-নদে স্নান করিতে গেল। সেখানে দুই-জনের মধ্যে কথা-প্রসঙ্গে কাহার স্বামী শ্রেষ্ঠতর, এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ ও শেষে কলহ হইল। ক্রুন্‌হিল্ড বলিল যে গুন্নারের মত বীর আর কেহ নাই, কারণ গুন্নার অগ্নি-প্রাচীর পার হইয়া তাহার মত বীরাঙ্গনাকে জয় করিয়া বিবাহ করিয়াছে। ইহাতে স্বামিগর্বে গর্বিতা গুড্‌রুন্ ক্রুদ্ধা হইয়া সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল ; অধিকন্তু আন্দ্‌বারির আঙ্গটী, যে আঙ্গটী সিগুর্ড প্রথম ক্রুন্‌হিল্ডকে দেয় ও পরে গুন্নার-বেশী সিগুর্ডকে ক্রুন্‌হিল্ড্ প্রত্যর্পণ করে, তাহা গুড্‌রুনের কাছে সিগুর্ড রাখিয়াছিল, সেই অভিজ্ঞান-স্বরূপ আঙ্গটীও গুড্‌রুন্ ক্রুন্‌হিল্ডকে দেখাইল। আঙ্গটী দেখিয়া ক্রুন্‌হিল্‌ডের মুখ ক্রোধে মৃত্যুর ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল, সে আর কোনও কথা বলিল না। তাহার মনে এই ধারণা হইল যে, সিগুর্ড সজ্ঞানে তাহাকে অপমানিত করিয়াছে—গুড্‌রুনের জন্য-ই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

ক্রুন্‌হিল্‌ডের নিদ্রা গেল, বিশ্রাম গেল। প্রাচীন গাথায় তাহার অবস্থা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"তার সারা জীবনে সে দুঃখ পায় নাই ;
মানুষের মধ্যে যে অশান্তি, তার কিছুই সে জানত না।

তার অপযশ কখনও হয় নি,—অপযশ সহা তার স্বপ্নেরও অতীত ছিল ;
কিন্তু তাদের (উভয়ের) মধ্যে ভাগ্যদেবীগণ কার্য্য ক'রলেন,—তাঁরা নিষ্ঠুর॥

''দিনের শেষে সে একলা ব'সে থাক্‌ত,
আর এইরূপ বিলাপে সে হৃদয় উন্মুক্ত ক'র্‌ত :—
'তরুণ বীর সিগুর্ড্‌কে আমার চাই-ই—
আমার দুই বাহুপাশে যদি তার মৃত্যু হয়, তবুও তাকে চাই॥

আমার মনের কথা এই, আমি প্রকাশ ক'র্‌ছি ; এর জন্য আমাকে অনুতাপ ক'র্‌তে হবে ;
ওর স্ত্রী হ'চ্ছে গুড্‌রুন, আর আমি হ'চ্ছি গুন্নারের অধীন ;
হায় হায় ! পাপ ভাগ্যদেবীত্রয় আমার মনে কি অপূর্ণ প্রেমই না দিয়েছে !'

"বেদনাতুর হৃদয়ে সে বার বার ঘরের বাইরে চ'লে যেত,
রাত্রিবেলায় সে পাহাড়ে বরফের নদীর ধারে ঘুর্‌ত—
সে সময়ে গুড্‌রুন্ গিয়ে তার শয্যায় শয়ন ক'র্‌ত,
আর সিগুর্ড তার স্ত্রীর গায়ের চারিদিকে শয্যা-বস্ত্র গুছিয়ে দিত॥

"গিউকির কন্যা তার স্বামীর কাছে গিয়েছে—
বীর সিগুর্ড এখন তার স্ত্রীকে নিয়ে মনের আনন্দে র'য়েছে।
একা আমি নিরানন্দ, আমার ধর্ম-সাক্ষী পতি নেই—
দুঃখের ভারে পীড়িত আমার হৃদয় ফেটে আর্তনাদ যেন বা'র হ'তে চাচ্ছে।' "

ক্রুন্‌হিল্ড্ শয্যা আশ্রয় করিল। ক্রুন্‌হিল্‌ডের অসুখের কথা শুনিয়া গুন্নার তাহাকে দেখিতে আসিল। তাহার কুশল-প্রশ্নের কোনও উত্তর ক্রুন্‌হিল্ড্ দিল না ; শেষে ক্রোধ-স্ফুরিত কণ্ঠে বলিল—"যে আমাকে অগ্নি-মালার মধ্য থেকে জয় ক'রে নিয়ে যাবে, তাকেই আমি বিবাহ ক'র্‌বো, এই ছিল আমার ব্রত। বীর সিগুর্ড আমাকে এইভাবে এসে প্রথমে ধর্মপত্নীত্বে বরণ ক'রে যায় ; সিগুর্ড ড্রাগন ফাফ্‌নির্‌কে বধ ক'রেছে, সে পাপী রেগিন্‌কে মেরেছে, সে বিখ্যাত যোদ্ধা, সে নরশ্রেষ্ঠ। আর

তুমি গুন্নার নীচ প্রকৃতির, মিথ্যাচারী,—তুমি কোনও শূরোচিত কাজ করোনি, তুমি মৃত-জনের মত বিবর্ণ-মুখে পালাও। আমি জান্‌তুম যে সিগুর্ড ছাড়া আর কেউ অগ্নি ভেদ ক'রে আমার কাছে আস্‌তে পার্‌বে না, তাই আমি আমার ব্রত প্রচার করি যে, যে আমায় ঐ ভাবে জয় ক'রবে তাকেই বিবাহ ক'রবো। আমি ধর্ম সাক্ষী ক'রে যে কথা ব'লেছি, তুমি তা' থেকে আমায় নিপাতিত ক'রেছ। আমার সিগুর্ডকে তোমরা আমার হ'তে দাওনি—আমি এই জন্য তোমাকে হত্যা ক'র্‌বো; আর গ্রিম্‌হিল্‌ডের মত পাপীয়সী হৃদয়হীনা স্ত্রীলোক আর কেউ নেই, আমি তার এই পাপা-চরণের প্রতিশোধ নেবো।"

গুন্নার বলিল—"তুমি অতি কুপ্রকৃতির স্ত্রীলোক, তুমি মিছামিছি এক-জন সর্বজন-মাননীয়া নারীকে গা'ল দিচ্ছ।"

ব্রুন্‌হিল্ড্‌ বলিল—"আমি গোপনে কখনও কু-মতলব আঁটি নি—কোনও অনুচিত কাজও করি নি; কিন্তু তোমাকে আমি বধ ক'রবো।'

ব্রুন্‌হিল্ড এই বলিয়া গুন্নারকে বধ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু গুন্নারের ভাই হোগ্‌নি আসিয়া পড়িয়া, ব্রুন্‌হিল্ডকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। গুন্নারের মনে ব্রুন্‌হিল্‌ডের প্রতি একটা সম্ভ্রম ও আকর্ষণ ছিল, সে বলিল, "ব্রুন্‌হিল্ডকে বেঁধে রাখা হয়, আমি তা চাই না।" মিষ্ট কথায় যে ব্রুন্‌হিল্ডকে তুষ্ট করিতে চাহিল। ব্রুন্‌হিল্ড বলিল—"আমায় বেঁধে রাখুক না রাখুক, তোমার সহানুভূতি চাই না। আর আমাতে কখনও আনন্দের ভাব দেখ্‌বে না, কখনও আর মিষ্ট কথা এ বাড়ীতে কেউ শুন্‌বে না; কাপড়ে সোনার কাজ করা, কার্য্যে পরামর্শ দেওয়া—আর আমা হ'তে হবে না। আমি সিগুর্ডকে পেলুম না—আমার দুঃখ কি বুঝ্‌বে!"

তার পরে ব্রুন্‌হিল্ড তাহার আরব্ধ যত শিল্প-কার্য্য টানিয়া ছিঁড়িয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল—ঘরের দরজা খুলিয়া দিল—বহু দূর পর্য্যন্ত তাহার

বিলাপের ধ্বনি শোনা গেল। গুড্‌রুনের দাসীরা আসিয়া ব্রুন্‌হিল্ডকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গুড্‌রুন্‌কে তাহার কাছে যাইতে বলিল। গুড্‌রুন বলিল—"না, না, আমি তো মোটেই তার কাছে যেতে পারি না, তাকে জাগাতে বা তার সঙ্গে কথা কইতে পারি না। কত দিন হ'ল সে মধু বা অন্য পানীয় পান করে নি—নিশ্চয়ই দেবতাদের রোষ তার উপরে প'ড়েছে।" ভ্রাতা গুন্নারকে গুড্‌রুন বলিল—"তুমি যাও, আর তাকে বলো যে আমি তার দুঃখে বিশেষ দুঃখ অনুভব ক'রছি।" গুন্নার বলিল—"না, তার কাছে এখন আমার যাওয়া বারণ, তার সুখ-দুঃখে ভাগ নেওয়ার অধিকার আমার নেই।" তথাপি গুন্নার ব্রুন্‌হিল্‌ডের নিকট গেল, কিন্তু অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াও ব্রুন্‌হিল্ডকে কথা কহাইতে পারিল না। বিফল-মনোরথ হইয়া গুন্নার হোগ্‌নিকে পাঠাইল, ব্রুন্‌হিল্ড হোগ্‌নির সঙ্গেও কথা কহিল না। তাহারা তখন সিগুর্ডকে অনুরোধ করিল, সে গিয়া যদি ব্রুন্‌হিল্ডকে শান্ত করিতে পারে। সিগুর্ড তাহাদের কথার কোনও উত্তর দিল না।

এই ভাবে দুই-চারি দিন যাইতে সিগুর্ড গুড্‌রুনকে ডাকিয়া বলিল—"দেখে শুনে মনে হ'চ্ছে, এই ব্যাপার থেকে ভীষণ একটা কিছুর উদ্ভব হবে, আর ব্রুন্‌হিল্ড প্রাণ দেবে।" গুড্‌রুন বলিল, "প্রভু, তার চারি দিক্‌ ঘিরে' অপার্থিব ব্যাপারের লীলা চ'ল্‌ছে—সাত দিন ধ'রে সে যেন ঘুমোচ্ছে, কেউ তাকে জাগাতে বা কথা কওয়াতে পার্‌ছে না।" সিগুর্ড বলিল—"না, ঘুমোচ্ছে না; আমার মনে হয়, আমারই সম্বন্ধে একটা ভয়ানক কিছু সে ক'রবে।" এই কথা শুনিয়া গুড্‌রুন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তোমার বালাই দূরে যাক্‌! তুমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করো; কথা ক'য়ে দেখ, তার ক্রোধ শান্ত হবার মতন কি না। তাকে যত রত্নালঙ্কার দাও—তার মনের দুঃখ দূর কর্‌বার চেষ্টা করো।"

ঘরের দরজা খোলা ; সিগুর্ড ব্রুন্‌হিল্‌ডের ঘরে গেল। তাহার মনে হইল, যেন ব্রুন্‌হিল্ড নিদ্রিতা। সে বলিল—"জাগো, ব্রুন্‌হিল্ড, সারা বাড়ী রোদ্দুরে ভ'রে গিয়েছে, খুব তুমি ঘুমিয়েছ ; দুঃখ ক'রো না—মনে আনন্দ আনো।" ব্রুন্‌হিল্ড বলিল—"কি সাহসে তুমি আমার কাছে এসেছ ? এই বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ণ ব্যাপারে তোমার চেয়ে পাতকী কেউ নেই।" সিগুর্ড বলিল—"তুমি আর পাঁচ জনের সঙ্গে কথা কইবে না ? এত দুঃখ তোমার কিসের ?" ব্রুন্‌হিল্ড উত্তর দিল—"উঃ, তোমাকে আমার দুঃখের কারণ বুঝিয়ে' ব'লতে হবে !" সিগুর্ড—"তুমি এখন মন্ত্র-চালিতের মত হ'য়ে আছ ; তোমার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব আমার কিছুই নেই ; তুমি অন্ততঃ একজন বীর স্বামীকে বরণ ক'রেছ তো।" ব্রুন্‌হিল্ড বলিল—"না না, গুন্নার কখনও আগুনের মধ্য দিয়ে যায় নি, আর লড়াইয়ে শত্রু-নিপাত করে নি। আমার প্রাসাদের অগ্নিমালা উল্লঙ্ঘন ক'রে কে এল, আমি বিস্মিত হ'য়ে ভাবছিলুম ; মনে হ'য়েছিল, অচেনা গুন্নারের বেশে এলেও আমি যেন তোমারই চোখের চাউনি দেখ্‌ছি ; কিন্তু আমার অদৃষ্ট—আমার ভাগ্যের উপরে যে বিষম কুহেলিকা প'ড়েছিল, তাতে সব আমার চোখে অস্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, ভাল-মন্দ আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি।"

সিগুর্ড তবুও গুন্নারের পক্ষ লইয়া দুই-এক কথা বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল। কিন্তু ব্রুন্‌হিল্ড উত্তর দিল—"তার অন্যায় আর মিথ্যাচারের জন্য সাজা হওয়া উচিত। আমার দুঃখের কথা ভেবো না ; কিন্তু দেখ সিগুর্ড, তোমার কি মনে হ'ল না যে তুমি আমার জন্যই যে ড্রাগন ফাক্‌নিরকে মেরেছিলে, আমার জন্যই যে আগুনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে' এসেছিলে ; তুমি গিউকির ছেলেদের সেবার জন্য তো করো নি।"

সিগুর্ড বলিল ; "সে কথা থাক্‌ ; এখন তো আমি তোমার স্বামী নই, তুমিও আমার স্ত্রী নও।" ব্রুন্‌হিল্ড উত্তর দিল—"আমি কখনও

এমন চোখে গুন্নারের দিকে তাকাই নি যাতে আমার মনে আনন্দ আস্‌তে পারে ; তার সম্বন্ধে আমি অন্তরে-অন্তরে ঘৃণা পোষণ করি।"

সিগুর্ড বলিল—"এমন উদার-হৃদয় রাজা—একে তুমি ভাল-বাস্‌তে পারো না ?"

সিগুর্ডের এই কথায় ব্রুন্‌হিল্ড শুধু বলিল, "তোমার রক্তে নিষ্ঠুর তরবারি যে কেন রঞ্জিত হ'চ্ছে না, এখন এই হ'ল আমার কাছে বিশেষ আক্ষেপেব বিষয়।"

সিগুর্ড বলিল—"তার জন্য চিন্তা তুমি ক'রো না ; আমার শেষ হ'লে তুমিও আর বাঁচতে পার্‌বে না ; বুঝ্‌ছি, আজ থেকে অল্পদিনের মধ্যেই তোমার আর আমার দু'জনেরই শেষ।"

ব্রুন্‌হিল্ড বলিল—"তোমার কথাগুলো আমায় কতটা বিঁধ্‌ছে তুমি বুঝতে পার্‌ছ না ? তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রেছ, আমার সব সুখ-শান্তি তুমি দূর ক'রেছ—আমার কাছে আর জীবন-ই বা কি, আর মরণ-ই বা কি ? তুমি এখনও আমায় চিন্‌লে না, আমার হৃদয়কেও বুঝ্‌লে না ! তুমি তো হ'চ্ছ পুরুষদের মধ্যে প্রথম, সর্বশ্রেষ্ঠ—আর আমি হ'য়ে গেলুম নারীদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য।"

এইবার সিগুর্ড বলিল—"সত্য কথা শোনো ; তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভাল বেসেছি ; কিন্তু তুমি আমি ভীষণ মায়াজালে জড়িয়ে' প'ড়েছিলুম, সে মায়াজাল থেকে আমাদের দুজনের এ জীবনে আর উদ্ধার নেই। যখন আমি সব ব্যাপার বুঝ্‌তে পারলুম, তখন আমি বুঝলুম, জীবনে আমার কি দুঃখ—তোমাকে পেয়েও হারালুম। কিন্তু আমি যথাশক্তি মনকে দৃঢ় ক'রে দুঃখের বোঝা মনের মধ্যেই রাখলুম। মনে এইটুকুও হ'চ্ছিল,—যাক্‌, তুমি তো আছ, আমার কাছে কাছেই আছ। যা ভবিতব্য, তা হ'য়েছে ; যা হবার, তা হবেই—আমার তার জন্য ভয় বা চিন্তা নেই।"

ক্রুন্‌হিল্ড বলিল—"আর এখন তোমায় দুঃখের কথা ব'লে লাভ কি? তোমার জন্য আর আমার মায়া-মমতা নেই।"

সিগুর্ড বলিল—"তোমাকে আমি ভুল্‌তে পারি না। এখনও বলো, তুমি কি আমার স্ত্রী হবে?"

ক্রুন্‌হিল্ড বলিল—"ওরকম কথা আর মুখে এনো না। দ্বিচারিণী হ'য়ে থাক্‌তে পারি না। গুন্নারের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করার চেয়ে নিজেই ম'র্‌বো।

তার পরে ক্রুন্‌হিল্ড পূর্ব কথা স্মরণ-পথে আনিল—প্রথম সাক্ষাতে পাহাড়ের উপরে তারা দুইজনে কি ভাবে মিলিত হইয়াছিল, এবং কিরূপে পরস্পকে পতিপত্নী-রূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

—"এখন সে সব চুকে গিয়েছে। আমি আর বাঁচ্‌তে চাই না।"

সিগুর্ড বলিল—"আমার প্রাণের দুঃখ এই, যে তোমার বিবাহ হ'য়ে যাওয়া পর্য্যন্ত তোমায় দেখেও আমি তোমাকে চিন্‌তেও পারি নি, আর তোমার নামও আমার মনে আসে নি।"

তখন ক্রুন্‌হিল্ড বলিল—"আমার ব্রত ছিল, যে আগুনের দেওয়াল পেরিয়ে' আমার কাছে আস্‌বে, তারই স্ত্রী হ'য়ে থাক্‌বো। আমার সে ব্রত ভঙ্গ হ'য়েছে; আমি এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না।"

সিগুর্ড বলিল—"দেখ, তুমি ম'র্‌বে কেন? তার চেয়ে আমি গুড্রুন্‌কে ত্যাগ করি, আর তার পরে তোমায় আবার বিবাহ ক'র্‌বো।"

এই-সব কথায় সিগুর্ডের বক্ষোমধ্যে যে অসহ্য কষ্ট হইতেছিল তাহাতে তাহার হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইবার মত হইল—তাহার উচ্ছ্বসিত বক্ষঃস্থলের চাপে তাহার গায়ের সাঁজোয়ার লোহার আঙ্গটাগুলি ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

ক্রুন্‌হিল্ড বলিল—"তোমায় চাই না! কাকেও আমি চাই না!"

তখন সিগুর্ড আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

প্রাচীন গাথায় আছে—

"তখন সিগুর্ড বাহিরে চলিয়া গেল—
সিগুর্ড, মহান্‌ রাজার প্রিয় বন্ধু;
এই আলাপের ফলে, এবং তাহার মহৎ দুঃখের ফলে
কি নিষ্প্রভ, এবং কি কাতর হৃদয়ে চলিয়া গেল!

"তাহার গায়ের সানা—
লোহার আঙ্গটায় তৈয়ারী তাহার সানা
দুই দিক্‌কার পাঁজরার চাপে ছিঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল—
যুদ্ধে সাহসী বীর সিগুর্ডের॥

সিগুর্ড বাহিরে আসিতেই গুন্নার জিজ্ঞাসা করিল, ক্রুন্‌হিল্ড কথা কহিতেছে কিনা। সিগুর্ড বলিল যে কথা সে খুবই কহিতেছে। তখন গুন্নার ভিতরে গিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং বলিল যে যাহা করিলে সে একটুও খুশী হয়, গুন্নার সানন্দে তাহা করিবে।

ক্রুন্‌হিল্ড বলিল—"সিগুর্ডের মৃত্যু চাই।"

গুন্নারের মনে বিদ্বেষ-ভাব আনয়ন করিবার জন্য ক্রুন্‌হিল্ড সিগুর্ডের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিল যে গুন্নারের বেশে সিগুর্ড তাহার সঙ্গে পতির মত ব্যবহার করিয়াছে।

তারপরে ক্রুন্‌হিল্ড বাহিরে চলিয়া গেল, এবং প্রাসাদের প্রাচীরের তলে বসিয়া বসিয়া নিজের কথা ভাবিতে লাগিল। সিগুর্ড আর তাহার হইবে না, এই কথা চিন্তা করিয়া উচ্চ কণ্ঠে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল যে পৃথিবীর সব জিনিস তাহার কাছে বিষবৎ বোধ হইতেছে।

গুন্নার পুনরায় তাহার কাছে আসিতে সিগুর্ডের প্রাণ লইবার জন্য ক্রুন্‌হিল্ড তাহাকে প্ররোচিত করিল। সিগুর্ড বাঁচিয়া থাকিতে সে কিছুতেই গুন্নারের স্ত্রীরূপে বাস করিবে না।

গুন্নার ভাবিল, সিগুর্ড আমার হিতৈষী বন্ধু, পাতানো ভাই—কিন্তু ক্রুন্‌হিল্ড-ই জগতের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু, সমস্ত রমণীগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী —তার জন্য প্রাণও দেওয়া যায়, বন্ধু কোন্ ছার।

সে ক্রুন্‌হিল্ডকে খুশী করিবার জন্য সিগুর্ডকে হত্যা করাই স্থির করিল। এ বিষয়ে সে ভ্রাতা হোগনির সহিত পরামর্শ করিল। হোগ্‌নি তাহাকে ভগিনী-পতি ভ্রাতৃকল্প সিগুর্ডের বধ-রূপ মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, অনেক উপদেশ দিল। কিন্তু গুন্নার তখন ক্রুন্‌হিল্ডকে পাইবার ও তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য পাগল, সে কৃত-নিশ্চয়। রাগ করিয়া হোগ্‌নিকে বলিল, "সিগুর্ড না ম'রলে আমিই ম'রবো।"

শেষে গুন্নার ও হোগ্‌নি স্থির করিল যে তাহাদের দুইজনের কেহ সিগুর্ডকে প্রাণে বধ করিবে না, কারণ তাহার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক পাতাইয়াছে। তাহারা তাহাদের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা গুট্টোর্‌ম্‌কে অর্থ-লোভ দেখাইয়া এই বিশ্বাস-ঘাতকতার কার্য্যে রাজী করিল। যাহাতে এই ভীষণ কার্য্যে তাহার মতি স্থির থাকে, তজ্জন্য গুট্টোর্‌ম্‌কে তাহারা দুইজনে সাপের মাংস ও নেকড়ে-বাঘের মাংস খাওয়াইতে লাগিল। গুট্টোর্‌ম্ অবশেষে সিগুর্ডকে বধ করিবে স্থির করিল।

সিগুর্ড এ-সব ব্যাপার কিছু জানিত না। রাত্রে সে গুড্‌রুনের সহিত নিজ ঘরে বিছানায় শুইয়া আছে। গুট্টোর্‌ম্ তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুই দুইবার তাহার সাহস হইল না।— সিগুর্ড জাগিয়া ছিল, সিগুর্ডের উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টির সামনে দাঁড়াইবার সাধ্য কাহারও ছিল না। তৃতীয় বার সে দেখিল, সিগুর্ড ঘুমাইতেছে; তখন সে ঘরে ঢুকিয়া নিদ্রিত সিগুর্ডের বক্ষে নিজ তরবারি আমূল বিঁধাইয়া দিল—তাহার দেহ ভেদ করিয়া তরবারি বিছানার কাঠে গিয়া ঠেকিল। এই মরণ-আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে সিগুর্ড জাগিয়া উঠিল, এবং

হাতের কাছে তাহার নিজের তরবারি পাইয়া তাহা পলায়মান গুট্টোর্‌মের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল; এই আঘাতের চোটে গুট্টোর্‌মের দেহ দুই খানা হইয়া গেল—তাহার ধড় ও মাথার দিক ঘুরিয়া ঘরের ভিতরে পড়িল, ও পায়ের দিক ঘরের বাহিরে পড়িল।

গুড্‌রুন্ সিগুর্ডের পাশেই নিদ্রিতা ছিল, এই ব্যাপারে জাগিয়া উঠিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহা বর্ণনার অতীত; স্বামীর রক্তে তাহার বস্ত্র ভিজিয়া গেল, পাগলের মত সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল; এত জোরে সে হাত কচলাইতে লাগিল যে অশ্বশালের ঘোড়াগুলি ভয়ে জাগিয়া উঠিল, বাহিরের হাঁস ও অন্য পাখীরাও কলরব করিয়া উঠিল। সিগুর্ড অতি কষ্টে উঠিয়া তাহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল, এবং তাহাকে মারিয়া গিউকির পুত্রেরা যে নিজেদেরই সর্বনাশ করিয়াছে তাহা বলিল:—"আমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হ'য়েছিল, যে অল্প বয়সেই আমি ম'রবো, তা ঘ'ট্‌ল; ভবিতব্য আমার চোখের আড়ালে গুপ্ত হ'য়ে ছিল,—কেউই অদৃষ্টের বিরুদ্ধে ল'ড়ে জিত্‌তে পারে না। যে ক্রুন্‌হিল্ড্ আমাকে সকলের চেয়ে ভালবাসে, সেই ক্রুন্‌হিল্ডের জন্যই আমার প্রাণ গেল। আমি কিন্তু গুন্নারের কোনও ক্ষতি করি নি। আগে যদি টের পেতুম, আর অস্ত্র হাতে খাড়া থাক্‌তে পার্‌তুম, তা হ'লে এইভাবে শুয়ে শুয়ে ম'রতুম না, —তিন ভাইও আমার হাতে শেষ হ'ত, আর অনেকেও শেষ হ'ত। সব চেয়ে বিশাল ষাঁড় বা বৃহৎ বরাহ বধের চেয়ে আমাকে বধ করা আরও গুরুতর ব্যাপার হ'ত।"

এই প্রকারে কথা বলিতে বলিতে সিগুর্ড প্রাণত্যাগ করিল।

ওদিকে গুড্‌রুনের আর্তনাদ শুনিয়া ক্রুন্‌হিল্ড্ অট্টহাস্যে হাসিয়া উঠিল। গুন্নার বলিল—"কি নিষ্ঠুর স্ত্রীলোক! তোমারও দিন শেষ হ'য়েছে ব'লে মনে হ'চ্ছে।"

ক্রুন্‌হিল্ড্ বলিল—"এখনও রক্তপাত সাঙ্গ হয় নি!"

গুড্‌রুন সিগুর্ডের মৃতদেহের পার্শ্বে পাষাণমূর্তির মত বসিয়া রহিল। অন্য স্ত্রীলোকর মত সে বিলাপ করিল না, কিন্তু তাহার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নানা পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিল। স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনের শোক-তাপের কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল—সব চেয়ে বেশী দুঃখ যাহা পাইয়াছে তাহার কথা গুড্‌রুন্‌কে শুনাইল; কাহারও পতি, পুত্র ও ভ্রাতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, বা সাগরে ডুবিয়া মরিয়াছে, কেহ বা বন্দিনী হইয়া কাল কাটাইয়াছে, কাহাকেও বা ক্রীতদাসী করা হইয়াছে। কিন্তু গুড্‌রুন্ কাঁদিতে পারিল না; পাথরের মত হৃদয় করিয়া মৃতদেহের পাশে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে একজন স্ত্রীলোক সিগুর্ডের মুখ-ঢাকা চাদরখানা খুলিয়া দিল। গুড্‌রুন্ চাহিয়া দেখিল—তাহার বীর স্বামীর সোনালী রঙের সুদীর্ঘ কেশ-পাশে রক্ত লাগিয়া জট পাকাইয়া গিয়াছে, তাহার উজ্জ্বল চক্ষু ঘোলা হইয়া গিয়াছে, বুকে তরবারি বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িল, তাহার মাথার খোঁপা আল্‌গা হইয়া চুল খুলিয়া পড়িল, তাহার মুখ ফুলিয়া উঠিল, এবং অশ্রুজলের ঝড় যেন বহিয়া তাহার জানুদেশ পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিল।

ক্রুন্‌হিল্ড্ মরিবার সংকল্প করিয়াছিল। এখন সে গুন্নারকে ও গুন্নারের গোত্রকে শপথ-ভঙ্গকারী বলিয়া অভিশাপ দিল—সিগুর্ডের গুণাবলী বর্ণন করিল—কি ভাবে তাহার সঙ্গে ও সিগুর্ডের সঙ্গে মিথ্যাচরণ হইয়াছিল তাহাও বলিল। গুন্নার উঠিয়া দুই বাহু দ্বারা ক্রুন্‌হিল্ডের গলা জড়াইয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল,—আর সকলে আসিয়া ক্রুন্‌হিল্ডকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ক্রুন্‌হিল্ড সকলকে

সরাইয়া দিল। গুন্নার তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টায় প্রচুর স্বর্ণ-সম্ভার আনাইয়াছিল, সে সমস্ত সে উপস্থিত জনগণের মধ্যে ছড়াইয়া বিতরণ করিল। তার পরে সে গুন্নারকে শেষ অনুরোধ জানাইল, যেন তাহার প্রিয়তম সিগুর্ডের সঙ্গে পাশাপাশি এক চিতায় তাহাকে দাহ করা হয় (প্রাচীন টিউটনগণের মধ্যে মৃতের অগ্নি-সংস্কার হইত), এবং তাহাদের দুইজনের মধ্যে যেন সিগুর্ডের তরবারিখানি ব্যবধান-স্বরূপ রাখা হয়—তাহারা দুইজনে একসঙ্গে Walhalla বল্‌হাল্লা বা দেবলোকে বীরপুরুষ-গণের স্বর্গে সগৌরবে যাইবে।

এই প্রার্থনা জানাইয়া, ক্রুন্‌হিল্ড্ একখানি তরবারি লইয়া আমূল নিজ বক্ষে বসাইয়া দিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

অদৃষ্টের দুর্জ্জেয় নিয়ন্ত্রণের ফলে, জন-সমাজে বীর সিগুর্ড ও দেবী ক্রুন্‌হিল্ডের অবিনশ্বর প্রেমের এইরূপ শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটিল।

৬। গুড্‌রুনের কথা; গুড্‌রুনের ভ্রাতৃদ্বয় এবং নিব্‌লুঙ্গ্ কুলের বিনাশ

এই সকল ভীষণ ব্যাপারের অবসানে নিব্‌লুঙ্গ্ রাজকুল হইতে সমস্ত আনন্দ তিরোহিত হইল। গুড্‌রুন্ পতি শোকে মুহ্যমান হইয়া পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে হূণদিগের রাজা Atli আট্‌লি[৫] নিব্‌লুঙ্গ্-রাজের বিধবা কন্যা বলিয়া গুড্‌রুনের পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া প্রস্তাব করিয়া

৫ আট্‌লি ঐতিহাসিক ব্যক্তি; বিখ্যাত হূণরাজ Attila আট্টিলা-র নাম ও কার্য্যকলাপ টিউটনদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে ইউরোপ-আক্রমণ-কারী হূণদের সঙ্গে রোমানদের ও টিউটনদের যে মরণ-পণ সময় হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি টিউটন-জাতি ভুলিতে পারে নাই, তাহাদের জাতীয় ইতিকথার মধ্যে হূণেরা ও বিশেষতঃ

পাঠাইল। গুড্রুন্ এই বিবাহে আপত্তি করিল। শীঘ্রই আবার একটী ভীষণ রক্তারক্তি হইবে ইহা সে অনুভব করিতেছিল। গুড্রুনের মাতা গ্রিম্হিল্ড্ আবার তাঁহার যাদুবিদ্যার প্রয়োগ করিলেন, তিনি মন্ত্রযুক্ত পানীয় গুড্রুন্কে পান করাইয়া পূর্ব-কথা তাহার মানস-পট হইতে দূর্ করিয়া দিলেন, বিশেষতঃ সিগুর্ডের স্মৃতির প্রতি তাহার আকর্ষণ ভুলাইয়া দিলেন। আট্লির সহিত গুড্রুনের বিবাহ হইয়া গেল।

আট্লির উদ্দেশ্য ছিল যে গুড্রুনকে বিবাহ করিয়া সিগুর্ড ফাফ্নির্-কে মারিয়া যে স্বর্ণ-ভাণ্ডার পাইয়াছিল, গুড্রুনের সঙ্গে সঙ্গে আট্লি নিজে তাহারও অধিকারী হইয়া বসিবে। কিন্তু এই স্বর্ণ-ভাণ্ডার গুড্রুনের ভ্রাতৃদ্বয়, গুন্নার ও হোগ্নি দখল করিয়া বসিয়াছিল। আট্লি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে সপরিজনে গুন্নার ও হোগ্নিকে নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিল। গুন্নার ও হোগনি বুঝিতে পারিল যে এই আহ্বান মৃত্যুর আহ্বান, কিন্তু বীরোচিত দম্ভের সহিত এই আহ্বান তাহারা উপেক্ষা করিল না, নানা অনিমিত্ত দর্শন করিয়া ভীতও হইল না—তাহারা সদর্পে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিল। যাইবার পূর্বে তাহারা সিগুর্ডের ধনরত্ন রাইন-নদের জলে

রাজা আট্লিা (স্কাণ্ডিনেভিয়ার Atli রূপে ও জরমান ভাষায় Etzel রূপে এই নাম পরিবর্তিত হয়) একটা স্থান করিয়া লয়। আট্লিা ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে Hildico হিল্ডিকো নামে একজন টিউটন-জাতীয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করে, এবং বিবাহের পরের দিন তাহাকে রক্তাক্ত কলেবরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহা হইতে এই আখ্যায়িকার সৃষ্টি হয় যে, জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করার, অনিচ্ছুক কন্যা আট্লিাকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লয়। হূণরাজ কর্তৃক জরমান্ রাজকুমারী-বিবাহ ও হূণদের হাতে একটী টিউটনীয় গোত্রের সম্পূর্ণ বিনাশ—এই দুই ব্যাপার ঐতিহাসিক, এবং এই ঐতিহাসিক কথা এই উপাখ্যানের উপাদান হিসাবে আসিয়াছে। Atli-কে আবার ব্রুন্হিল্ডের ভাই বলিয়া বর্ণনা করিয়া উপাখ্যানে আরও গোলমালের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ডুবাইয়া দিয়া গেল—জলের ধনরত্ন পৃথিবীতে অনেক অনিষ্ট, রক্তপাত ও হত্যা সাধন করিয়া আবার জলে গেল। তাহারা নদীপথে হূণ-রাজার রাজধানীতে পহুঁছিয়াই তাহাদের নৌকা ভাসাইয়া দিল—তাহারা যে ফিরিবে না একথা যেন জানিত।

একটী প্রাসাদে তাহাদের থাকিতে দেওয়া হইল। সেখানে আট্লির লোকেরা তাহাদের আক্রমণ করিল। গুড্রুন্ও ভাইয়েদের অপরাধ ভুলিয়া গিয়া তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য আসিল, বর্ম পরিয়া তাহাদের দলে থাকিয়া যুদ্ধ করিল। কিন্তু নিব্লুঙ্গের সকলেই একে একে হত ও আহত হইয়া পড়িল, এবং আট্লির লোকেরা গুন্নার ও হোগ্নিকে ধরিয়া বাঁধিয়া আনিল।

আট্লি গুন্নারকে জিজ্ঞাসা করিল, সিগুর্ডের ধনরত্ন কোথায় লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। গুন্নার বলিল—"আগে হোগ্নির হৃৎপিণ্ড এনে দাও, তবে ব'ল্বো।" তাহারা একজন ক্রীতদাসকে মারিয়া ফেলিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড আনিয়া দিল—তাহা দেখিয়াই গুন্নার বলিল—"এ তো ক্রীতদাসের হৃৎপিণ্ড—এখনও ভয়ে কাঁপ্ছে।" তখন তাহারা জীবন্ত অবস্থায় হোগনির বুক হইতে হৃৎপিণ্ড কাটিয়া বাহির করিল; এই ভীষণ মৃত্যু বীর হোগ্নি হাসিতে হাসিতে সহ্য করিল। তখন গুন্নার বলিয়া উঠিল—

"এই আমার সাম্নে র'য়েছে কষ্ট-সহিষ্ণু হোগ্নির হৃৎপিণ্ড;
ভয়-কম্পিত ক্রীতদাসের হৃৎপিণ্ডের মতন এ একেবারেই নয়;
থালার উপরে রক্ষিত এই হৃৎপিণ্ড কত অল্পই বা কাঁপ্ছে!
যখন এই হৃৎপিণ্ড বীরের বুকের মধ্যে ছিল, তখন আরও কম কাঁপ্ত॥

"রাজা আট্লি, তুমিও লোক-চক্ষু থেকে তত দূরে স'রে যাও—
তোমার বাঞ্ছিত স্বর্ণ-ভাণ্ডার থেকে তুমি যতটা দূরে থাক্বে॥

দেখ, আমার হৃদয়ের ভিতরে চিরতরে গুপ্ত রইল
নিব্‌লুঙ্গ্‌দের স্বর্ণ-ভাণ্ডারের খবর—এখন হোগ্‌নি যখন ম'রেছে।
আমার মনে সন্দেহ দ্বিধা-ভাব আন্‌ছিল, যতক্ষণ আমরা দুজনেই বেঁচে ছিলুম ;
এখন আমার মনে আর সন্দেহ বা আশঙ্কা নেই, কারণ আমি একা বেঁচে আছি।

"মহান্‌ রাইন্‌-নদ এখন থেকে হিংসা-উদ্রেককারী স্বর্ণ-ভাণ্ডারকে রক্ষা ক'রবে—
নিব্‌লুঙ্গ্‌দের সোনা, যাহা দেবতাদের দান ছিল।
জলের আবর্তের মধ্যে স্বর্ণ-সম্ভার চিরতরে জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রতে থাক্‌বে ;
হূণবংশের ছেলেদের হাতে এই সোনা কখনও জ্ব'ল্‌বে না॥"

তখন আট্‌লি গুন্নারকে হাত বাঁধিয়া সাপের গর্তে ফেলিতে আদেশ দিল, কিন্তু গুন্নারের কাছে তারের বীণা ছিল, পায়ের আঙ্গুল দিয়া গর্তের মধ্যে সেই বীণার ঝঙ্কার দিতে লাগিল, বহুক্ষণ সাপেরা স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু শেষে সাপের কামড়ে গুন্নার মরিল।

গুড্‌রুন্‌ এখন পাগলের প্রায় হইয়া পড়িল। আট্‌লির ও তাহার উভয়ের দুইটী পুত্র হইয়াছিল, সে এই পুত্রদের হত্যা করিল, এবং তাহাদের মাথার খুলি হইতে পাত্র তৈয়ারী করিয়া তাহাতে করিয়া পুত্রদের রক্ত সুরার সঙ্গে মিশাইয়া আট্‌লিকে পান করাইল। রাত্রে আট্‌লির বক্ষে তীক্ষ্ণধার বর্ষা বিদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিল, এবং পরে প্রাসাদে আগুন ধরাইয়া দিল। কাঠের প্রাসাদের প্রাসাদের বড় বড় গুঁড়ি-কাঠগুলি আগুন লাগিয়া ফাটিয়া পুড়িয়া গেল, এবং আগুনে প্রাসাদের মধ্যে যাহারা ছিল তাহাদের সকলকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। এইরূপে বিরাট্‌ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে এই বিয়োগান্ত নাটকের উপসংহার হইল॥

চীনা দেব-কাহিনী

পৃথিবীতে যে কয়টী জাতি স্বাধীন ভাবে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট সভ্যতার উদ্ভাবন করিয়াছিল, চীনারা তাহাদের অন্যতম। বহু জাতির সভ্যতা পুরাপূরি তাহাদের নিজেদের কৃতিত্বের ফল নহে, তাহারা প্রাচীনতর অথবা সামসময়িক নানা জাতির সৃষ্ট সভ্যতা আত্মসাৎ করিয়া লইয়া, সেই সভ্যতাকে নূতন আকার দান করিয়াছিল মাত্র। স্বাধীন ভাবে সভ্যতা উদ্ভূত হয় মিসরে, মেসোপোতামিয়ায়, ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে, উত্তর আমেরিকায় মেক্সিকো ও যুকাতান প্রদেশে, এবং দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু ও বোলিভিয়ায়। অতি প্রাচীন কালেই অন্য জাতির সাহচর্য্য বা সহায়তা না লইয়া, এই-সব দেশে এক-একটী বিশিষ্ট সভ্যতা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। জগতের প্রাচীন ও আধুনিক যুগে যে বহু বিভিন্ন সভ্যতা বা সংস্কৃতি ভিন্ন-ভিন্ন দেশে প্রকটিত হয়, সেগুলি মুখ্যতঃ এই কয়টী আদিম ও স্বতন্ত্র সভ্যতার আধারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই আদিম সভ্যতার মধ্যে কতকগুলি অধুনাতন কালে একেবারে লুপ্ত, কিংবা সম্পূর্ণরূপে নূতন কলেবর ধারণ করিয়া বসিয়াছে। প্রাচীন বা আদিম রূপের সহিত অব্যাহত যোগসূত্র অতি অল্প দেশেই বিদ্যমান দেখা যায়। প্রায় সর্বত্র ধর্ম অথবা ভাষা, কিংবা এই দুইয়ের পরিবর্তনের ফলে, যোগ-সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অথবা প্রাচীন চিন্তা ও সভ্যতার ধারা প্রতিহত ও ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইয়াছে।

যে-সকল দেশে প্রাচীনের সহিত এই প্রকার নিরবচ্ছিন্ন যোগ দেখা যায়, সে-সকল দেশের মধ্যে এখন কেবল ভারতবর্ষ ও চীনের নাম করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের অনার্য্য (কোল ও দ্রাবিড়) এবং আর্য্য-জাতির সহযোগিতায় সৃষ্ট সভ্যতা, এবং চীনের প্রাচীন মোঙ্গোল-জাতির সৃষ্ট

সভ্যতা, উভয়ের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও, নানা বিষয়ে ইহাদের মধ্যে বৈষম্য লক্ষণীয়। একটী প্রধান বিষয়ে এই দুই দেশের সংস্কৃতিতে পার্থক্য বেশ দেখা যায়। ভারতীয় ও চীনা এই দুই জাতির মনোভাব উহাদের পৌরাণিক বা দেবতা-বিষয়ক কাহিনীতে সে রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে এই পার্থক্যটুকু বেশ ধরা যায়। একদিকে ভারতের দেব-কথায় কল্পনা ও রোমান্স অর্থাৎ 'রমন্যাস'-এর যে মনোহর বিকাশ দেখা যায়—যে বিকাশ অনন্যজাতিসাধারণ, মাত্র আর্য্য গ্রীক জাতি, কেল্‌টিক ও টিউটনিক জাতি এবং শেমীয় জাতির মধ্যে উদ্ভূত দেব-কাহিনীতেই যাহার অনুরূপ কল্পনা ও সৌন্দর্য্য-বিন্যাস দেখা যায় ;—অন্যদিকে চীনদেশের দেব-কাহিনীতে তাহার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবিক, সংস্কৃতে এবং দেশ-ভাষায় রচিত ইতিহাস ও পুরাণ মধ্যে নিহিত আমাদের দেব-কথার মত কাব্যরসে ও মানবের চিরন্তন প্রিয় ভাবাবলীতে পূর্ণ দেব-কথা বা ইতি-কথা, ভারতের বাহিরেয় আর্য্য ও শেমীয় জগৎ ভিন্ন অন্যত্র দুর্লভ। শিব, উমা, বিষ্ণু, শ্রী প্রভৃতি দেবতাদের কাহিনী,সাগর-মন্থন প্রভৃতি কথা, রামায়ণ-মহাভারতের গাথা, সাবিত্রী-সত্যবান্, নল-দময়ন্তী প্রভৃতি পৌরাণিক পাত্রপাত্রীদের উপাখ্যান, মধ্যযুগে সৃষ্ট লখিন্দর-বেহুলা ও অন্য নবীন পৌরাণিক উপাখ্যান, ভক্তদের কথা—এরূপ জিনিস, বা এগুলির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে এরূপ জিনিস. চীনদেশে একেবারে দুর্লভ। চীনাদের দেব-কাহিনীতে অদ্ভুত রস এবং মানবিকতা এই দুয়েরই অভাব। এ বিষয়ে জাপানীরা চীনাদের চেয়ে অনেক অধিক অগ্রসর।

কিন্তু তাই বলিয়া চীনা দেবতালোকে দুই-চারিটী চিত্তাকর্ষক কল্পনা ও কথা যে একেবারেই পাওয়া যায় না, তাহা বলা চলে না। চীনাদের মধ্যে উদ্ভূত দেব-কাহিনীর ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিত (যেমন ফরাসী রোমান-কাথলিক পাদরি

Père Henri Doré আঁরি দোরে) আজ-কালকার দিনে চীনাদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস, দেবতা-বাদ ও অনুষ্ঠানের আলোচনা করিয়া, চীনা পটুয়াদের আঁকা ছবি সমেত বড়-বড় কতকগুলি বই লিখিয়াছেন। কিন্তু এই-সব দেবতাদের উদ্ভব ও ইহাদের বিকাশ সম্বন্ধে ভাল-মত গবেষণা কেহও করেন নাই। বৈদিক, ব্রাহ্মণিক ও ঔপনিষদ, বৌদ্ধ ও জৈন, মৌর্য্য, শুঙ্গ, যবন ও শক, অন্ধ্র ও কুষাণ, গুপ্ত, পল্লব ও তৎপরবর্ত্তী কাল—হিন্দু ইতিহাসের এই সমস্ত বিভিন্ন যুগ ধরিয়া হিন্দু শাস্ত্র, সাহিত্য ও শিল্প-কলা মিলাইয়া, ভারতীয় দেবতা-বাদ ও দেব-কাহিনীর একটা মোটামুটি ধারাবাহিক ক্রম-বিকাশ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে ; Muir মিউয়র, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, Hopkins হপ্‌কিন্স্, কৃষ্ণশাস্ত্রী, গোপীনাথ রাও, আনন্দ কুমারস্বামী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য গবেষণা করিয়াছেন। চীনদেশে কিন্তু Hia হিয়া বা Hsia শিয়া (২২০৫-১৭৬৭ খ্রীঃ পূঃ), Shang শাঙ্ (১৭৬৬-১১২২ খ্রীঃ পূঃ), Chou চোউ (১১২২-২৫৫ খৃঃ পূঃ), Ts'in ছিন্ ও Han হান্ (২২১ খ্রীঃ পূঃ-২০৬ খ্রীঃ), নানা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজবংশ (২০৬-৬১৮ খ্রীঃ), T'ang থাঙ্ (৬১৮-৯০৬), Sung সুঙ্ (৯৬০-১২৮০), Yuan য়ুআন (১২৮০-১৩৬৮), Ming মিঙ্ (১৩৬৮-১৬৪৪)—এই-সব বিভিন্ন যুগ ধরিয়া, চীনা সাহিত্য ও শিল্প মিলাইয়া, চীনা দেব-কাহিনীর পরম্পরাগত ক্রম-বিকাশ দেখাইবার কাজে কেহও হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিছুকাল হইল চীনা দেবতাবাদ সম্বন্ধে ইংরেজীতে দুইখানি বড়-বড় বই প্রকাশিত হইয়াছে—E. T. C, Werner কৃত Myths and Legends of China (London Harrap, 1922) এবং J. G. Ferguson কৃত Chinese Mythology (Mythology of all Races, Vol. VIII, Chinese, Japanese—Marshall Jones & Co., Boston,

1928)—কিন্তু দুইখানিই অত্যন্ত অনুপযোগী। ফরাসী চীনবিৎ Henri Maspéro অঁরি মাস্পেরো ১৯২৪ সালে Journal Asiatique পত্রে Legendes Mythologiques dans le Chou King অর্থাৎ 'শূ-কিঙ্ নামক প্রাচীন চীনা ইতিহাস-গ্রন্থে সংরক্ষিত দেব-কাহিনী' নাম দিয়া যে একটী মূল্যবান্ প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে চীন-দেশের দেব-কথা-আলোচনায় ঐতিহাসিক ও তুলনাত্মক একটী নূতন পদ্ধতি তিনি নির্দেশ করিয়া দেন। এই পদ্ধতি ধরিয়া আলোচনা করিলে, আশা করা যায়, চীনাদের ধর্ম ও দেব-কাহিনীর উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে একটা ধারাবাহিক সংবাদ আমরা ক্রমে পাইব।

একটা মত-বাদ অতি প্রাচীন কাল হইতে চীনদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে গৃহীত হইয়া যায় যে, আধুনিক কালে নরলোকে পূজিত দেবতারা প্রাচীন কালের মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। এইরূপ মতবাদ প্রাচীন গ্রীসেও Euhemeros এউহেমেরোস্ নামক একজন পণ্ডিত কর্তৃক খ্রীঃ-পূঃ ৩০০-র দিকে প্রচারিত হইয়াছিল—Euhemeros-এর নাম হইতে এই মতবাদকে ইউরোপে Euhemerism বলে। এই প্রকারের বিশ্বাস বা মত-বাদ চীনদেশে আসিয়া যাওয়ায়, চীনা দেব-কাহিনীর আলোচনা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

চীনদেশের দেব-কাহিনীতে তিনটী কথা বা উপাখ্যান সব চেয়ে সুন্দর, এবং সুপ্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত।

প্রথমটীর মধ্যে আখ্যান বা কথা-বস্তু বিশেষ কিছু নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাহিনী দুইটীকে চীনা পুরাণের সব-চেয়ে মনোজ্ঞ উপাখ্যান বলিতে পারা যায়। নিম্নে সেই তিনটী দেব-কাহিনী কথিত হইতেছে।

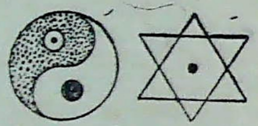
[১] চীনা পুরুষ ও প্রকৃতি

আমাদের দেশে যেমন পুরুষ ও প্রকৃতি, শিব ও শক্তি সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার আছে, এই দুই ভাবের প্রতীক স্বরূপ যেমন বিশ্বপিতা শিব এবং জগন্মাতা উমার কল্পনা আছে,—অনুরূপ বিচার এবং কল্পনা চীনাদের মধ্যেও আছে। তবে চীনা দার্শনিক বিচার এবং দেব-কল্পনা গভীরত্বে, ব্যাপকত্বে ও মনোহারিতায় আমাদের দেশের বিচার ও কল্পনার কাছে পঁহুছিতে পারে না। পুরুষকে চীনারা Yang 'য়াঙ্' বলে, এবং প্রকৃতিকে বলে Yin 'য়িন্' ('য়িন্' শব্দ প্রাচীন উচ্চারণে yəm 'য়ম্' ছিল)। শব্দ দুইটীর মৌলিক অর্থ যথাক্রমে 'রৌদ্র' ও 'ছায়া', অথবা 'আলো' ও 'আঁধার'। য়াঙ্ বা রৌদ্রের অন্য অর্থ ছিল 'দক্ষিণ দিক্', 'উত্তাপ', 'সৃষ্টি-শক্তি'; এবং য়িন্ বা ছায়ার অন্য অর্থ, 'উত্তর', 'শীতল', 'রহস্যাবৃত'। চীনাদের বিশ্বাস এই যে, সমগ্র বিশ্ব-সংসার, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ, এই য়াঙ্ ও য়িন্-এর মিলনের ফল। আমাদের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মত য়াঙ্-গুণ ও য়িন্-গুণ মানব প্রকৃতিতে এবং বাহ্য প্রকৃতিতে কার্য্যকর হয়। চীনাদের মতে, য়াঙ্ শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আধার।

য়াঙ্ ও য়িন্ ভিন্ন, চীনের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে, পরব্রহ্ম বা আদি কারণ রূপে, 'দেবতা' (Thien থিয়েন্), নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম (Tao 'তাও'—অর্থ, 'পথ'—যাহার মধ্য দিয়া সমস্ত প্রবাহিত হইতেছে—পথ-বাচক এই Tao শব্দের নিকটতম সংস্কৃত অনুবাদ হইবে 'ঋত'—'ঋ' ধাতু—'অর্তি, ঋচ্ছতি', গমন-অর্থে—'ঋ' + 'ত' = 'ঋত' = গত ; তুলনীয়, 'সৃ' ধাতু গমন-অর্থে—'সৃ' + 'ত' = 'সৃত', তাহা হইতে প্রাকৃতে 'সট, সড', তাহাতে স্বার্থে 'ক' বা 'ক্ক' প্রত্যয় যোগে 'সডক্ক', ভাষায় 'সড়ক' = পথ), স্রষ্টা পরমেশ্বর (Shang Ti শাঙ্-তী), আদি বা মহামূল (Thai Chi থাই-চী),

চিৎশক্তি বা নীতি (Li লী), প্রভৃতি নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু আদি কারণ বা নির্গুণ ব্রহ্ম Tao তাও হইতে জাত য়াঙ্-য়িন্, অর্থাৎ পুরুষ-গুণ ও প্রকৃতি-গুণ, পৃথিবীর তাবৎ পদার্থের অন্তর্নিহিত বলিয়া স্বীকৃত।

য়াঙ্-য়িন্ হইল জগতের সৃষ্টি ও পরিচালন ব্যাপারের অন্তর্নিহিত শক্তি। চীনারা ইহাদের সাকার কল্পনাও করিয়াছে। য়াঙ্-য়িন্ সর্বদা একত্র অবস্থিত। য়াঙ্-য়িন্-এর প্রতীক্ বা চিহ্ন চীনদেশের সর্বত্র সুপরিচিত—চীনাদের দেবালয়ে, বাসভবনে, আসবাব-পত্রে, পরিচ্ছদে য়াঙ্-য়িন্-এর চিহ্ন লাঞ্ছন-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এই চিহ্ন প্রদর্শিত হইল। একটি বৃত্ত, মধ্যে একটি আবর্ত-রেখার দ্বারা মৎস্য-রূপানুকারী দুইটী অংশে বিভক্ত ; এক অংশ শ্বেত, অন্য অংশ কৃষ্ণ, এবং প্রত্যেক অংশে চক্ষুর মত ক্ষুদ্র একটি করিয়া বিন্দু আছে।



এই চিহ্নের সহিত আমাদের শিব-শক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতির লাঞ্ছন তুলিত হইতে পারে—আমাদের পুরুষ-প্রকৃতির লাঞ্ছনকে 'ষট্‌কোণ' বলে—দুইটী সমকোণ ত্রিভুজ পরস্পরের সহিত গ্রথিত; একটী ত্রিভুজ ঊর্ধ্বমুখ, অন্যটী অধোমুখ; ঊর্ধ্বমুখ ত্রিভুজটী শিব বা পুরুষের প্রতীক—উহার তিনটী ভুজ, ব্রহ্মের গুণ সৎ, চিৎ ও আনন্দের জ্ঞাপক ; অধোমুখ ত্রিভুজটী শক্তি বা প্রকৃতির প্রতীক, তিনটী ভুজ প্রকৃতির গুণত্রয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে নির্দেশ করে।

চীনাদের মতে, অনেক সময়ে জগতে য়াঙ্ ও য়িন্-এর বিরোধ বা অসামঞ্জস্য হয়। তাহার ফলেই যত কিছু নৈসর্গিক ও মানুষের আভ্যন্তরীণ

বিপত্তি ও অস্বস্তি ঘটে। য়াঙ্ এবং য়িন্-এর সামঞ্জস্য হইলেই জগতে নিয়মানুবর্তিতা এবং সুখ ও শান্তি বিরাজ করে। জগতে ও মানব-দেহে য়াঙ্ ও য়িন্-এর সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য চীনা লৌকিক ধর্ম ও চীনা বৈদ্যক-শাস্ত্র নানা ভাবে চেষ্টিত।

য়াঙ্-য়িন্-এর সাকার কল্পনায়, য়াঙ্-এর মূর্তি হইতেছে Tung Wang Kung তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ নামক দেব, এবং য়িন্-এর মূর্তি হইতেছে Si Wang Mu সী-ওআঙ্-মূ (অথবা Hsi Wang Mu শী-ওআঙ্-মূ) নাম্নী দেবী। এই দুই দেব-মূর্তির কল্পনা অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীনাদের মধ্যে বিদ্যমান—চীনের প্রাচীনতম ভাস্কর্যের নিদর্শনে এই দুই দেবতার চিত্র পাওয়া যায়। এই দেবতাদ্বয়ের মধ্যে, প্রকৃতি-রূপিণী সী-ওআঙ্-মূ (অর্থাৎ 'পশ্চিমের রানী-মা'—Si বা Hsi অর্থে 'পশ্চিম', Wang অর্থে 'রাজা' বা 'রাজকীয়', Mu অর্থে 'মাতা') প্রাচীন চীনে বিশেষ প্রভাবান্বিতা দেবতা ছিলেন। তিনি এক হিসাবে বিশ্বমাতা ; মানুষের প্রার্থনা তাঁহার কাছে পঁহুছায়, তিনি অমৃতময় স্বর্গীয় peach পীচ-ফলের বা শফ্‌তালুর অধিকারিণী। এই পীচ-ফল আহারে মানব অমরত্ব লাভ করে ; কেবল দেবীরই কৃপাতে ধার্মিক মানুষ এই ফল লাভ করিতে পারে। সী-ওআঙ্-মূ চীনাদের জাতীয় হৃদয় হইতে, স্বাধীন বা বিশুদ্ধ চীনা কল্পনা হইতে উদ্ভূতা দেবী। চীনারা বিশ্বাস করে যে, তিনি চীন-দেশের পশ্চিমে K'un Lun খুন-লুন পর্বতের মধ্যে অতি রমণীয় প্রদেশে নিজ ধামে বিরাজ করেন—এই স্থান সাধারণ মানুষের পক্ষে অগম্য,—যেমন আমাদের শিবের কৈলাস। খুন-লুন পর্বতেই তাঁহার স্বর্গ। এখানে এক অতি সুন্দর উদ্যান আছে—সেই উদ্যানে, আমাদের স্বর্গের নন্দন-কাননের পারিজাতের মত, অমৃতময় পীচ-ফলের বৃক্ষ বিদ্যমান। উদ্যানের মধ্যে এক রত্নময় জলাশয় আছে। দেবীর

বাহন দেবলোকবাসী Feng ফাঙ্ অর্থাৎ phœnix ফোইনিক্স বা 'ফীনিক্স' পাখী—ময়ূরের মত এই পাখী, পৃথিবীতে কেহ ইহাকে দেখিতে পায় না, আমাদের লক্ষ্মীর পেচকের মত বা সরস্বতীর হংস বা ময়ূরের মত—এই পাখী দেবীর সঙ্গে-সঙ্গে সর্বদা থাকে। দেবীর অনুচরগণও তাঁহার সেবায় নিকটে বিদ্যমান। দিব্যশক্তি-সম্পন্ন দেবর্ষিগণ সী-ওআঙ্-মূ-র স্বর্গে তাঁহার পারিষদ রূপে বাস করেন। অন্য দেবতারাও এই স্বর্গে আগমন করেন। দেবীর পুত্র-কন্যাগণও এই স্বর্গে থাকেন। প্রতি তিন সহস্র বৎসর অন্তর, দিব্য পীচ-ফল ও অন্যান্য স্বর্গীয় খাদ্য আহার করিবার জন্য এই স্বর্গে সমস্ত দেবতাগণ নিমন্ত্রিত হন। চীনারা প্রাণ-মন দিয়া এই স্বর্গের সৌন্দর্য্য কল্পনা করিয়া গিয়াছে—ছবিতে ইহার সৌন্দর্য্য ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে, বর্ণনায় ইহাকে পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস করিয়াছে।

পরবর্তী কালে বৌদ্ধ-ধর্মের আগমনের ফলে, চীনদেশে অমিতাভ বুদ্ধ এবং অবলোকিত-স্বর বা অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের পূজা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে—পশ্চিম-দেশে অবস্থিত বুদ্ধ অমিতাভের স্বর্গ, চীনাদের ও জাপানীদের কল্পনাতে অপূর্ব মহত্ত্বে ও সৌন্দর্য্যে পূরিত হইয়া উঠে, এবং ইহাদের চিত্তে অমিতাভ বুদ্ধ (আধুনিক চীনায় Omito Fo, জাপানীতে Amida Butsu) কর্তৃক অধ্যুষিত এই স্বর্গ, পরম আকাঙ্ক্ষিত হইয়া বিরাজ করিতে থাকে। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর চীনদেশে আসিয়া পুরুষ হইতে স্ত্রী-দেবীতে পরিবর্তিত হইয়া যান—অবলোকিতেশ্বর বা অবলোকিত-স্বর চীন-দেশে Kuan-yin কুআন্-য়িন্ (জাপানীতে Kwannon কান্নোন্ বা খান্নোঙ্) নামে করুণাময়ী মাতৃদেবীতে পরিণত হন, এবং চীন ও জাপানের চিত্তে এই দেবী-রূপে তিনি এখনও রাজত্ব করিতেছেন ; এখন ইহাদের লোকপ্রিয়তার কারণে, সী-ওআঙ্-মূ-র প্রভাব চীনাদের কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছে। সী-ওআঙ্-মূ

এখন কেবল পরী-রাজ্যের রানী মাত্র হইয়া গিয়াছেন—চীনাদের আকুল প্রার্থনার বিষয়ীভূত দেবী বা বিশ্বমাতা আর তিনি নহেন। চীন হইতে জাপানেও সী-ওআঙ্-মূ-র মাহাত্ম্যের প্রচার হয়, জাপানে Sei-o-bo 'সেই-ও-বো' নামে দেবীর আদর এখনও অল্প-স্বল্প আছে।

সী-ওআঙ্-মূ যেমন জীবন্ত দেবতা হইয়া দাঁড়ান, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, পুরুষ-ভাবের সাকার মূর্তি স্বরূপ দেব তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ কিন্তু সেরূপটী হইতে পারেন নাই ; দেবতা-হিসাবে তিনি অনেকটা নিষ্ক্রিয়, যেন শব-রূপী শিব ; যেন তাঁহাকে মাতৃশক্তি-স্বরূপিণী সী-ওআঙ্-মূ-র পুরুষ প্রতিরূপ-হিসাবেই কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। 'তুঙ-ওআঙ-কুঙ্' এই নামটীর অর্থ, 'পূর্বদিকের রাজা ও নেতা (অথবা মহাভাগ, বা মহাপুরুষ)' ; Tung শব্দের অর্থ 'পূর্বদিক্', Wang অর্থে 'রাজা' এবং Kung শব্দটী বহু-অর্থ-প্রকাশক —ইহার মৌলিক অর্থ, 'ব্যক্তি-গত সম্পত্তির ন্যায্য বিভাগ-করণ', ও তাহা হইতে এই অর্থগুলি উদ্ভূত হয়—'লৌকিক, বা সর্বজন-সাধারণ ; নিরপেক্ষ ; নেতা ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ; পুরুষ'। প্রকৃতি-দেবী হইলেন পশ্চিমে অবস্থিত স্বর্গের রানী, এবং পুরুষ-দেব হইলেন পূর্বদিকের অধিপতি লোকপাল-বিশেষ। পূর্ব ও পশ্চিম—পরস্পরের বিরোধী ; আবার পূর্ব ও পশ্চিম জুড়িয়াই বিশ্ব। এই বিচার অনুসারে, চীনা ভাষাতে 'তুঙ্-সী' (=পূর্ব-পশ্চিম), এই সমস্ত-পদ, 'বিশ্ব-জগৎ' অথবা things in general বা 'সমগ্র পদার্থ-নিচয়' এই অর্থে প্রযুক্ত হয়।

সী-ওআঙ্-মূ-র বহু নাম আছে। একটী নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ—Kin Mu 'কিন্-মূ' (বা Chin Mu 'চিন্-মূ'), অর্থাৎ 'স্বর্ণ-মাতা'। তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ-ও তদ্রূপ Muk Kung 'মুক্-কুঙ্' (বা Mu Kung 'মূ-কুঙ্') অর্থাৎ 'দারু-পুরুষ' নামে খ্যাত। সী-ওআঙ্-মূ-র সম্বন্ধে বহু

উপাখ্যান প্রচলিত আছে; তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ সম্বন্ধে সেরূপ বিশেষ কিছু নাই। প্রাচী দিকে নীল মেঘময় প্রাচীরবেষ্টিত কুহেলিকাময় এক প্রাসাদে বিশ্বজননী সী-ওয়াঙ্-মূ-র স্বর্গলোক। Hsien Thung শিয়েন্-থুঙ্ বা 'অমৃতময় যুবা' এবং Yiu Niu য়িউ-নূ্য বা 'মণিশিলা কুমারী' নামে তাঁহার দুই অনুচর আছে। দেব-রূপে তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ জগৎ-সংসারের পরিচালনার কার্য্যে বিশেষ কোনও অংশ গ্রহণ করেন না; তবে তাঁহার সূক্ষ্ম রূপ য়াঙ্ বা পুরুষ-ভাব, বিশ্ব-মধ্যে সর্বত্রই কার্য্যকর।

প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বেকার হান্-যুগের প্রাচীন চীনা শিল্পে তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ ও সী-ওআঙ্-মূ-র প্রস্তরের উপরে ও ধাতুময় মুকুরের পৃষ্ঠে খোদিত চিত্র পাওয়া যায়, এইরূপ চিত্রের প্রতিলিপি চীনা-শিল্প-বিষয়ক বইয়ে পাওয়া যাইবে। একখানি চিত্র প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বেকার একটী ধাতুময় আরসীর পৃষ্ঠে অঙ্কিত। বাম দিকে সী-ওআঙ্-মূ ও ডান দিকে তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ আসনে উপবিষ্ট—ইহাঁদের আশে-পাশে অনুচর ও অন্য দেবতাগণ। সী-ওয়াঙ্-মূ-র দুই পাশে পর্বতশ্রেণীর দ্বারা তাঁহার পশ্চিম-পর্বতীয় স্বর্গের দ্যোতনা করিতেছে। একদিকে দিব্য অশ্বযুক্ত দুইটী স্বর্গরথ, রথের বিপরীত দিকে নৃত্য ও যন্ত্রসঙ্গীতের দৃশ্য—স্বর্গের দেবতারা সী-ওআঙ্-মূ-র সভায় নৃত্য ও বাদ্য করিতেছে। আর একখানি চিত্র খ্রীষ্ট-জন্মের দ্বিতীয় শতকে প্রস্তরের উপরে খোদিত, সী-ওআঙ্-মূ-র প্রাসাদের দৃশ্য। চীনা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অনুসারে Chou চৌ-বংশীয় সম্রাট্ Mu Wang মূ-ওআঙ্ (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৯৪৬ বর্ষে ইহার মৃত্যু হয়) বহু বৎসর ধরিয়া চীনদেশের পশ্চিম প্রান্তে ভ্রমণ করেন, এবং অবশেষে তিনি সী-ওয়াঙ্-মূ-র স্বর্গে সশরীরে উপনীত হন, এবং সী-ওআঙ্-মূ কর্ত্তৃক সাদরে সৎকৃত হন। এই কাহিনী চীনা পুরাণে অতি বিখ্যাত। উল্লিখিত চিত্রে, সী-ওয়াঙ্-মূর দ্বিতল

প্রাসাদ অঙ্কিত হইয়াছে, উপরের তলে মুকুট-মাথায় সী-ওআঙ্-মূ বসিয়া আছেন, দুই পাশে তাঁহার অনুচরগণ উপচার-বস্তু লইয়া তাঁহার সেবার জন্য হাজির। দ্বিতলের ছাতের উপরে সী-ওআঙ্-মূ-র বাহন এক জোড়া Feng ফ্যঙ্ বা ফীনিক্স পাখী রহিয়াছে, এবং অন্য পাখী এবং বানর দেখা যাইতেছে। প্রাসাদের নিম্নতলে সম্রাট মূ-ওআঙ্ দেবীর অতিথি-রূপে উপবিষ্ট, তাঁহারও সম্মুখে ও পশ্চাতে সেবা-রত অনুচর। প্রাসাদের সামনে প্রাঙ্গণে দেবীর স্বর্গের একটী দিব্য বৃক্ষ, তাঁহার নীচে দেব-অতিথির শকট ও মুক্ত অশ্ব এবং কুক্কুর। তলদেশে সম্রাটের অনুগামী রথারোহী, অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সেনার দল। অনুরূপ আর একখানি প্রস্তরের উপরে খোদিত চিত্রে তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ এর স্বর্গের দৃশ্য। এই স্বর্গ মেঘমণ্ডলে অবস্থিত। মেঘলোকে দিব্য-রথের সামনে তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ দর্শকের দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট; তাঁহার পিঠের দুই পাশ দিয়া দুইটী ডানা আছে; তাঁহার ডানদিকে রথের ঘোড়া, বাম দিকে কতকগুলি অনুচর, ও তাহাদের পরে সী-ওআঙ্-মূ পক্ষধারিণী রূপে মুকুট মাথায় আসীনা। তলদেশে মেঘমালা, মেঘলোকের দেবযোনি, দেবরথ, দেবানুচর।

পরবর্তী কালে, আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত, চীনা শিল্পে সী-ওআঙ্-মূর নানা মনোহর মূর্তি ও চিত্র শিল্পীরা রচনা করিয়াছেন, ও এখনও করিতেছেন। চীনা দেব-লোকের এই অপূর্ব-সুন্দর কল্পনা চীনের শিল্পীকুলকে এখনও অনুপ্রাণনা দিতেছে। সী-ওআঙ্-মূ-র এক-একটী মূর্তি, চীনা ভাস্কর্য্য ও মণিকারীর অপূর্ব সুন্দর নিদর্শন। পাথর, গজদন্ত, প্রবাল, জেড বা মণিশিলা, স্ফটিক, amber বা স্ফটিকীভূত বৃক্ষনির্য্যাস—এই সবে রচিত কারুকার্য্যময় ছোট-ছোট মূর্তি এখন চীনদেশে সর্বত্র পাওয়া যায়।

চীনা শিল্পের প্রাচীন যুগের একখানি ছবি এবং চীনের হান্-যুগের ভাস্কর্য্য

অবলম্বনে, শিল্পী প্রিয়বর শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নির্দেশ-ক্রমে পাথরের উপরে সী-ওআঙ্-মূ ও তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্-এর দুইটী মুখ আমার জন্য আঁকিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্কিত রেখা অনুসারে পাথরের কারিগরকে দিয়া মুখ দুইটী কাটাইয়া লইয়াছি। অর্ধেন্দু-বাবু অতি নিপুণ ভাবে এই দুইটী মূর্তিতে চীনা ভাবটুকু বজায় রাখিয়াছেন। (চীন-দেশীয় পুরুষ-প্রকৃতির এই চিত্র, এবং অন্য কতকগুলি চিত্র, ১৩৪১ সালের ভাদ্র মাসের 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।)

সী-ওআঙ্-মূ-র কল্পনা, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে চীনাদের মধ্যে উদ্ভূত সব চেয়ে মহান্ ও মনোহর দেব-কল্পনা।

[২] সূর্য্যদেব ও চন্দ্রদেবী

প্রাচীনতম কালে চীনারা মনে করিত, সূর্য্য ও চন্দ্র এক-একটী করিয়া নহে, বহু ; বহু বিভিন্ন সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে এক-এক দিনে এক-একটী সূর্য্য ও চন্দ্র প্রকাশিত হয়। সূর্য্যগুলি অগ্নিময় পদ্মাকৃতি পিণ্ড বা গোলক বিশেষ। প্রত্যেক সূর্য্যের অগ্নিপিণ্ডের অভ্যন্তরে একটী করিয়া ত্রিপাদ-বিশিষ্ট দিব্য কাক বাস করে। প্রাচীন হান্-যুগের ভাস্কর্য্যে একটী বৃত্ত বা গোলকের মধ্যে অবস্থিত কাকই সূর্য্যের প্রতীক-রূপে অঙ্কিত দেখা যায়। এই সকল সূর্য্যের একজন মাতা আছেন ; যে সূর্য্যের আলোক দিবার পালা, সন্ধ্যার সময় সে ঘরে ফিরিলে, মাতা প্রতিদিন তাহাকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া দেন। সূর্য্য আলোক ও উত্তাপ দিলেও মানবের পক্ষে হানিকর ভৌতিক শক্তি ; সেইজন্য প্রাচীন যুগের বীর পুরুষেরা সূর্য্যকে বাণ-বিদ্ধ করিতে চাহিত। এই রূপ কতকগুলি শিশু-কল্পনার উপরে, পরবর্তী অর্থাৎ সভ্যযুগের চীনাদের মধ্যে সূর্য্য সম্বন্ধে ধারণা ও কাহিনী-পরম্পরা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সূর্য্যের অনুরূপ চন্দ্রও অনেকগুলি, এবং এগুলি ধাতুনির্মিত গোলক। চন্দ্রের সংখ্যা বারো। (আমাদের দেশের 'দ্বাদশ আদিত্য'র কথা মনে করাইয়া দেয়।) এই সব চন্দ্রের মধ্যে একটী করিয়া ভেক এবং একটী শশক বাস করে। (আমাদের দেশের অনুরূপ বিশ্বাস অনুযায়ী, চন্দ্রের নাম 'শশী' 'শশাঙ্ক' প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়)। প্রাচীন চীনা ভাস্কর্য্যেও এই শশক যুক্ত বৃত্ত হইতেছে চন্দ্রেরপ্রতীক।

বহু সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে ক্রমে চীনারা এক সূর্য্য ও এক চন্দ্রের কল্পনা বা ধারণায় উপনীত হইল ; এবং সূর্য্য ও চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাত্রী দুই দেবতাও ক্রমে কল্পিত হইলেন। সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন পুরুষ, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্ত্রী। কি করিয়া সূর্য্য ও চন্দ্রলোক এই দেব ও দেবীর শাসনে আসিল, তদ্বিষয়ে যে প্রাচীন চীনা কাহিনীটী প্রচলিত আছে সেটী বেশ কৌতুককর, এবং romantic অর্থাৎ প্রেম ও অদ্ভুত রসের সমন্বয়ে চিত্তাকর্ষক। এই আখ্যানে, চৈনিক মানস-সুলভ Euhemerism আসিয়া, দেবতাগণ মূলতঃ মানব-মানবী এই বোধ বা বিচার ইহাতে আরোপিত হইয়া, আখ্যানটীর পাত্র-পাত্রীগণকে দেশকাল-নিবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং তাহাতে ইহার কাব্যাংশের হানি হইয়াছে ; তবুও কাহিনীটী সুন্দর। নিম্নে যে কথা লিপিবদ্ধ হইল, তাহা E. T. C. Werner-এর পুস্তক এবং Lewis Hodous কৃত Folk-ways in China (London, 1929) পুস্তক অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে।

সম্রাট্ Yao য়াও চীনদেশে খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৩৫০-এ রাজত্ব করেন। তাঁহারই সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রের যুগ্ম দেবতা ঐ দুই গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী-রূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

সম্রাট য়াও একবার এক সু-উচ্চ পর্বতে গিয়া বাস করিতে থাকেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, পর্বতের দেবতার নিকট হইতে অমর জীবন লাভের উপায় শিখিয়া লইবেন। তাঁহার সঙ্গে এক তরুণ-বয়স্ক অনুচর ছিলেন। এই যুবক রাজার প্রধান পূর্তকার ও গৃহনির্মাণ-শিল্পী ছিলেন। এই যুবকই ভবিষ্যৎ সূর্য্যের দেবতা। গিরিদেবতা ইঁহার প্রতি এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, ইঁহাকে পর্বত ত্যাগ করিয়া যাইতে দিলেন না। রাজা অমর জীবন লাভের রহস্য যতটুকু আয়ত্ত করিতে পারিলেন ততটুকু করিয়া, এই যুবককে পর্বতে রাখিয়া একা নগরে ফিরিয়া আসিলেন। যুবক পর্বতে গিরিদেবতাদের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে কেবল ফুল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। ক্রমে তাঁহার দেহ দৈবী শক্তিতে পূর্ণ হইল, এবং অত্যন্ত লঘু হইল, ক্রমে তিনি দেবতার মত নানা অলৌকিক বিভূতি লাভ করিলেন। এই সকল বিভূতির মধ্যে, বায়ুমার্গে বিচরণ করা ও বাণক্ষেপে অসাধারণ দক্ষতা, এই দুইটী অন্যতম।

পরে তিনি সম্রাট্ য়াও-এর কাছে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ধনুক ছিল লাল কাপড়ে জড়ানো। সম্রাটের সমক্ষে নব-লব্ধ দৈবী শক্তির পরিচয় দিলেন। সম্মুখে এক পাহাড়ের উপরে এক সরল বৃক্ষ ছিল, যুবক গাছটী বাণবিদ্ধ করিলেন, এবং হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া গাছ হইতে সেই বাণটী টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া আবার হাওয়ায় ভাসিয়া পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন, এবং যুবকের নূতন নামকরণ করিলেন—তাঁহার নাম দিলেন "দিব্য ধনুর্ধর" (Shen-Yi 'শ্যন্-য়ী'—প্রাচীন চীনায় * Dźyen Ngiei বা * Dhien Ngiei)।

শ্যন্-য়ী সম্রাট য়াও-এর সভায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিতে লাগিলেন। একবার Feng-po বা Fei-Lien 'ফেঙ্-পো' বা 'ফেই-লিএন্' (অর্থাৎ বায়ুদেব) ঝড়-বৃষ্টি করিয়া দেশ ধ্বংস করিবার উপক্রম করেন। শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধের আকারে বায়ুদেব, পরিধানে মাথায় লাল টুপী, গায়ে হ'ল্‌দে রঙ্গের আলখাল্লা, একটী হাওয়ায়-ভরা থলি কাঁধে লইয়া থাকেন, যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে থলির মুখ ফিরাইয়া দিয়া ঝঞ্ঝাবাত করেন। শ্যন্-য়ী বায়ু-দেবকে পরাজিত করিয়া, ঝড়-বৃষ্টি ও অন্য উৎপাত দ্বারা রাজ্য-ধ্বংসের কাজ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আর একবার নয়টী অদ্ভুত পক্ষী মুখ হইতে অগ্নি ও ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে নয়টী সূর্য্যের মত দেশে উৎপাত জুড়িয়া দেয়। শ্যন্-য়ী বাণ নিক্ষেপ করিয়া এই পাখীগুলিকে মারিয়া ফেলেন, ও এই উৎপাত নিবারণ করেন। এই নয়টী অনৈসর্গিক পক্ষী যেখানে ছিল, পরে দেখা গেল, সেখানে নয়-খণ্ড লাল রঙ্গের পাথর পড়িয়া আছে।

পরে উত্তর চীনের গঙ্গা Huang Ho হুআঙ্ হো বা 'পীত-নদী'তে ভীষণ বন্যা হয়, বন্যায় নদীর জল কূল ছাপাইয়া দেশ ভাসাইয়া দেয়। শ্যন্-য়ী-কে সেখানে দেশ রক্ষা করিবার জন্য পাঠানো হয়। শ্যন্-য়ী দেখিতে পাইলেন, নদীর দেবতা Ho Po 'হো-পো', শ্বেত-বস্ত্র পরিধান করিয়া সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া নিজ অনুচরদের সহিত নদীর জলের ভিতর দিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আছেন তাঁহার ভগিনী Heng Ngo 'হেঙ্-ঙো'। শ্যন্-য়ী তখনই হো-পো-র প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীরে হো-পোর বাম চক্ষু বিঁধিয়া গেল। সদলে নদীর দেবতা পলাইয়া বাঁচিলেন, নদীর জল সঙ্গে-সঙ্গে নামিয়া গেল। তখন শ্যন্-য়ী হেঙ্-ঙো-র চূড়াকার কবরী বাণ-বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে দেবকুমারী হেঙ্-ঙো ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং শ্যন্-য়ী তাঁহার অঙ্গে বাণ নিক্ষেপ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

শুন্-য়ী এই দেব-তরুণীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন। পরে সম্রাট য়াও-এর অনুমতি পাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। এই দেব-তরুণী হেঙ্-ঙো পরে হইলেন চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

চীনদেশে সম্রাটের জীবৎকালে তাঁহার ব্যক্তিগত নাম কেহ উচ্চারণ করিত না। হান্ রাজবংশের সম্রাট Hiao Wen 'হিআও-ওএন্'-এর ব্যক্তিগত নাম ছিল Heng হেঙ; এই নাম চন্দ্রদেবীর নামেও থাকায়, চন্দ্রদেবীর নাম বদলাইয়া Chhang-Ngo 'ছাঙ্-ঙো'তে রূপান্তরিত করা হয়। সেই অবধি হেঙ্-ঙো এই নামেও পরিচিত।

ইতিপূর্বে এক অতিকায় সর্প, এবং কতকগুলি বিশাল-কায় বন্য বরাহ দেশের মধ্যে উৎপাত করিতেছিল, শুন্-য়ী যথাকালে তাহাদের বধ করিয়া প্রজাদের রক্ষা করিলেন। শুন্-য়ীর এই সমস্ত কার্য্য-কলাপ, গ্রীক বীর হেরাক্লেস-এর কার্য্যাবলী মনে করাইয়া দেয়।

পশ্চিম-স্বর্গের দেবী, বিশ্বমাতা সী-ওআঙ্-মূ-র কন্যা, মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, dragon বা মহানাগের (চীনা ভাষায় Lin-এর) পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া, আকাশ-মার্গ দিয়া নিজ বাসস্থান হইতে মাতার স্বর্গে আগমন করিলেন। মহানাগের বিচরণ-কালে গগন-পথে একটী সুদীর্ঘ জ্যোতির রেখা রহিয়া গেল। রাজা য়াও নিজ প্রাসাদ হইতে দূরে আকাশে এই রেখা দেখিতে পাইলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া, ইহা কি তাহা জানিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল—তথ্য-উদ্ঘাটনের জন্য তিনি শুন্-য়ীকে অনুরোধ করিলেন।

শুন-য়ী বাতাসের উপর চড়িয়া এই আলোক-রেখা ধরিয়া তুষারাবৃত পর্বতাবলীর মধ্যে সী-ওআঙ-মূ-র স্বর্গের দ্বারে গিয়া পহুঁছিলেন। এক বিকটাকার কিম্পুরুষ তাঁহাকে নিবারণ করিতে চাহিল—এক ঝাঁক বিরাট্‌কায় ফীনিক্স

ও অন্যান্য পক্ষী আসিয়া শুন্-য়ীকে আক্রমণ করিল। একবার ধনুকে টঙ্কার দিয়া একটী বাণ নিক্ষেপ করিতেই পাখীগুলি ভয়ে পালাইয়া গেল। তখন স্বর্গের দ্বার খুলিল, এবং অনুচর-পরিবৃত দেবী সী-ওয়াঙ-মূ স্বয়ং আসিয়া দেখা দিলেন। শুন্-য়ী তাঁহাকে দেখিয়া সম্মানের সহিত প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার প্রভু সম্রাট য়াও-এর নির্দেশ অনুসারে তিনি যে আকাশ পথে অভূত-পূর্ব জ্যোতি-রেখার কারণ অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন, একথা বলিলেন। তাহাতে সী-ওআঙ্-মূ ও তাঁহার অনুচরেরা সমাদরের সহিত শুন্-য়ীকে ভিতরে লইয়া গেলেন।

তাহার পরে শুন্-য়ী দেবীকে প্রসন্না দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে অমরত্বের বটিকা প্রার্থনা করিলেন—এই বটিকা সেবনে মানুষ দেবতার মত অমরত্ব লাভ করে। তাহাতে দেবী তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন—"আগে আমার জন্য একটী দেবোচিত ভবন নির্মাণ করিয়া দাও। গৃহনির্মাণকার্য্যে ও শিল্পে তোমার খ্যাতি সর্বজন-বিদিত।" তাহাতে শুন্-য়ী পশ্চিম পর্বতের মধ্যে Pai-Yu-Kuei-Shan অর্থাৎ 'শ্বেত মণিশিলা-কূর্ম পর্বত' নামক রম্য স্থানে, গিরিদেবতাদের সাহায্যে এক অপূর্ব প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন—jade বা হরিৎ মণিশিলার প্রাচীর, সুগন্ধি কাঠের চালের বাতা ও আবরণ, কাচের ছাত এবং agate বা আকীক পাথরের সিঁড়ি। এক পক্ষের মধ্যে ষোলটী প্রাসাদ পর্বতের সানুদেশে প্রস্তুত হইয়া গেল। সী-ওআঙ-মূ প্রীত হইয়া শুন্-য়ীকে অমরত্বের বটিকা একটী দিলেন। এই বটিকার গুণে চিরজীবন লাভ করা যায়, এবং পাখীর মত হাওয়ায় উড়িয়া বেড়ানো যায়।

দেবী বলিয়া দিলেন—"এই বটিকা এখনই খাইও না। এক বৎসর ধরিয়া খাওয়া-দাওয়া ও অন্য বিষয়ে তোমাকে নিয়ম পালন করিয়া থাকিতে হইবে—পরে তুমি এই বটিকা-সেবনের উপযুক্ত অবস্থায়

আসিবে।" দেবীর নির্দেশ পালন করিতে অঙ্গীকার করিয়া, এই দেব-দুর্লভ বটিকা লইয়া শ্যুন-য়ী ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া তাঁহার যাত্রার কাহিনী সম্রাটের কাছে নিবেদন করিলেন। বটিকাটী এক বৎসর নিয়ম-পালনের পরে খাইবেন স্থির করিয়া, এটীকে নিজ বাটীর ছাতের তলায় একটী বরগার বা চালের বাতার মাথায় লুকাইয়া রাখিলেন।

রাজার আদেশে শ্যুন-য়ী-কে শীঘ্রই আবার রণ-সাজে যাইতে হইল। Tso Ch'ih 'ৎসো-ছিঃ' অর্থাৎ 'ছেদনী-দন্ত' বা 'ছেনী-দাঁত' নামে এক পাপ-প্রকৃতির ব্যক্তিকে দমন করিবার জন্য শ্যুন্-য়ীকে দক্ষিণ দেশে যাইতে হইল। ছেদনী-দন্ত এক গিরিগুহায় বাস করিত; তাহার চোখ ছিল ভাঁটার মত গোল, এবং একটী সুদীর্ঘ দ্রংষ্ট্রা ছিল। শ্যুন্-য়ীর হাতে তাহার নিধন হইল; তাহার দীর্ঘ দাঁত বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ শ্যুন্-য়ী কর্তৃক রাজার নিকট উপহৃত হইল।

ইতিমধ্যে স্বামীর অবর্তমানে হেঙ্-ঙো চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, বাড়ীর চালের বাতা হইতে একটী স্থির শুভ্র জ্যোতির রেখা বাহির হইয়া আসিয়াছে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে এক আশ্চর্য্য সৌরভে বাড়ীর সব ঘর ভরিয়া গিয়াছে। আলোক-রেখা যেখান হইতে বাহির হইয়াছে, সেই স্থানে মই লাগাইয়া উঠিয়া দেখিতেই এই আলো ও সৌরভের উৎপত্তি স্বরূপ অমরত্বের বটিকাটী তিনি পাইলেন। বটিকাটী লইয়া তিনি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া, ইহার সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তিনি সাত-পাঁচ না ভাবিয়া সেটী খাইয়া ফেলিলেন। তখনই তাঁহার মনে হইল, শরীর অত্যন্ত লঘু হইয়া গিয়াছে এবং তিনি উড়িয়া যাইতে পারিবেন।

এই অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া হেঙ্-ঙো, Yu Huang 'য়ু-হুআঙ' নামে এক জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট পরামর্শ করিতে গেলেন। জ্যোতিষী তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, ভবিষ্যতে এই

ব্যাপার হেঙ্-ঙোর দেবত্ব-সৌভাগ্যের সূচনা করিতেছে। তখন তিনি হেঙ্-ঙোকে বলিলেন—

"তরুণী বধূ! দ্রুত উড়িয়া যাও;
পশ্চিমের চাঁদের মধ্যে চলিয়া গিয়া নিরাপদ হও;
অন্ধকার এবং তমিস্রায় ভীত হইও না;
ভবিষ্যতে যুগে-যুগে তোমার নাম কীর্ত্তিত হইবে।"

হেঙ্-ঙো তাহাতে উড়িয়া গিয়া চন্দ্রলোকে পঁহুছিলেন, এবং সেখানে ডোর-কাটা বেঙের রূপ ধারণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের একজন লেখক হেঙ্-ঙোর চন্দ্রলোকে যাওয়ার কথা ঐরূপ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী লেখকদের বর্ণনা আর একটু বিস্তৃত।

অমরত্বের বটিকা সেবনের পরে হেঙ্-ঙো যখন উড়িবার শক্তি লাভ করিয়া উড়িয়া যাইবার কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে স্বামী শ্যুন্-য়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বটিকা খুঁজিয়া না পাওয়ায় স্ত্রীকে সে সম্বন্ধে শ্যুন্-য়ী জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে হেঙ্-ঙো ভীত হইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া উড়িয়া পলাইয়া গেলেন। শ্যুন্-য়ী তাঁহার ধনুর্বাণ লইয়া পিছু-পিছু ধাওয়া করিলেন। তখন রাত্রিকাল, পরিষ্কার আকাশে পূর্ণচন্দ্র। হেঙ্-ঙো পূর্ণচন্দ্রের অভিমুখে উড়িয়া চলিলেন। শ্যুন্-য়ী পূর্ণবেগে পিছু-পিছু যাইতে লাগিলেন, কিন্তু স্ত্রীর কাছে পহুঁছিতে পারিলেন না—স্ত্রী শীঘ্রই দূর হইতে অধিক দূরে চলিয়া গেলেন—শেষে তাঁহাকে ভেকের মত ক্ষুদ্র আকারের দেখাইতে লাগিল। আরও জোরে শ্যুন্-য়ী উড়িতে যাইবেন, এমন সময় খুব জোর হাওয়া আসিয়া শুখনা পাতার মত তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল।

হেঙ্-ঙো ক্রমে চন্দ্রলোকে গিয়া পহুঁছিলেন। বিরাট্ গোলাকার

আসিবে।” দেবীর নির্দেশ পালন করিতে অঙ্গীকার করিয়া, এই দেব-দুর্লভ বটিকা লইয়া শুন-য়ী ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া তাঁহার যাত্রার কাহিনী সম্রাটের কাছে নিবেদন করিলেন। বটিকাটী এক বৎসর নিয়ম-পালনের পরে খাইবেন স্থির করিয়া, এটীকে নিজ বাটীর ছাতের তলায় একটী বরগার বা চালের বাতার মাথায় লুকাইয়া রাখিলেন।

রাজার আদেশে শুন-য়ী-কে শীঘ্রই আবার রণ-সাজে যাইতে হইল। Tso Ch'ih ‘ৎসো-ছিঃ’ অর্থাৎ ‘ছেদনী-দন্ত’ বা ‘ছেনী-দাঁত’ নামে এক পাপ-প্রকৃতির ব্যক্তিকে দমন করিবার জন্য শুন্-য়ীকে দক্ষিণ দেশে যাইতে হইল। ছেদনী-দন্ত এক গিরিগুহায় বাস করিত; তাহার চোখ ছিল ভাঁটার মত গোল, এবং একটী সুদীর্ঘ দ্রংষ্ট্রা ছিল। শুন্-য়ীর হাতে তাহার নিধন হইল; তাহার দীর্ঘ দাঁত বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ শুন্-য়ী কর্তৃক রাজার নিকট উপহৃত হইল।

ইতিমধ্যে স্বামীর অবর্তমানে হেঙ্-ঙো চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, বাড়ীর চালের বাতা হইতে একটী স্থির শুভ্র জ্যোতির রেখা বাহির হইয়া আসিয়াছে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে এক আশ্চর্য্য সৌরভে বাড়ীর সব ঘর ভরিয়া গিয়াছে। আলোক-রেখা যেখান হইতে বাহির হইয়াছে, সেই স্থানে মই লাগাইয়া উঠিয়া দেখিতেই এই আলো ও সৌরভের উৎপত্তি স্বরূপ অমরত্বের বটিকাটী তিনি পাইলেন। বটিকাটী লইয়া তিনি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া, ইহার সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তিনি সাত-পাঁচ না ভাবিয়া সেটী খাইয়া ফেলিলেন। তখনই তাঁহার মনে হইল, শরীর অত্যন্ত লঘু হইয়া গিয়াছে এবং তিনি উড়িয়া যাইতে পারিবেন।

এই অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া হেঙ্-ঙো, Yu Huang ‘য়ু-হুআঙ’ নামে এক জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট পরামর্শ করিতে গেলেন। জ্যোতিষী তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, ভবিষ্যতে এই

ব্যাপার হেঙ্-ঙোর দেবত্ব-সৌভাগ্যের সূচনা করিতেছে। তখন তিনি হেঙ্-ঙোকে বলিলেন—

“তরুণী বধূ! দ্রুত উড়িয়া যাও;
পশ্চিমের চাঁদের মধ্যে চলিয়া গিয়া নিরাপদ হও:
অন্ধকার এবং তমিস্রায় ভীত হইও না;
ভবিষ্যতে যুগে-যুগে তোমার নাম কীর্ত্তিত হইবে।”

হেঙ্-ঙো তাহাতে উড়িয়া গিয়া চন্দ্রলোকে পঁহুছিলেন, এবং সেখানে ডোর-কাটা বেঙের রূপ ধারণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের একজন লেখক হেঙ্-ঙোর চন্দ্রলোকে যাওয়ার কথা ঐরূপ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী লেখকদের বর্ণনা আর একটু বিস্তৃত।

অমরত্বের বটিকা সেবনের পরে হেঙ্-ঙো যখন উড়িবার শক্তি লাভ করিয়া উড়িয়া যাইবার কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে স্বামী শুন্-য়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বটিকা খুঁজিয়া না পাওয়ায় স্ত্রীকে সে সম্বন্ধে শুন্-য়ী জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে হেঙ্-ঙো ভীত হইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া উড়িয়া পলাইয়া গেলেন। শুন্-য়ী তাঁহার ধনুর্বাণ লইয়া পিছু-পিছু ধাওয়া করিলেন। তখন রাত্রিকাল, পরিষ্কার আকাশে পূর্ণচন্দ্র। হেঙ্-ঙো পূর্ণচন্দ্রের অভিমুখে উড়িয়া চলিলেন। শুন্-য়ী পূর্ণবেগে পিছু-পিছু যাইতে লাগিলেন, কিন্তু স্ত্রীর কাছে পহুঁছিতে পারিলেন না—স্ত্রী শীঘ্রই দূর হইতে অধিক দূরে চলিয়া গেলেন—শেষে তাঁহাকে ভেকের মত ক্ষুদ্র আকারের দেখাইতে লাগিল। আরও জোরে শুন্-য়ী উড়িতে যাইবেন, এমন সময় খুব জোর হাওয়া আসিয়া শুখনা পাতার মত তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল।

হেঙ্-ঙো ক্রমে চন্দ্রলোকে গিয়া পহুঁছিলেন। বিরাট্ গোলাকার

কাঁচের মত এই জগৎ, স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পূর্ণ, অত্যন্ত শীতল। চন্দ্রলোকে একমাত্র দারুচিনি গাছ জন্মায়, আর কোনও গাছ-পালা নাই। জন-মানবও দৃষ্ট হইল না। হেঙ্-ঙো চন্দ্রলোকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া হঠাৎ কাশিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অমরত্বের বটিকার উপরের আবরণ টুকু উদ্গীরণ করিয়া মাটিতে ফেলিলেন, আর তাহা তখনই এক শ্বেতবর্ণ শশকের আকার ধারণ করিল। হেঙ্-ঙো ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া শিশির ও দারুচিনি আহার করিলেন। অতঃপর চন্দ্রলোকেই বাস করিতে লাগিলেন।

শ্যন্-য়ী এদিকে প্রবল বাত্যা দ্বারা বাহিত হইয়া মেঘলোকে সী-ওআঙ্-মু-র স্বামী তুঙ-ওআঙ্-কুঙ্-এর প্রাসাদ-দ্বারে নীত হইলেন। তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ তাঁহাকে বলিলেন—"এত দিনে তোমার শ্রমের অবসান হইবে। প্রবল বায়ু-যোগে আমিই তোমায় এখানে আনিয়াছি। তোমার কার্য্য-কলাপ-দ্বারা তুমি দেবত্বের অধিকারী হইয়াছ। হেঙ্-ঙো তোমার আহৃত বটিকা সেবন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে—এখন সে চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নয়টী মিথ্যা সূর্য্যকে বধ করিয়া তুমি সূর্য্যমণ্ডলের অধীশ্বর হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছ। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হইবে—তোমাকে এই মণি দিতেছি, এবং খাইবার জন্য এই লাল রঙ্গের পিষ্টক দিতেছি। এগুলির বলে তুমি চন্দ্রলোকে যাইতে পারিবে—কিন্তু তোমার স্ত্রী সূর্য্যলোকে আসিতে পারিবে না।"

তুঙ্-ওআঙ্-কুঙ্ তারপর শ্যন্-য়ীকে তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। প্রতিদিন ভোরে সূর্য্যোদয় হয়, সে খেয়াল তাঁহাকে রাখিতে হইবে। ভোর যে হইতেছে, এই কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য স্বর্গে রক্ষিত কুক্কুট-পক্ষী তাঁহার সঙ্গে থাকা দরকার; কি করিয়া এই পক্ষী তাঁহার হস্তগত হয়, তাহার উপায় তিনি বলিয়া দিলেন।

শ্যন্-য়ী এই কুক্কুট-পক্ষী সংগ্রহ করিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যোদয়ের সময়ে স্বর্গীয় কুক্কুট ডাক দেয়; পৃথিবীতে যত কুক্কুট আছে তাহারা ইহারই সন্তান, এই ডাক শুনিয়া তাহারাও ডাক দেয়।

কিছুকাল সূর্য্য-মণ্ডলে বাস করিবার পরে, স্ত্রীর সহিত পুনর্মিলিত হইবার জন্য শ্যন্-য়ীর মনে আকাঙ্ক্ষা হইল। সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া তিনি চন্দ্রলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, দিঙ্মণ্ডল যেন বরফে জমা, এবং দারুচিনি-বনের মধ্যে হেঙ্-ঙো একা বসিয়া আছেন। স্বামীকে দেখিয়া হেঙ্-ঙোর আবার ভয় হইল। কিন্তু শ্যন্-য়ী তাঁহাকে বলিলেন—"তোমাকেই ফিরিয়া পাইবার জন্য আমি সূর্য্যলোক হইতে এখানে আসিয়াছি।" শ্যন্-য়ী দারুচিনি গাছের কাঠ দিয়া নিজেদের জন্য চন্দ্রলোকে একটী প্রাসাদ তৈয়ারী করিলেন। সেই সময় হইতে প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রলোকে আসিয়া তিনি স্ত্রীর সহিত মিলিত হন; য়াঙ্ বা পুরুষ-গুণান্বিত সূর্য্যদেবের সঙ্গে পূর্ণিমার রাত্রে য়িন্ বা প্রকৃতি-গুণান্বিতা চন্দ্রদেবীর মিলন হয় বলিয়া, পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রের জ্যোতি এত উজ্জ্বল হয়।

এই কাহিনীর আর একটী সংক্ষিপ্ত রূপ আছে। হেঙ্-ঙো চলিয়া যাইবার পরে শ্যন্-য়ী বিরহে নিতান্ত কাতর হইলেন ও পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পরে একদিন একজন কিশোর আসিয়া তাঁহাকে বলিল—"আমি আপনার স্ত্রীর নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি আপনার বিরহ-দুঃখের কথা জানেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছামত আসিতে পারিবেন না। কেবল পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আকারের গোল পিঠা তৈয়ারী করিয়া আপনার বাড়ীর বায়ু কোণে (উত্তর-পশ্চিম কোণে) রাখিয়া স্ত্রীকে আহ্বান করিবেন। তাহা হইলে তিনি তিন রাত্রির জন্য চন্দ্র হইতে নামিয়া

আসিবেন।” শুন্-য়ী এই নির্দেশ অনুসারে কার্য্য করেন, এবং স্ত্রীর সহিত এইরূপে তাঁহার মিলন হয়।

অতঃপর চন্দ্র ও সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে পত্নী হেঙ্-ঙো ও পতি শুন-য়ী বিরাজ করিতে লাগিলেন।

[৩] রাখাল ও বুননিয়া কন্যা

রাখাল ও বুনুনে’ মেয়ের উপাখ্যান চীনদেশে সুপরিচিত। Shi King শী-কিঙ্ (অথবা Shih Ching শিঃ-চিঙ্) বা চীনা ঋগ্‌বেদে এই আখ্যানের উল্লেখ আছে; এই বইয়ে প্রাচীন চীনা লোক-গাথা সংগৃহীত আছে; চীনা চিন্তা-নেতা Khung-Fu-Tsze খুঙ্-ফূ-ৎসে (বা Confucius কন্‌ফুশিউস্) চীন-দেশে লোক-মুখে প্রচলিত প্রাচীন গীতি-কবিতা হইতে সংগ্রহ করিয়া খ্রীঃ-পূঃ ৫০০-র দিকে এই পুস্তক সঙ্কলিত করেন। হান্-যুগের (২০৬ খ্রীঃ-পূঃ—২২০ খ্রীষ্টাব্দ) ভাস্কর্য্যেও এই কাহিনীর চিত্র অঙ্কিত আছে। বহু চীনা শিল্পী ও কবি আপনাদের চিত্রে ও কবিতাময় রচনায় এই দুই স্বর্গীয় প্রেমিকের কাহিনীর জয়গান করিয়াছেন। এখনও সমগ্র চীনদেশ-মধ্যে এই আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া বৎসরে একদিন উৎসব হয়। চীন-দেশের তাবৎ দেব-কাহিনীর মধ্যে এইটীই সব চেয়ে সুন্দর। বুনুনে’ মেয়ে (আধুনিক চীনায় Tsi-Nü বা Chih-Nü, প্রাচীন চীনায় *Tsiek Nźywo, জাপানীতে Shoku-jo) ও রাখাল (আধুনিক চীনায় Khien-Niu বা Chhien Niu, প্রাচীন চীনায় * Khyæn Ngyew, জাপানীতে Keng-yu)—এই দুই দেবতা হইতেছেন আকাশ-মণ্ডলের কতকগুলি নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বুনুনে’ মেয়ে Vega নক্ষত্রে এবং Lyra নক্ষত্র-মণ্ডলের তিনটী নক্ষত্রে অবস্থিত, এবং রাখাল-যুবক Aquila নক্ষত্র-মণ্ডলের তিনটী নক্ষত্রে অধিষ্ঠান করিয়া আছে। শী-কিঙ্ গ্রন্থের দ্বিতীয় মণ্ডলের পঞ্চম অধ্যায়ের নবম কবিতায় এই নক্ষত্রগুলির সহিত বুনুনে’ মেয়ে এবং গোরু-লইয়া-বেড়ানো রাখালের সংযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বুনুনে’ মেয়ে সূর্য্যদেব শুন্-য়ীর কন্যা। ছেলেবেলা হইতেই এই কন্যা কাপড় বুনিতে এত ভাল-বাসিত যে, আর কিছুই তাহার ভাল লাগিত না। অন্যান্য দেব-কন্যারা যেরূপ খেলাধূলা করিয়া বেড়াইত, ইহার সেদিকে আদৌ প্রীতি ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, কেবল কাপড় বুনিয়া যাইতেছে, তাহার আর বিরাম নাই। তাহার হাতের বোনা এই কাপড় হইতে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দেবতারা পরিধান করিতেন।

কন্যা ক্রমে সুন্দরী তরুণী হইয়া উঠিল। সূর্য্যদেব দেখিলেন, এখন ইহার বিবাহ দেওয়া উচিত, তাহা হইলে হয় তো স্বামীর প্রেমের গুণে কাপড় বোনার উপর তাহার এতটা অনুচিত আকর্ষণ কমিবে। সূর্য্যদেবের প্রাসাদের পাশেই রূপালী নক্ষত্রের স্বর্ণনদী প্রবাহিত ছিল; এই স্বর্গীয় নদীকে আমরা ‘ছায়াপথ’ বলি। ইহার ধারে দেবতাদের রাখাল গোরু চরাইত। সূর্য্যদেবের প্রাসাদে তাঁত লইয়া বস্ত্রবয়ন-রতা কন্যাকে দেখিয়া রাখাল ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিল। সূর্য্যদেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

রাখাল এবং বুননিয়া কন্যার বিবাহ হইয়া গেল, কন্যা বরের ঘরে গেল। বরের ঘরে গিয়া তাহার স্বভাব একেবারে বদলাইয়া গেল। আর সে কাপড় বুনে না, কোনও কাজ করে না, কেবল নক্ষত্রময় নদীর তীরে স্বামীর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহও তাহাকে তাঁতে বসাইতে পারিল না।

ইহাতে সূর্য্যদেব চটিয়া গেলেন। দুইজনের উপরে তাঁহার রাগ হইল। পতি-পত্নীর প্রেমের এতটা আতিশয্য তাঁহার ভাল লাগিল না। কালিদাসের

'মেঘদূত'-এর যক্ষ ও যক্ষ-পত্নীর মত তাহাদের শাস্তি হইল। সূর্য্যদেব রাখালকে হুকুম দিলেন—স্ত্রীকে ছাড়িয়া স্বর্গনদীর অপর পারে গিয়া তাহাকে থাকিতে হইবে। সূর্য্যদেব সর্বশক্তিমান্, তাঁহার কথা অবহেলা করে কাহার সাধ্য? তাহাকে যাইতেই হইবে। তবুও সূর্য্যদেবকে সে বলিল—"আমায় কি চির-নির্বাসন দিতেছেন? স্ত্রীর সঙ্গে কখনও দেখা হইবে না?"

সূর্য্যদেবের একটু দয়া হইল। তিনি বলিলেন—"বছরে একদিন করিয়া তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে। বছরের সপ্তম মাসে সপ্তম দিনে।"

তারপর সূর্য্যদেবের হুকুমে শালিখ-পাখীর মত বিস্তর পাখী কোথা হইতে উড়িয়া আসিল, এবং পাখীগুলি মিলিয়া ডানা মেলিয়া স্বর্গীয় নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত এক সেতু প্রস্তুত করিল। স্বর্গনদী গভীর এবং প্রশস্ত, এইরূপ সেতু না হইলে পারাপারের উপায় ছিল না। রাখাল স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লইল—স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল। তারপরে পাখীদের পিঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেল। পাখীরা তখন উড়িয়া গেল; নদীর উপরে সাঁকো আর রহিল না।

'বুনুনে' মেয়ে তখন আবার আগেকার মত অক্লান্ত পরিশ্রমে কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিল. রাখাল পূর্বের ন্যায় মন দিয়া গোরু চরাইতে লাগিল। কিন্তু দুই জনের লক্ষ্যস্থল, কবে সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে উভয়ের মিলন হইবে।

পরে প্রার্থিত দিন আসে; মেয়ে ও রাখাল দুই জনেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাটায়—যদি ঐ দিন স্বর্গে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে নক্ষত্রের নদীতে জল উপছাইয়া যাইবে, পাখীর ডানার সাঁকো আর সম্ভবপর হইবে না—উভয়ের মিলন আর এক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকিবে। দেবতাদের কাছে দুই জনে প্রার্থনা করে,—যেন ঐ দিন বৃষ্টি না হয়। বৃষ্টি না হইলে, আকাশ পরিষ্কার থাকিলে, শালিখ পাখীরা যথাস্থান হইতে আসিয়া ডানা মিলাইয়া সাঁকো বানাইয়া দেয়, রাখালের স্ত্রী দ্রুতগতিতে নদী পার হইয়া স্বামীর ঘরে গিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়। তার পরের দিনই তাহাকে এক বৎসরের জন্য বিদায় লইতে হয়।

এই ভাবে স্বর্গের এই প্রেমিক-যুগলের ক্ষণিক মিলন ও দীর্ঘ বিরহের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। বৎসরের সপ্তম মাসের সপ্তম দিবসে পৃথিবীর (অর্থাৎ চীন দেশের) নর-নারীরা ও তাহাদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দেয়, ঐ দিনটীতে যেন বৃষ্টি না হয়, তাহাদের মিলনে যেন বাধা না পড়ে। এবং ঐ দিন বৃষ্টি না হইলে, চীনদেশের নর-নারীগণ স্বর্গীয় প্রেমিক-দ্বয়ের মিলনে আনন্দোৎসব করিয়া থাকে॥

রাজা কেসর্ (গেসর্)

১। ভোট বা তিব্বতী জাতি ও বোন্-ধর্ম

ভোট-দেশ বা তিব্বত এখন বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী দেশ-সমূহের মধ্যে অন্যতম। তিব্বতের সংস্কৃতির মধ্যে শোভন ও সুন্দর এবং মার্জিত যাহা কিছু আছে, তাহার প্রায় সমস্তই ভারতবর্ষের দান। তিব্বতের সভ্যতা প্রধানতঃ ভারতবর্ষ ও আংশিক ভাবে চীন হইতে প্রাপ্ত। তিব্বতীরা, ভাষায় এবং রক্তে, চীনা, বর্মী ও থাই বা শ্যামীদের জ্ঞাতি। এই কয় জাতির পূর্ব-পুরুষ Sino-Tibetan চীন-ভোট অথবা Tibeto-Chinese ভোট-চীন জাতি, খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে Yang-tsze Kiang য়াঙ্-ৎসে-কিয়াঙ্ নদীর উৎপত্তি-স্থলে, অথবা উত্তর-চীনে Huang-ho হুআঙ্-হো নদীর উপত্যকায়, নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি-গত বিশিষ্টতা লাভ করে। পরে ইহাদের এক দল উত্তর-পূর্বে উত্তর-চীনদেশে গমন করিয়া সেখানে উপ-নিবিষ্ট হয় (অথবা উত্তর-চীনেই রহিয়া যায়), এবং উত্তর কালে এই দল চীনা জাতিতে পরিণত হয়, উত্তর-চীনে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের পূর্বেই একটী বিরাট্ মৌলিক সভ্যতা ইহারা গড়িয়া তুলে। খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বেকার প্রথম বর্ষ-সহস্রকের মধ্যেই, স্বতন্ত্র ভাবে উদ্ভূত এই চীনা সভ্যতা নিজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং পরে খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকে ভারতবর্ষ হইতে আগত বৌদ্ধ ধর্মের সাহায্যে এই সভ্যতা আরও সমৃদ্ধ হয়। এদিকে Dai 'দৈ' বা Thai 'থাই' নামে পরিচিত একটী, এবং Mran-ma 'ম্রন্-মা' বা Byamma 'ব্যম্মা' নামে পরিচিত আর একটী—এই দুইটী দল, উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে নামিয়া আসে, এবং যথা-ক্রমে উত্তর-শ্যামদেশে ও উত্তর-

ব্রহ্মদেশে উহারা উপনিবিষ্ট হয়, ও পরে যথাক্রমে কম্বোজ ও দ্বারাবতী অর্থাৎ দক্ষিণ-শ্যামদেশের, এবং 'রামঞ্ঞদেস' অর্থাৎ দক্ষিণ-ব্রহ্মের, হিন্দু সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত, সম্পূর্ণ বিভিন্ন Austric অস্ট্রিক-গোষ্ঠীর Khmer 'খ্মের্' এবং Rmen 'র্‌মেঞ্' (র্মেঞ্) বা Mon 'মোন্' জাতি-দ্বয়ের সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের নিকট হইতে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় সহস্রকের প্রারম্ভে আধুনিক শ্যামী ও বর্মী জাতিতে পরিণত হয়। ভোট-চীন জাতির চতুর্থ দল বা শাখা তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হয়—তিব্বতের বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে, আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্য-ভাগে কোনও সময়ে। মধ্য-এশিয়াতে উহারা আর্য্য ও মোঙ্গোল উভয় শ্রেণীর যাযাবর জনগণের সংস্পর্শে আসে, ও তাহাদের নিকটে গো-পালন এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবহার শিখে—ভোট-চীন জাতির কেবল এই শাখার মধ্যেই দুধ ও মাখনের ব্যবহার দেখা যায়। এই দলের নিজস্ব নাম ছিল Bod 'বোদ্'—এখন এই শব্দ ইহাদের মুখে Pö 'প্যো' বা Phö 'ফ্যো' রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং ভারতীয় আর্য্য-ভাষী জাতি এই নামকে নিজেদের উচ্চারণ-অনুযায়ী করিয়া, Bhoṭa 'ভোট'-রূপে বদলাইয়া লইয়াছে। Bod 'বোদ্' = Bhoṭa 'ভোট' = Pö 'প্যো' বা Phö 'ফ্যো' জাতি, অর্থাৎ তিব্বতীয় জাতি, বহুদিন ধরিয়া বর্বর বা অর্ধ-সভ্য অবস্থায় ছিল। ইহাদের কতকগুলি শাখা হিমালয় অতিক্রম করিয়া, দক্ষিণ-হিমালয় অঞ্চলে এবং ভারতের মধ্যেও আসিয়া উপনীত হয়। এই ভাবে, ভারতের সভ্য জগতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শ ঘটে; ফলে, ইহাদের মধ্যে ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতি ও প্রসার লাভ করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ইহাদের মধ্যে এক পরাক্রান্ত রাজা উদ্ভূত হন—তাঁহার নাম ছিল Srong-btsan-sgam-po 'স্রোঙ্-ব্‌ৎসন্-স্‌গম্-পো' (আনুমানিক ৫৬৯-৬৫০)। ইনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন, এবং ইঁহার চেষ্টায় ভোট-

দেশের পণ্ডিত Thon-mi-sambhota 'থোন্-মি-সম্ভোট' ভারতবর্ষে যান, ভারতীয় লিপি-বিদ্যার প্রচার স্বজাতির মধ্যে করেন, এবং তিব্বতী লিপি গঠিত করেন। স্রোঙ্-ব্‌ৎসন্-স্‌গম্-পো নেপালের হিন্দু রাজার কন্যা এবং চীন-দেশের সম্রাটের কন্যা, এই দুই রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তাঁহার আমলেই তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ-ধর্মাশ্রয়ী ভারতীয় সভ্যতার পত্তন হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে ভোট-জাতি যে ধর্ম পালন করিত, তাহার নাম Bon 'বোন্' ধর্ম। উত্তর-ইউরোপ এবং উত্তর- ও মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী Lapp লাপ, Finn ও Esth ফিন্ ও এস্থ, Vogul ভোগুল্ ও Ostyak ওস্ত্যাক, এবং Mongol মোঙ্গোল, Manchu মাঞ্চু, Turk তুর্ক, Yakut য়াকুৎ ইত্যাদি বিভিন্ন আদিম মোঙ্গোল শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে, এবং আমেরিকার প্রাগৈতিহাসিক কালে উপনিবিষ্ট উক্ত আদিম মোঙ্গোল জাতির শাখা আমেরিকার Red Men বা লাল মানুষদের মধ্যে, ভূত-প্রেতে বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্মের প্রচার এখনও দেখা যায়, যাহার ইউরোপীয় নামকরণ হইয়াছে Shamanism (মধ্য-এশিয়ার বিকৃত বৌদ্ধ ধর্মের পুরোহিত Shaman বা 'শ্রমণ'-এর নাম হইতে এই নাম), ভোটদের বোন্-ধর্ম সেই Shamanism-এর পর্য্যায়ের ধর্ম ছিল। মন্ত্র-জপ ইত্যাদি দ্বারা অতি-প্রাকৃতিক দৈব বা ভৌতিক শক্তিকে মানুষের বশে আনা, এই ধর্মের অন্যতম মুখ্য সাধনা। নানা প্রকার কৃচ্ছ্র-সাধন, এবং বলি ও ভেট দ্বারা দৈব বা প্রেত শক্তির সন্তোষ-সম্পাদনও এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, এবং ইন্দ্রজাল বা যাদু ও ভোজ-বিদ্যায় আস্থা এই ধর্মে একটু বেশী করিয়াই লক্ষিত হয়। আমাদের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সহিত বোন্-ধর্মচর্য্যার অনেক মিল আছে। আমাদের হিন্দুদের পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির মত, চীনাদের

অনুরূপ Yang-Yin 'য়াঙ্-য়িন্' অর্থাৎ ধূপ-ছায়াত্মক পুরুষ-প্রকৃতির মত, তিব্বতীদের মধ্যেও Yab-Yum 'য়ব্-য়ুম্' অর্থাৎ 'পিতা-মাতা' বা পুরুষ-প্রকৃতির কল্পনা বিদ্যমান আছে। অনুমান করা যাইতে পারে যে, চীনাদের য়াঙ্-য়িন্ কল্পনার মতই তিব্বতীদের য়ব্-য়ুম্, তাহাদের জাতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা-প্রণালী হইতেই রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 'স্বর্গরাজ' ও 'স্বর্গরাজ্ঞী', এই দেবতাদ্বয়, আমাদের শিব-উমার মত, এই পুরুষ-প্রকৃতিময়ী কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য ভারতবর্ষে পুরুষ-প্রকৃতি-বাদ, ব্রহ্ম-মায়া, সদসৎ, ব্যক্তাব্যক্ত প্রভৃতি যে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল, অনুরূপ গভীর দার্শনিক চিন্তা চীন-দেশের য়াঙ্-য়িন্ বা তিব্বতীয় বোন্-ধর্মের য়ব্-য়ুম্-এর মধ্যে পাওয়া যায় না। তথাপি, এশিয়া-খণ্ডের তিনটী বিশিষ্ট জাতির মধ্যে এই কল্পনার স্বাধীন অস্তিত্ব লক্ষণীয়। প্রাচীন চীনা জাতির য়াঙ্-য়িন্ ও তিব্বতী য়ব্-য়ুম্, মূল ভোট-চীন ভাব-ধারার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রাচীন চীনের Tao তাও-ধর্মের আনুষ্ঠানিক ও পৌরাণিক রূপ (ইহার দার্শনিক বিচার ততটা নহে) মূলতঃ এই বোন্ ধর্মের সহিত সম্পৃক্ত বসিয়া কেহ-কেহ মনে করেন।

বোধ হয় ভোট-জাতির মৌলিক প্রকৃতিতে, সুন্দর অপেক্ষা ভীষণের মধ্যেই অদ্ভুত ও আধ্যাত্মিক রস আস্বাদন অনুকূল ছিল; এবং সেই জন্য বোন্ ধর্মে এবং ভোটদের গৃহীত বৌদ্ধ ধর্মে, ভীষণাকার দেবতাদের কল্পনা খুব বেশী করিয়া ঘটিয়াছিল। তুষারময় পর্বতে ও মরুময় প্রান্তরে পরিপূর্ণ তিব্বতের নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিকের শ্যামল-শষ্প-শ্রী-বিহীন ভীষণতার প্রভাব, ভোট-জাতির মনে এই ভাবেই কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

তিব্বতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মকে সুদৃঢ় করিবার বহু চেষ্টা হইয়াছে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে বোন্-

ধর্মকেও বিদূরিত করিয়া দিবার প্রয়াসও হইয়াছে—কিন্তু বোন্ ধর্ম একেবারে মরে নাই। সব দেশেই যাহা দেখা যায়, তিব্বতেও তাহাই ঘটিয়াছে। ভারত হইতে আগত বৌদ্ধ ধর্ম ও ভোটদের স্বকীয় বোন্‌ধর্ম —এই দুইটী পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে পূর্ণ—উহার অনেক ভাব-ধারা, অনেক ক্রিয়া-কলাপ, প্রচ্ছন্ন-রূপে অবস্থিত বোন্ ভাব-ধারা ও বোন্ ক্রিয়া-কলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বোন্ ধর্মের রঙ্গে রঙ্গানো হইয়াছে বলিয়া, তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম তাহার বিশিষ্ট রূপ পাইয়াছে। আবার বোন্ ধর্ম নিজেও আর অবিকৃত নাই, ইহার প্রায় সব দিকেই, ভারতের—পাল-যুগের বাঙ্গালা ও বিহারের, এবং নেপালের—বৌদ্ধ ভাব-ধারা, দেব-বাদ ও আচার-অনুষ্ঠান ইহার সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বোন্ ধর্ম তিব্বতের বৌদ্ধ শাসক-বর্গ দ্বারা স্বীকৃত না হইলেও, ইহার অস্তিত্ব দেশের মধ্যে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। শ্বেতবাস বোন্ ধর্মের পুরোহিত, এবং বোন্ ধর্মের মন্দির ও মঠ এখনও আছে। কিন্তু কোথাও শুদ্ধ বোন্ ধর্মের নিদর্শন এখন আর পাওয়া কঠিন। বৌদ্ধ ধর্মের সহিত মিশ্রিত বোন্ ধর্মকে এখন Esgyur Bon 'ব্‌স্‌গ্যুর-বোন্' বা Gyur Bon 'জুর্‌-বোন্' বলে। ইহার কিছু-কিছু আলোচনা হইয়াছে।

এই 'জুর্‌-বোন্' ধর্মের মধ্যে বহু উচ্চ আদর্শ আছে। এই ধর্মের প্রধান কথা—বিশ্ব-প্রপঞ্চের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্তার (Gyung-drung 'গ্যুঙ্-দ্রুঙ্' বা 'জুঙ্-ড্রুঙ্' অর্থাৎ 'সনাতন'-এর) সহিত লীন বা একাত্ম হইয়া যাওয়াই হইতেছে মানব-জীবনের কাম্য, এবং সমস্ত জীবের হিত-সাধন করাই হইতেছে মানুষের কর্তব্য। এই সনাতনের সাধনায় ও বিশ্বমৈত্রীর পথে দুই প্রকারের বাধা দেখা যায়—এক, পাপময় অপদেবতাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বাধা ; ও দুই, মানব-মনের নৈতিক

'বিষ' বা অবনতি-জনিত বাধা। মন্ত্র-জপ ও নানা প্রকার ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা অপদেবতার বিতাড়ন, এবং সচ্চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা মনের উন্নয়ন,—সাধন-পথে কৃতকারিতার উপায় এই দুইটী। প্রসন্ন ও ভীষণ দুই প্রকার দেবতার কল্পনা বোন্ ধর্মে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রসন্ন-প্রকৃতির দেবতারা মানুষের বন্ধু ও সহায়ক, এবং ভীষণ-প্রকৃতির দেবতা বা অপদেবতারা সাধারণতঃ মানুষের শত্রু। প্রাচীন শুদ্ধ বোন্ ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ এখনও নির্ণীত হয় নাই – তবে বিকৃত বোন্ ধর্মে ইহার মূল কথা একেবারে চাপা পড়ে নাই, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অন্যথায় বৌদ্ধ ধর্ম ইহাকে দেশ হইতে সম্পূর্ণ-রূপে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইত।

পশ্চিম তিব্বত ও লদখ-এ প্রচলিত রাজা কেসর্ সম্বন্ধীয় সুপ্রাচীন উপাখ্যান ও গাথা এবং গান হইতে শুদ্ধ বোন্ ধর্মের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা হইয়াছে, তবে সে নির্ধারণের মূল্য বা উপযোগিতা এখনও বুঝা যাইতেছে না।

২। গ্লিঙ্-রাজ কে-সর্ (বা গে-সর্), ও কেসর-কথা

আমাদের দেশের রামচন্দ্র বা অর্জুনাদি পাণ্ডবদের উপাখ্যানের মত সমগ্র তিব্বতে এক জনপ্রিয় উপাখ্যান বা কথা বিদ্যমান—সেটী হইতেছে রাজা কেসর্ অথবা গেসর্-এর কথা। অধ্যাপক Sylvain Levi সিল্‌ভ্যাঁ লেভি ইহাকে 'মধ্য-এশিয়ার ইলিয়াদ' বলিয়াছেন। রাজা কেসর্ তিব্বতের কোথায় এবং কোন্ সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেসর্-সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, আংশিক ভাবে ইনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, আংশিক ভাবে পৌরাণিক বা কাল্পনিক। প্রায় সকল দেশের প্রাচীন যুগের লোকোত্তর নায়ক-নায়িকা বা পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধে একথা

বলা যায়। রাজা কেসর্ সম্বন্ধে [১] গান, [২] গদ্যপদ্য-মিশ্র ছোট গাথা, [৩] গদ্য-পদ্য-মিশ্র বিশাল আকারের—প্রায় আমাদের মহাভারতের মত বড়—পুরাণ-গ্রন্থ, কিছু মুখে-মুখে প্রচলিত, কিছু লিখিত ও মুদ্রিত—এই সমস্ত তিব্বতে পাওয়া গিয়াছে। [১] গান এবং [২] ছোট গাথা—মুখ্যতঃ পশ্চিম-তিব্বতে, কাশ্মীরের অধীন Ladakh লদখ্ রাজ্যের তিব্বতীদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। অল্প-স্বল্প পৃথক্ দুইটী রূপে এগুলির সংগ্রহ করিয়াছিলেন পরলোকগত A. H. Francke ফ্রাঙ্কে নামে এক জরমান মিশনারি, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে। [৩] গদ্য-পদ্য-মিশ্র বড় গাথা বা পালা-গান, কয়েক দিন ধরিয়া যেগুলি গাওয়া বা পাঠ করা হয়, পূর্ব-তিব্বতে Khams বা Kham খম্-অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে; এবং [৪] 'কেসরায়ণ' আখ্যা যাহাকে দিতে পারা যায় এমন বৃহৎ গ্রন্থ মধ্য-তিব্বতে মিলিয়াছে। এই-সমস্তর ভাল করিয়া আলোচনা বা অনুবাদ কোনও ইউরোপীয় ভাষায় এখনও হয় নাই।*

কেসর্-এর উপাখ্যান মধ্য-এশিয়ার Mongol মোঙ্গোল্দের মধ্যেও মিলে। মোঙ্গোল-জাতি ধর্মে বৌদ্ধ, এবং তিব্বতী গুরুদের শিষ্য।—তিব্বত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম যখন তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হয়, খ্রীষ্টীয় বারোর ও তেরোর শতকে, তখন কেসর্-এর কাহিনীও তাহাদের দ্বারা গৃহীত হয়। তাহার পর, মোঙ্গোলদের জ্ঞাতি মাঞ্চুদের মধ্যে এই কাহিনী প্রসার লাভ

---

* কেসর্ বা গেসর্-কথা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, A Lower Ladakhi Version of the Kesar Saga: Tibetan Text, English Abstract of Contents, Notes and Vocabularies, and Appendices: by A. H. Francke, Ph. D.: Introduction by Suniti Kumar Chatterji: Calcutta, Royal Asiatic Society of Bengal, 1905—1941; এবং George Nicolaus Roerich কৃত অতি মূল্যবান্ প্রবন্ধ The Epic of King Kesar of Ling, JRASB., VIII (Letters), 1942, পৃঃ ২৭৭—৩১১।

করে; এবং সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগে, মাঞ্চুগণ কর্তৃক চীন-বিজয়ের পরে, মাঞ্চুদের নিকট হইতে তাহাদের প্রজা চীনা-জাতিও কেসর্-কাহিনীর সহিত আংশিক ভাবে পরিচিত হয়; চীনাদের যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সংগ্রাম-দেব Kuan-ti 'কুআন্-তী' ও ভোটদের কেসর, এখন চীনা ও ভোটদের কাছে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হন। অতএব বলা যায় যে, তিব্বতী কেসর্-কথা এখন সমগ্র মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ার মোঙ্গোল-শ্রেণীর জাতিগুলির সাধারণ সম্পত্তি। কাশ্মীরের উত্তরে Hunza-Nagar হুন্জা-নগর প্রদেশের Burushaski বুরুশাস্কি-জাতীয় লোকেদের মধ্যেও কেসর-কথা পাওয়া গিয়াছে।

মনোহারিত্বের জন্য ও নিজ বিশিষ্ট রসের জন্য কেসর্-কথা সমগ্র মানব-জাতির একটী আদরণীয় সাহিত্য-সম্পত্তি বা কথা-সম্পত্তি হইবার যোগ্য।

কেসর্-এর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কিছুই ঠিক জানা যায় নাই, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। কোনও মতে ইনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের লোক—তিব্বতের প্রথম বৌদ্ধ রাজা স্রোঙ্-ব্ৎসন্-স্গম্-পো-র সময়ের; এবং সম্ভবতঃ এই ঐতিহাসিক রাজার অনেক কীর্তি ও গুণ ইহাতে আরোপিত হইয়াছে। অন্য মতে, এই সময়ের পরের লোক ইনি; আবার অন্য মতে, ইহার ঢের আগেকার, খ্রীষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে ইনি ভোটদের National Hero অর্থাৎ 'জাতীয় বীর'—আদর্শ মানব, আদর্শ যোদ্ধা ও আদর্শ রাজা সম্বন্ধে ভোটদের যে ধারণা, তাহা যেন ইঁহাতেই মূর্ত হইয়াছে। ভারতের যেমন রামচন্দ্র বা অর্জুন, পারস্যের যেমন Rustam রুস্তম, প্রাচীন গ্রীসের যেমন Herakles হেরাক্লেস্ ও Akhilleus আখিল্লেউস্, জরমানিক জাতির যেমন * Sigiwardaz সিগিবর্দস্ (Sigurd সিগুর্ড্ বা Siegfried সীগ্‌ফ্রীদ্), প্রাচীন ব্রিটেনের ব্রিটন জাতির যেমন রাজা Arthur আর্থর,

প্রাচীন আইরিশ জাতির যেমন Cuchulainn কুখুলাইন্ ও Finn ফিন্, ইহুদীদের মধ্যে যেমন রাজা David দাবীদ,—ভোট-দেশের কে-সর্ বা গে-সর্ তেমনি একটী সমগ্র জাতির নরত্ব-বিষয়ে আদর্শের আশ্রয়-স্থল হইয়া, তিব্বতী, মোঙ্গোল্ ও মাঞ্চুদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তিব্বতী ও মোঙ্গোলেরা বিশ্বাস করে যে রাজা কেসর্ (গেসর্) এখন স্বর্গবাস করিতেছেন, আবার তিনি মধ্য-এশিয়ার জাতিগণের উদ্ধার-কল্পে অদূর ভবিষ্যতে জগতে পুনরবতীর্ণ হইবেন বা পুনরাগমন করিবেন।

কেসর যে ভোটদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার বা প্রতিষ্ঠার পূর্বের কালের রাজা বা বীর ছিলেন, একটী বিষয়ে তাহার ইঙ্গিত পাই। তিব্বতী চিত্রে কেসর সর্বত্র শ্বেত-বাস (সাদা চোগা-জাতীয় ভোট আঙ্গরাখা) ও মস্তকে চতুষ্কোণ ভাঁজ-করা চারিটী পক্ষ-যুক্ত শ্বেতবর্ণ শিরস্ত্রাণ বা টুপী পরিহিত রূপে অঙ্কিত হন, টুপীর মাঝখানে শিখরের উপরে একটী পালখ। শ্বেতবর্ণ হইতেছে বোন্ ধর্মের বিশেষ বর্ণ, যেমন কাষায় বা পীতবর্ণ বৌদ্ধ ধর্মের বর্ণ; এখনও বিশেষ করিয়া বোন্-ধর্মাবলম্বী কেসর-কথা-গায়ক বা পাঠকেরা সাদা রঙের কাপড় পরিয়া থাকে।

কেসর্-কথা এখন যে-সকল বিভিন্ন আকারে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পূর্বোক্ত ফ্রাঙ্কে-সাহেবের সংগৃহীত গান ও ছোট গাথায়, ইহার দুইটী সরল ও সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপ, অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান। ইহার অতিরিক্ত বড় গাথা এবং বৃহৎ গ্রন্থগুলিতে মূল উপাখ্যানকে বিশেষ ভাবে পল্লবিত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, বড় গাথায় ও বৃহৎ গ্রন্থে কেসর্-এর উপাখ্যানকে তিব্বতী বৌদ্ধ মত-বাদ ও দেবতা-বাদের সঙ্গে (অর্থাৎ 'ব্ল-ম' বা লামাদের অনুষ্ঠিত ধর্মের সঙ্গে) ওতপ্রোত-ভাব বিজড়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছে—এই আকারে যে বিভিন্ন রূপের কেসর্-কথা মিলে, সেগুলি দেখিয়া মনে হয়, কেসর্-কথা বুঝি তিব্বতের কোনও বৌদ্ধ পুরাণই হইবে।

কিন্তু গান ও ছোট গাথায় বৌদ্ধ প্রভাব একেবারে নাই বলিলেই হয়; কিছু অল্প পরিমাণে অবশ্য আছে—কিন্তু গান ও ছোট গাথায় যে ধর্মের, যে আধ্যাত্মিক জগতের, যে দেব-লোকের পট-ভূমিকা মিলিতেছে, তাহা বৌদ্ধ-পূর্ব যুগের বোন্ ধর্মের ও বোন্ আধ্যাত্মিক জগতের এবং দেব-লোকের বলিয়াই মনে হয়; এক কথায়, কেসর্-কথার যে সরলতম ও সুন্দরতম রূপ লদখ্-এ ফ্রাঙ্কে-সাহেব বাহির করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়—ধর্মান্তর গ্রহণ করিবার পূর্বে ভোট-জাতির মধ্যে প্রচলিত বোন্ ধর্মের আবেষ্টনীর মধ্যেই মূল কেসর্-কথার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু লামাদের বৌদ্ধ ধর্মের সহিত সংযুক্ত হওয়ার ফলে, পরাক্রম-শালী বৌদ্ধ সংঘ ও রাজশক্তি কেসর-কথাকে আর বর্জন করিতে পারে নাই, জাতির ঐতিহ্যে ও কথা-সাহিত্যে ইহার সংরক্ষণ সহজ হইয়াছে।

ফ্রাঙ্কে-সাহেবের সংগৃহীত গানগুলি Indian Antiquary পত্রিকায় ১৯০১ ও ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়। ফিন্‌লাণ্ডের হেল্‌সিংফর্স্ নগরের ফিন্-উগ্রীয় সাহিত্য-পরিষদের নিবন্ধমালায় ইনি প্রথম পশ্চিম-ভোট-প্রান্তে লদখ্-এর Sheh শে-গ্রামে সংগৃহীত ছোট গাথাটী প্রকাশিত করেন, জরমান অনুবাদের সহিত দুই খণ্ডে, ১৯০০ ও ১৯০২ সালে; ইহার মাত্র প্রথম খণ্ড ১৯০১ ও ১৯০২ সালে Indian Antiquary-তে ইংরেজী অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী সমেত বাহির হয়। তৎপরে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় তিনি লদখ্-এর Khalatse খলৎসে-গ্রামে প্রাপ্ত কেসর্-বিষয়ক আর একটী গদ্যপদ্যময় কাব্য-গাথা, মূল তিব্বতী ও ইংরেজী সংক্ষিপ্ত-সার এবং টিপ্পনী সমেত, প্রকাশিত করেন (১৯০৫-১৯০৮)। ১৯৪১ সালে ফ্রাঙ্কের কেসর্-সংক্রান্ত ও লদখ্-এর প্রাচীন লোক-গাথা ও গীত সম্পৃক্ত রচনাবলী, শে-গ্রামে প্রাপ্ত কেসর-কথার প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়

খণ্ডের অনুবাদ সমেত এবং খলৎসে-গ্রামে প্রাপ্ত পূর্ণ কেসর-কথার সহিত, কলিকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (পূর্বের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। ১৮৩৬ সালে, শতবর্ষাধিক হইল, জর্‌মান পণ্ডিত I. J. Schmidt শ্‌মিট্ কেসর্-কথার এক মোঙ্গোল ভাষায় লিখিত কাব্য জর্‌মানে অনুবাদ করিয়া, রুষ-দেশের সেণ্ট-পিটর্‌স্‌বুর্গ নগরী হইতে প্রকাশিত করেন। তিব্বত-ভ্রমণকারিণী শ্রীযুক্তা Alexandra David-Neel আলেক্‌সান্দ্রা দাভিদ্-নীল নামক জনৈক ফরাসী মহিলা, Khams খম্ বা পূর্ব-তিব্বতে কেসর্ বা গেসর্ সংক্রান্ত একটী বড় গাথা শুনিয়া তাহা লিখিয়া লন, এবং Lama Yongden-এর সাহায্যে তাহার ফরাসী ও ইংরেজী অনুবাদ সম্প্রতি (১৯৩১ ও ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত করেন। এইগুলিই হইতেছে কেসর্-কথা অনুশীলন করিবার জন্য পশ্চিম-ইউরোপীয় ভাষায় প্রাপ্তব্য মুখ্য সামগ্রী। মূল তিব্বতী বিরাট্-কাব্য গ্রন্থগুলি হস্ত-লিখিত অবস্থাতে নানা স্থানে আছে। সেগুলি প্রকাশিত, অনূদিত ও আলোচিত হইলে, এই কাহিনীর উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের উদ্ধার হইবে। কেসর্-কাব্যগুলি তিব্বতে বৌদ্ধ শাস্ত্রের মত কাঠের-ফলায় খুদিয়া ছাপানো হইয়াছিল ; কিন্তু হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যেই এই কথা বা কাব্য বেশীর ভাগ নিবদ্ধ আছে বলিয়া, সহজ-লভ্য নহে। ইতালীয় পণ্ডিত Giuseppe Tucci জুসেপ্পে তুচ্চি এইরূপ ছাপা কেসর্-কথা Spiti স্পিতি-তে একটী তিব্বতী মন্দিরে দেখিয়া-ছিলেন। কলিকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অভ্ বেঙ্গল-এর ভূত-পূর্ব সম্পাদক পরলোকগত Johan van Manen য়োহান্ ফান্-মানেন্ এইরূপ বিরাট্ কাব্যের একটী হস্তলিপির আংশিক নকল করাইয়া লইয়াছিলেন।

৩। সংক্ষেপে কেসর্-কথা

নীচে সংক্ষেপে ফ্রাঙ্কে-সাহেব কর্তৃক আহরিত গদ্যপদ্যময় গাথাদ্বয় অবলম্বনে কেসর্-এর উপাখ্যানের কথা-বস্তু প্রদত্ত হইতেছে।

এই পৃথিবীতে Gling গ্লিঙ্ বা Ling লিঙ্ রাজ্যে রাজত্ব করিবার জন্য, স্বর্গরাজ Dbang-po-rgya-bzhin দ্‌বঙ্-পো-র্গ্য-ব্‌ঝিন্ (অর্থাৎ 'সর্বন্ধর রূপ-বিশিষ্ট মহারাজ')-এর তৃতীয় পুত্র Don-grub দোন্-গ্রুব্ (অর্থাৎ 'অমোঘসিদ্ধি') অবতীর্ণ হইলেন। কি অবস্থার মধ্য দিয়া দ্রোন্-গ্রুব্-এর অবতার-গ্রহণের আবশ্যকতা হইল, এবং কি উপায়ে তিনি অবতীর্ণ হইলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া অনেক কথা আছে। দোন্-গ্রুব্ পৃথিবীতে 'কে-সর্' এই নামে পরিচিত হইলেন। Ke-sar কে-সর্ নামটী মধ্য-তিব্বতে Ge-sar 'গে-সর্' রূপে মিলে, এবং মোঙ্গোলদের মধ্যেও এই 'গে-সর্' বা Ge-ser 'গে-সের্' রূপ প্রচলিত ; লদখ্-এ Kye-sar 'ক্যে-সর্' রূপও পাওয়া যায়—'ক্যে-সর্' প্রাচীন তিব্বতী Skye-gsar 'স্ক্যে-গ্‌সর্' শব্দের আধুনিক রূপ ; 'স্ক্যে-গ্‌সর্' অর্থে 'নব-জাত' বা 'পুনর্জাত'। তিব্বতীতে 'কে-সর, বা 'গে-সর্' শব্দের অর্থ 'ফুলের কেসর', অথবা 'কেসর' বা 'জাফরান'—শব্দটী সংস্কৃত হইতে তিব্বতীতে আসিয়াছে, অথবা জাফরান-অর্থে সংস্কৃত 'কেসর' শব্দ মূলে তিব্বতীয় 'গে-সর্' বা 'কে-সর্', তাহা বলা যায় না। আবার কেহ-কেহ অনুমান করেন, 'কেসর' মূলতঃ একটী রাজপদবী, এবং সম্রাট-বাচক লাতীন Caesar (গ্রীকে Kaisar) 'কায়্‌সার' শব্দের বিকৃত রূপ।

কেসর তরুণ বয়সেই সর্ব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি নানা সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন।

সেই সময়ে ঐ দেশে একজন সঙ্গতিশালী ব্যক্তির 'Bru-gu-ma

(বা Hbru-gu-ma) 'ঃব্রু-গু-ম' নামে একটী সুন্দরী কন্যা ছিল। 'ঃব্রু-গু-ম' শব্দের অর্থ 'শস্য-কণা' ; মধ্য-তিব্বতে প্রচলিত কেসর্ বা গেসর্-কথায় নামটী 'Brug-mo (Hbrug-mo) 'ঃব্রুগ্-মো' (উচ্চারণে 'ডুগ্‌মো') রূপে পাওয়া যায় ; লদখ্-এ প্রাপ্ত অন্য একটী রূপ—'Bri-gu-ma (Hbri-gu-ma) 'ঃব্রি-গু-ম'—ইহার অর্থ, 'তরুণী চমরী-গাবী'। মোঙ্গোল ভাষায় এই নাম Rogmo 'রোগ্‌মো' রূপ ধারণ করিয়াছে। কেসর্ ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহেন। তাঁহার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতায় ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীকে কেসর্ পরাস্ত করেন। কন্যার নিকট ও কন্যার আত্মীয়দের নিকট কেসর্ নিজেকে প্রথম একজন পথচারী ভিক্ষুক-বালকের আকারে দেখা দেন। আদিম অর্ধ-বর্বর সমাজের উপযোগী নানা প্রকারের পরিহাসময় ও হাস্যকর ঘটনার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া ও ঃব্রু-গু-ম-কে অপ্রস্তুত করিয়া, পরে কেসর্ আত্ম-পরিচয় দেন, ও শেষে ঃব্রু-গু-ম-কে বিবাহ করেন। তরুণ বর কেসর ও কন্যা ঃব্রু-গু-ম-র চরিত্র এই অংশে অতি মনোহর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। বিবাহের পরে দুইজনে গ্লিঙ্ রাজ্যে সানন্দে বাস করিতে থাকেন। ঃব্রু-গু-ম-কে বিবাহ করিবার পরে, গ্লিঙ্-রাজ্যের প্রধানেরা তাঁহার বীরত্ব ও অন্য গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেশের রাজা বলিয়া মানিয়া লয়।

ইহার পরে কেসর্ চীন-দেশে যান, এবং সেখানেও নানা অদ্ভুত বীরত্বময় কার্য্য-কলাপ প্রদর্শন করেন। কেসর চীন-দেশের এক রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরেন, ও দুই স্ত্রীর সহিত সুখে রাজ্য করিতে থাকেন। (কেসর্-কাহিনীতে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী এই চীন-রাজকন্যার আর কোনও স্থান নাই।)

দেবী Ane-bkur-dman-mo অনে-ব্‌কুর্-দ্‌মন্-মো-'র (অর্থাৎ 'পূজনীয়া ঈশ-পত্নী'র) অনুরোধে কেসর্ উত্তর দেশের এক অতিকায় অসুর বা রাক্ষসকে দমন করিতে যান। (এই দেবী আর কেহই নহেন, ইনি স্বর্গরাজ্ঞী, স্বর্গে যখন দোন্-গ্রুব্-রূপে কেসর্ অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন কেসর্-এর মাতা। কেসর্-কথায় বহুস্থলে ইনি কেসর্-এর রক্ষয়িত্রী রূপে দেখা দেন।) পত্নী ঃব্রু-গু-ম-র নিকট হইতে কেসর্ বিদায় লন ; এই বিদায় অবলম্বন করিয়া লদখে প্রাপ্ত ভোট ভাষায় কতকগুলি সুন্দর গান আছে। এই বিদায়ের চিত্র হইতে কেসর ও ঃব্রু-গু-ম-র সুখময় দাম্পত্য-জীবনের আভাস পাওয়া যায়। কেসর্ অনেক কষ্টে উত্তর দেশে উপস্থিত হন। উত্তরের অসুরের স্ত্রী Dzemo-Bamza-'bum-skyid দ্‌জেমো-বম্-জ্‌-ঃবুম্-স্কিদ্ (অর্থাৎ 'শতগুণ-আনন্দ') কেসর্-এর প্রেমে পড়ে, এবং তাহারই সাহায্যে কেসর্ উক্ত অসুরকে বধ করিতে সমর্থ হন। দ্‌জেমো-বম্-জ্‌-ঃবুম্-স্কিদ্ কেসর্‌কে মন্ত্র-পড়া পানীয় ও খাদ্য আহার করাইয়া তাঁহার স্মরণ-শক্তি হরণ করিল। কেসর্ নিজ রাজ্য গ্লিঙ্-দেশ ও প্রিয় পত্নী ঃব্রু-গু-ম-কে ভুলিয়া গিয়া, মায়াবিনী দ্‌জেমো-বম্-জ্‌-ঃবুম্-স্কিদ্-এর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। উভয়ের একটী কন্যাও হইল।

ইতিমধ্যে কেসর্-এর অনুপস্থিতিতে ঃব্রু-গু-ম-র সমূহ বিপদ্ ঘটিল। Hor হোর্-রাজ্যের (সম্ভবতঃ তুর্কীদের) রাজা Gur-dkar গুর্-দ্‌কর্ বা গুর্-কর্ (অর্থাৎ 'সাদা-তাঁবু') শুনিল যে, রাজা কেসর্ বহুদিন ধরিয়া নিরুদ্দেশ রহিয়াছেন। গুর্-দ্‌কর্ অবসর বুঝিয়া ঃব্রু-গু-ম-কে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে আসিল। ঃব্রু-গু-ম-র আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, হোর্-রাজ ঃব্রু-গু-ম-কে ধরিয়া লইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেল। কেসর ও ঃব্রু-গু-ম-র একটী পুত্র হইয়াছিল, হোর্-রাজ তাহাকে বধ করিল।

হোর্-রাজের নিকট কিছুকাল বন্দিনী থাকিবার পরে, কেসর্-পত্নী তৎপ্রতি ধীরে-ধীরে অনুরক্তা হইল ; বহুদিন ধরিয়া অনুপস্থিত কেসর্-এর

কথা তাহার মন হইতে যেন মুছিয়া গেল। অবশেষে স্বেচ্ছায় সে হোর্-রাজের পত্নীত্ব স্বীকার করিল। তাহাদের তুইটী সন্তানও জন্মগ্রহণ করিল—একটী কন্যা ও একটী পুত্র।

এদিকে কেসর্ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় মায়াবিনীর কবলে রহিয়াছেন। তাহার সঙ্গে একদিন পাশা খেলিতে-খেলিতে কেসর্ আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষি-পংক্তিকে দেখিতে পাইলেন। তাহাদের ডাক শুনিয়া ও তাহাদের কথা শুনিয়া হঠাৎ তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল—স্বদেশের এবং প্রাণপ্রিয়া পত্নী ঃব্রু-গু-ম-র কথা মনে পড়িল। তিনি বমন করিয়া মায়াবিনী প্রদত্ত খাদ্য ও পানীয় হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ হইলেন। দজ্‌েমো-কে এবং তাহার গর্ভজাত শিশু কন্যাকে উপস্থিত কালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রিয় অশ্বে আরূঢ় হইয়া কেসর্ বহির্গত হইলেন। দজ্‌েমো ইহাতে ক্রোধে ও তুঃখে অধীর হইয়া নিজ সন্তানকে হত্যা করিল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া কেসর্ দেখিলেন, অন্য একজন যোদ্ধা তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া বসিয়া আছে, এবং তাঁহার স্ত্রী হোর্-রাজের অধীনে। তিনি লোক সংগ্রহ করিয়া রাজ্য পুনর্জয় করিলেন, এবং তৎপরে স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে ও হোর্-রাজকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত হইলেন।

হোর্-রাজ্যে পঁহুছিয়া তিনি এক লৌহকারের আশ্রয় লইয়া শত্রুর ও শত্রুর অধীনস্থ স্বীয় পত্নীর কার্য্য-কলাপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। এখানে কেসর্ বহু অসম-সাহসের ও শক্তির কার্য্য করিলেন। এই অবস্থায় ঃব্রু-গু-ম কেসর্-কে চিনিতে পারে; কিন্তু তাঁহার কোনও সহায়তা না করিয়া, নানা বিষয়ে হোর্-রাজ গুর্-দ্‌কর্-এরই পোষকতা ও সহায়তা করে। কেসর্ শেষে হোর্-রাজকে পরাভূত করেন; দেবী অনে-ব্‌কুর্-দ্‌মন্-মো-র নির্দেশে হোর্-রাজ ও ঃব্রু-গু-ম-র শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ঃব্রু-গু-ম-র বাধা সত্ত্বেও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করেন, এবং অবশেষে হোর্-

রাজকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বধ করেন। এইরূপে পত্নী ঃব্রু-গু-ম-কে উদ্ধার করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। গুর্-দ্‌কর ও ঃব্রু-গু-ম-র সন্তানদ্বয় কেসর্-এর অনুমতি অনুসারে (অথবা স্বয়ং কেসর্-এর দ্বারা) নিহত হয়।

ঃব্রু-গু-ম-র অপরাধের জন্য, প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার নানারূপ শাস্তি হয়। পরে এই শাস্তির দ্বারা তাহার পরিশুদ্ধি হইলে, কেসর্ পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করেন, ও অবশিষ্ট জীবন উভয়ে সুখে যাপন করেন।

৪। বিশ্ব-সাহিত্যে কেসর্-কথার সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য

ইহাই হইল কেসর্-কথার সংক্ষিপ্ত-সার। লদখ্-এ প্রাপ্ত এই কথা-বস্তুর সঙ্গে তিব্বতের অন্যত্র এবং মোঙ্গোলদের মধ্যে প্রচলিত গেসর-কাব্যের কথা-বস্তুর সঙ্গে, ছোট-খাট নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও, মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। আদি যুগের বোন্-ধর্মাবলম্বী ভোটদের মধ্যে উদ্ভূত এই কাহিনীটীর মূল কথা—কেসর্-এর জন্ম-পর্ব, কেসর্-এর তরুণ-লীলা, কেসর্-ঃব্রুগুম-বিবাহ; উত্তরের অসুরের স্ত্রীর সাহায্যে তাহার বধ, কেসর্-এর আত্মবিস্মৃতি এবং অসুরের স্ত্রীর সহিত অবস্থিতি; হোর্-রাজ কর্তৃক ঃব্রু-গু-ম-হরণ; কেসর-কর্তৃক হোর্-রাজের বধ, ও নিজ পত্নীর উদ্ধার—সর্বত্র এক।

মোটের উপর গল্পটী যে চিত্তাকর্ষক, সন্দেহ নাই। ইহাতে অতি-প্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও, ইহার মধ্যে মানব-জীবনের সুখ-তুঃখের কথাও যথেষ্ট আছে; কেসর্-পত্নীর চরিত্র, আদর্শ নারী-চরিত্র নহে—আমাদের সীতার কথা অথবা প্রাচীন আয়র্‌লাণ্ডের বীরাঙ্গনা Noisi নোইশি-পত্নী Derdriu দের্‌দ্রিউ-র চরিত্রের কথা স্মরণ করিলে, ঃব্রু-গু-ম-কে নিতান্ত রক্তমাংসের শরীরের, প্রবৃত্তি-মুখিনী ও একনিষ্ঠ প্রেম হইতে স্খলিতা নারীই বলিতে হয়; ঃব্রু-গু-ম-র উপাখ্যান

পাঠ করিলে, প্রাচীন গ্রীক পুরাণের নায়িকা Helena হেলেন-কে, প্রাচীন ব্রিটিশ কাহিনীর রাজা Arthur আর্থর-এর পত্নী Guenevere বা Gwenhwyfar গ্বেন্‌হ্বিভার-কে, আইরিশ বীরগাথার Graine গ্রাইনে এবং জরমানিক Sigurd সিগুর্ড-এর কাহিনীর অন্যতরা নায়িকা Gudrun গুড্‌রুন্‌কেই মনে পড়ে ; কিন্তু সমগ্র কাহিনীটীতে মানব-চরিত্র-চিত্রণ সুন্দর হইয়াছে। সব দিক্ বিচার করিয়া দেখিলে, এই কাহিনীটিকে রোমান্স-এর বা রমন্যাসের এক বিশিষ্ট ও লক্ষণীয় আকর বলিতে পারা যায়।

এতদ্ভিন্ন, বিভিন্ন ভোট-চীন জাতিগণের মধ্যে এই একমাত্র epic বা মহাকাব্যোচিত উপাখ্যান উদ্ভূত হইয়াছে—চীনা, শ্যামী, বর্মী প্রভৃতি অন্য ভোট-চীন বর্গের জাতিগণের মধ্যে, একমাত্র তিব্বতী ছাড়া আর কোনও জাতি এইরূপ একটী কথা-বস্তু রচনা করিতে পারে নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ epic tales বা মহা-অবদানগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া কেসর্-অবদানকে মানিয়া লইতে হয়। সেই হিসাবে, বিশ্বসাহিত-রসিকগণের নিকট ইহার আদর না হইয়া পারে না।

অধিকন্তু, প্রাচীন কালের অবিমিশ্র ভোট-জাতির মানসিক ও অন্যবিধ সংস্কৃতির অতি সহজ ও সুন্দর পরিচয় ইহাতে আছে। এই কাহিনীর প্রাচীন ও অর্বাচীন ধারা হইতে প্রাচীন বোন্ ধর্মের অনেক তথ্য বাহির করিতে পারা যাইবে। কেসর-কথার বিভিন্ন উপাখ্যানের ও চরিত্রের অভ্যন্তরে অধুনা-লুপ্ত বহু আদিম ধর্ম-বিশ্বাস ও দেবতা-বাদের সম্বন্ধে তথ্য লুকানো আছে—সেগুলির অন্তর্নিহিত ব্যাস-কূট ধীরে-ধীরে সমাধান করিবার বিষয়। সেগুলি হইতে আমরা ভোট-চীন-জাতীয় আদিম মানবের মনের—বিশ্ব-প্রপঞ্চ সম্বন্ধে তাহার চিন্তা-ধারার—অনেক পরিচয় পাইতে পারি। এই সব দিক্ দিয়া দেখিলে, এই কাহিনীটী নৃতত্ত্ববিদ্ ও ধর্মতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট যত্নের সহিত আলোচ্য ॥

ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ ক্যন্-চচ্-সাঃ

এই প্রবন্ধে বর্মী নামগুলি বর্মী অক্ষরে মূল বানানের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণে (ও বন্ধনীর মধ্যে নামগুলির আধুনিক বর্মী উচ্চারণ ধরিয়া রোমান ও বাঙ্গালা হরফে অনুলিখনে) দেওয়া হইল। বর্মী বানান এখন হইতে নয় শত বা হাজার বছর পূর্বেকার বর্মী উচ্চারণ ধরিয়া গঠিত হইয়াছিল। এখন সেই পুরানো বানান প্রায় অবিকৃত আছে, কিন্তু উচ্চারণে ঘোরতর পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে। যেমন ইংরেজীতে knight (=k-n-i-gh-t=ক্নিঘ্‌ট্) লিখিয়া nait (=নাইট্) পড়া। আধুনিক উচ্চারণ ধরিয়া না বলিলে কেহ বুঝিবে না ; সেইজন্য এগুলির বিশেষ আবশ্যকতা আছে। বর্মী শব্দে, মধ্যে ও শেষে বিসর্গ থাকিলে, তদ্দ্বারা আরোহী বা উদাত্ত স্বর প্রকাশিত হয়।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক, ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে এক অভূত-পূর্ব যুগ। 'পোকং' বা 'পুগং' (আধুনিক 'পগান্') নগরে ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ অনিরুদ্ধ (পালিতে 'অনুরুদ্ধ', আধুনিক বর্মীতে Anoyahta 'আনোয়াঠা' বা 'নোয়াঠা') রাজাসনে বসিবার পূর্বে, ব্রহ্মদেশের ইতিহাস অন্ধ-তমিস্রাময়। প্রাচীন রাজা ও রাজবংশ ; ভারত হইতে আগত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের ব্রহ্মদেশে প্রসার ; বিদেশী ভারতীয় ও স্থানীয় ব্রহ্মের অধিবাসী-দিগের মধ্যে সংঘাত, সংঘর্ষ ও সৌহার্দ্য ;—এই সব অবলম্বন করিয়া, আমাদের ভারতবর্ষের পুরাণ-কথার মত নানা কাহিনী, মোন্ ও বর্মী ভাষায় লিখিত কতকগুলি তথা-কথিত ইতিবৃত্ত-গ্রন্থে লিপি-বদ্ধ আছে ; কিন্তু সেগুলিকে আশ্রয় করিয়া, প্রাচীন যুগের ব্রহ্মদেশের ধারাবাহিক প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করা, দুঃসাধ্য বা অসাধ্য ব্যাপার। ভারতীয় লিপি ব্রহ্মদেশে খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; ব্রহ্মের অধুনালুপ্ত প্রাচীন জাতি Pyu প্যু-দের ভাষায়, ভারতীয় লিপিতে

আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে উৎকীর্ণ শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে অনুরূপ প্যূ-ভাষার শিলালেখে, সূর্য্যবিক্রম, হরিবিক্রম ও সিংহবিক্রম নামে তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ঐ সময়ের লিপিতে পালি-ভাষায় প্রোম্-নগরীতে দুই-চারিটী লেখা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই। শ্যামদেশে লবপুরীতে দক্ষিণ-ব্রহ্মের মোন্-ভাষায় একটী শিলালেখ আছে, সেটীর অক্ষর খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের দক্ষিণ-ভারতের পহ্লব-লিপির অক্ষরের মত। ব্রহ্মের ইতিহাসে, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার যুগের "পাথুরে প্রমাণ"-এর একান্ত অভাব। কিন্তু ভারতের সভ্যতার প্রসার, দক্ষিণ-ব্রহ্মের মোন্-জাতির উপরে ভারতীয়দের প্রভাব, প্রভৃতি বিষয়ে, এই সকল প্রাচীন কথা হইতে অনেক-কিছু অনুমান করা যায়।

ব্রহ্মের ইতিহাস মুখ্যতঃ তিনটী জাতির সংঘাত ও সম্মিলনের ইতিহাস—দক্ষিণ ও মধ্য-বর্মার Rmen´ র্মেঞ্‌ বা মোন্ জাতি, উত্তর হইতে আগত Mran-ma ম্রন্-মা বা বর্মী জাতি, এবং পূর্বাঞ্চলের Dai দৈ বা Thai থাই জাতি। খুব সম্ভব খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগ হইতেই ভারত হইতে আগত বণিক্ ও অন্যশ্রেণীর লোক, দক্ষিণ-ব্রহ্মে মোন্-জাতির লোকেদের মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে; ক্রমে ভারতের ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম, ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষু দ্বারা মোন্-দেশে নীত হয়, ভারতের লিপি, সাহিত্য ও অন্যবিধ সংস্কৃতি মোনেরা গ্রহণ করে—ব্রহ্মদেশে মোনেরাই প্রথম সভ্য হয়, ভারত-ধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। মধ্য-ব্রহ্মে 'প্যূ' নামে আর একটী জাতি বাস করিত; ইহারা বর্মী জাতির সাক্ষাৎ জ্ঞাতি ছিল; এবং 'থাই'-জাতির লোকেরাও বর্মী ও প্যূ-দের সম-পর্য্যায়ের ছিল—বর্মী, প্যূ ও থাই, এই তিনটী জাতিই হইতেছে ভোট-চীন বা চীন-তিব্বতীয় অথবা মোঙ্গোল গোষ্ঠীর। কিন্তু মোনেরা জাতি ও ভাষা হিসাবে ইহাদিগ হইতে একেবারে

পৃথক্; মোনেদের জ্ঞাতি হইতেছে মালাই জাতি এবং ভারতবর্ষের সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি। মধ্য-বর্মার প্যূ-রা মোন্‌দের নিকট হইতে ভারতীয় সভ্যতা—ধর্ম, লিপি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি—গ্রহণ করে। বর্মী-জাতি পরে উত্তর-বর্মা হইতে মধ্য-বর্মার নামিয়া আসে, ইহারাও ভারতীয় সভ্যতার জন্য মোনেদের কাছেই ঋণী। থাই-জাতির কতকগুলি শাখা আছে—যথা, শ্যামদেশের শ্যামী ও লাও, বর্মার শান্ এবং আসামের আসাম-জয়ী অহম্ জাতি। বর্মার শানেরা মোন্‌দের এবং পরে বর্মীদের সংস্পর্শে আসিয়া সভ্য হয়—ইহাদের জ্ঞাতি শ্যামীরা তো শ্যামদেশের মোন্ এবং খ্মের, এই দুই জাতির নিকটেই ভারতীয় সভ্যতায় দীক্ষিত হয়।

ব্রহ্মদেশে, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই, মোন্, প্যূ, বর্মী ও শান্ ইহাদের সংঘাত ও সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী এই সংঘাতের শেষ ফল এখন এই দাঁড়াইয়াছে যে, বর্মীরাই ব্রহ্মদেশে জয়ী হইয়াছে; প্যূ-দের আর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, প্যূ-ভাষা লোপ পাইয়াছে, প্যূ-জাতিও বর্মীদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে; মোনেরা দুর্দ্ধর্ষ ও সুসভ্য হইলেও, শেষটায় তাহারাই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে,—সমগ্র বর্মায় এক কোটী চল্লিশ লাখ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র তিন লাখ মোন্ অবশিষ্ট আছে—তাহাও আবার দক্ষিণ বর্মা মৌল্‌মেন অঞ্চলের একটী কোণে, বাকী সব বর্মী হইয়া গিয়াছে। শানেরা বরাবরই একটু পৃথক্ থাকিত, তবে তাহারা ধীরে-ধীরে বর্মী হইয়া পড়িতেছিল; কিন্তু এখন তাহারা জ্ঞাতি শ্যামীদের দেখিয়া, শান বা শ্যামী বা থাই জাতীয়তা বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টিত হইতেছে। উপস্থিত ব্রহ্মদেশে বর্মীভাষী প্রায় এক কোটি, শান্ মাত্র দশ লাখ, এবং আর একটী জাতি—কারেন—তের লাখ (বর্মায় ইতিহাসে কারেন্‌দের কোনও বড় স্থান নাই—উহারা সেদিন পর্য্যন্ত আদিম অবস্থায় এক কোণে পড়িয়াছিল)।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে বর্মী জাতির প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর পরে, পগান নগরে ; পুরাণ-কথা, গাথা এবং শিলালিপি, এবং মন্দির ও বিহার ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া পগানের এই প্রথম প্রথিতনামা বর্মী রাজবংশের ইতিহাস নির্ধারিত হইয়াছে। এই ইতিহাস মুখ্যতঃ মহারাজ অনিরুদ্ধ ও তাঁহার অনুগামী কয়েকজন রাজার জীবন ও কার্য্যাবলীকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান। অনিরুদ্ধ, চো-লূঃ (বা Sawlu সওলূ), ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ ক্যান-চচ্-সাঃ (বা Kyanzittha চন্-জ়িৎ-থা) অ-লোঙ্ঃ-চঞ্-স্যূঃ (বা Alaungsithu আ-লৌঙ্-সি-থু) মঙ্ঃ-ইঙ্-চো (Minshinsaw মিন্-শিন্-সও), নরস্যূ (Nayathu নারাদ্), নরসিংহ (Nayatheinka না-য়া-থেইঙ্-কা), নরপতি-চঞ্-স্যূ (Nayapatisithu না-য়া-পা-টি-সি-থু), থীঃ-লুই-মঙ্-লুই (Htilominlo ঠী-লো-মিন্-লো) প্রমুখ কতকগুলি রাজার অধীনে, বর্মী জাতির প্রতিষ্ঠা চিরতরে ব্রহ্মদেশে স্থাপিত হইল, ব্রহ্মদেশের ইতিহাস তাহার বিশিষ্ট পথে মোড় ফিরিল। অনিরুদ্ধ ও ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ—ইঁহাদের আমলে, ব্রহ্মদেশে এখন যে ভাবের বৌদ্ধধর্ম চলিতেছে—হীনযান, বিশেষভাবে সিংহলের ভিক্ষুসংঘ-দ্বারা সংগঠিত হীনযান—তাহা প্রথম সংস্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে বর্মীদের মধ্যে এক প্রকার তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল, ইহা ছিল এক প্রকার অপধর্ম ; এই ধর্মের গুরু ও পুরোহিতদের 'অরঞ্' (=Ari আরী অথবা আয়ী) বলিত। ধীরে-ধীরে এই অপধর্ম দূরীভূত হয়। অনিরুদ্ধের বংশের রাজারা পগানে বিরাট্-বিরাট্ মন্দির নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন—ব্রহ্মদেশের শিল্পের ইতিহাসে পগান-যুগ (১০৪৪ হইতে ১২৮৮ পর্য্যন্ত) সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। বর্মী, প্যূ, মোন্ ও শান্-এই চারি জাতিকে এক ধর্ম-রাজ্য-পাশে বাঁধিয়া, খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ব্রহ্মদেশকে সর্ব-প্রথম অনিরুদ্ধ (এবং অনিরুদ্ধ

বংশীয় রাজারা) এক করিয়া দেন। বর্মী জাতি তখন সমগ্র ব্রহ্মদেশে প্রাধান্য লাভ করে বটে, কিন্তু তখনও মোন্‌দের মধ্যে বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত ভারতীয় সংস্কৃতিই সমগ্র দেশে প্রবল ছিল,—বর্মীরা এই মোন্-ভারতীয় সংস্কৃতিকেই নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করে। বর্মীভাষা খ্রীষ্টীয় এগারোর শতকে প্রথম মোন্-ভারতীয় বর্ণমালাতেই লিপি-বদ্ধ হয় ; বর্মীদের মধ্যে লিপিজ্ঞ লোক তখন খুব সম্ভব অত্যন্ত অল্প ছিল, সেইজন্য পগানের বর্মী রাজারা, প্রথমটায় বিনা আপত্তিতে, প্রৌঢ় ও ইতিপূর্বেই সাহিত্যে ব্যবহৃত মোন্ ভাষাকেই নিজেদের অনুশাসনে অসঙ্কোচে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন—যদিও তাঁহারা মোনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে সর্বদাই লিপ্ত থাকিতেন।

অনিরুদ্ধ রাজার যুগ, বর্মীদের পক্ষে যেমন জাতীয় গৌরবের যুগ, তেমনি অনিরুদ্ধের পূর্বের ও পরের কতকগুলি রাজার জীবন-চরিত, ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে সত্যকার রোমান্সের আকর। এই রাজাদের চরিত্র খুবই বৈচিত্র্যময়। ইঁহারা পূরা মানুষ ছিলেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, অদ্ভুত বীরত্ব ও চরিত্র-বল এবং উচ্চ আদর্শ ও প্রজাহিতৈষণা দেখাইয়া, স্বদেশের ইতিহাসে ইঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন ; ইঁহাদের কাহারও-কাহারও ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা-পরম্পরাও যেন একখানি করিয়া মহাকাব্যের উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক রোমান্সের উৎস এই পগান রাজবংশের ইতিকথা। ইঁহাদের মধ্যে আবার ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ ক্যন্-চচ্-সাঃ-র কাহিনী সর্বাপেক্ষা মনোরম ও ঘটনা-বহুল, এবং ইতিহাসের দিক্ হইতেও সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়।

রাজা অনিরুদ্ধ ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পগানের অধীশ্বর হন। অনিরুদ্ধের পূর্ব ইতিহাস খুব চমকপ্রদ। খ্রীষ্টীয় ৯৩১ হইতে ৯৬৪ পর্যন্ত পগানের রাজা ছিলেন ঞোঙ্-উ-চো-র-হন্ঃ (Nyaung-u Saw-ya-han

ঞৌঙ্-উ-সও-য়া-হান্)। ইতি প্রথম জীবনে এক সামান্য কৃষক ছিলেন, তখনকার দিনের পগানের রাজাকে মারিয়া ফেলিয়া নিজে রাজা হন। এই রাজা, ক্রোঙ্-উ-চো-র-হন্ঃ, তান্ত্রিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহার তাম্বুলকরঙ্ক-বাহক ভৃত্য কুম্ঃ-ছো-ক্যোঙ্ঃ-ফ্রূ (Kun-hsaw-kyaung-hpyu কুন্-স্হও-চৌঙ্-ফ্যূ) ইহাকে পরাজিত করিয়া রাজা হন; কিন্তু ক্রোঙ্-উ-চো-র-হন্ঃ-এর দুই পুত্র জোর করিয়া তাম্বুলকরঙ্ক-বাহককে ভিক্ষুজীবন গ্রহণ করান। এই দুই পুত্রের একজন দৈবক্রমে শিকারে নিহত হইলে, তাম্বুলকরঙ্ক-বাহক রাজার পুত্র অনিরুদ্ধ. অন্যতম পিতৃ-বৈরীকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বধ করিয়া, পিতার অনুমতি অনুসারে ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে এইরূপে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়।

অনিরুদ্ধ ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি প্রায় সমগ্র ব্রহ্মদেশ নিজের বশে আনেন। তাঁহার জীবনী নানা বীর-কার্য্যে পূর্ণ। যুদ্ধ-বিগ্রহ ভিন্ন, তিনি বহু পূর্ত-কার্য্যও করেন—জলাশয়, বাঁধ প্রভৃতির দ্বারা ব্যাপক ভাবে কৃষির উন্নতির ব্যবস্থাও করেন, নানা স্থানে বৌদ্ধমন্দিরাদিও স্থাপিত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-ব্রহ্মের মোন্ রাজ্যের সতুং বা সধম্ (Thaton থাটোন্) নগরে উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণ-বংশে জাত বৌদ্ধ হীনযান মতের ভিক্ষু ঈন্-অরহং (Shin Ayahan শিন্-আয়াহান্) পগান নগরে আগমন করেন। পগানের সন্নিকটে বন-প্রদেশে ইনি সন্ন্যাসীর মত বাস করিতেন। অনিরুদ্ধ তাঁহার সংবাদ পাইয়া এবং তাঁহার পবিত্র জীবন ও উপদেশ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ গুরু ও বন্ধু রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার সহায়তায় তান্ত্রিক ধর্মের অরঞ্ (আরী) গুরুদের ক্ষমতার বিলোপ-সাধন সম্ভব হয়। শিন্-আয়াহান্ সঙ্গে করিয়া বৌদ্ধ ত্রিপিটকের পুঁথি আনেন নাই;—তাঁহার

নির্দেশ-মত অনিরুদ্ধ থাটোন্-এর মোন্ রাজা মনুহার নিকট এই গ্রন্থ চাহিয়া পাঠান। মনুহা অনিরুদ্ধের দূতগণকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দেন; তাহার ফলে হইল—অনিরুদ্ধ-কর্তৃক থাটোন্-অবরোধ ও বিজয়, দক্ষিণ-ব্রহ্ম দখল, এবং রাজা মনুহাকে পগানে আনিয়া চিরতরে বন্দী করিয়া রাখা। এইরূপে মোন্-দেশ জয় করিয়া অনিরুদ্ধ দক্ষিণ-ব্রহ্ম হইতে পালি শাস্ত্র-গ্রন্থ তো আনিলেন—সঙ্গে-সঙ্গে বহু মোন্-জাতীয় শিল্পীকেও বন্দী করিয়া আনিলেন, এবং ইহাদের সাহায্যে পগান নগরে ব্রহ্মদেশের ধর্ম ও শিল্পের এক অভিনব কেন্দ্র গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার আমলেই বর্মী-ভাষা মোন্-লিপিতে প্রথম লিখিত হইল। অনিরুদ্ধ হ্বে-চঞ্ঃ-খুং (Shwe-zi-gon শোয়ে-জ্বি-গোন্) নামে এক বিরাট বৌদ্ধমন্দির গঠন করেন। গৌরবের সহিত ৩৬ বৎসর ধরিয়া প্রায় সমগ্র ব্রহ্মদেশের একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে রাজ্য করিবার পরে, ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জঙ্গলে শিকার-কালে বন্য মহিষ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অনিরুদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাজ্য-প্রাপ্তির পূর্বেই অনিরুদ্ধের স্ত্রী ছিল। এই স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে, এই পুত্রের নাম চো-লূঃ (Saw-lu সও-লূ); চো-লূঃ পিতার কোনও গুণের অধিকারী হয় নাই। পগানের মহিমান্বিত রাজা হইবার পরে, অনিরুদ্ধ কোন উপযুক্ত রাজবংশের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া, নিজ বংশ-মর্য্যাদা বাড়াইতে চাহেন। অনেক অন্বেষণের পরে তাঁহার একজন অমাত্য 'বৈশালী'-নগরের রাজকুমারী পঞ্চকল্যাণীর সঙ্গে অনিরুদ্ধের বিবাহের স্থির করিলেন। এই 'বৈশালী', ভারতীয়দের দেশের সুবিখ্যাত নগর বলিয়া কথিত; কিন্তু ইহা উত্তর-ভারতের বৈশালী নয়, ইহা আরাকান রাজ্যের বেথালী বা বৈশালী নগর—আরাকানে উপনিবিষ্ট ভারতীয় রাজবংশের রাজারা রাজত্ব করিতেন, পঞ্চকল্যাণী তাঁহাদের কাহারও

ঘরের কন্যা ছিলেন বলিয়া মনে হয়—তবে আরাকানের হইলেও, রক্তে ও
তিনি ভারতীয় নারী ছিলেন তাহা খুবই সম্ভব। অনিরুদ্ধের অমাত্যের
সঙ্গে খুব ঘটা করিয়া পঞ্চকল্যাণীর পিতা পালকীতে করিয়া পঞ্চকল্যাণীকে
রাজা অনিরুদ্ধের সভায় পাঠাইয়া দিলেন ; সঙ্গে আশীজন দাসী চলিল।
কথিত আছে, দীর্ঘ দিনের পথ ধরিয়া একত্র আসার ফলে, উক্ত অমাত্যের
সহিত রাজকুমারী পঞ্চকল্যাণীর প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা ঘটে, এবং পাছে উভয়ের
প্রণয় ও মিলন রাজার কর্ণগোচর হয় সেই আশঙ্কায়, উক্ত অমাত্য রাজ-
কুমারীর দাসীগণকে নানা দূর গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। যথাকালে
রাজকুমারী অনিরুদ্ধের অন্তঃপুরে নীতা হইলেন, রাজা তাঁহার পাণিগ্রহণ
করিলেন। কিন্তু অমাত্যটী তৎপরে রাজার মনে সন্দেহ উৎপাদন করিয়া
দিলেন যে, উক্ত রাজকুমারী বৈশালীর রাজার কন্যা নহে—বৈশালীর রাজা,
কোনও সাধারণ-গৃহস্থ-কন্যা বা অমাত্য-কন্যাকে নিজ কন্যা বলিয়া পাঠাইয়া
দিয়াছেন। রাজকন্যার সঙ্গে দাস-দাসী নাই দেখিয়া অনিরুদ্ধের মনে এই
সন্দেহ বিশ্বাসে দাঁড়াইল, এবং তিনি রাজকুমারীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাকে
রাজধানী হইতে দূরে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। Chindwin ছিন্দ্-
উইন্ নদীর তীরে একটী নিভৃত পল্লীতে কিছুকাল পরে পঞ্চকল্যাণীর এক
পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। লোকে বলিতে লাগিল, এই শিশুর পিতা রাজা
অনিরুদ্ধ নহেন, তাঁহার অমাত্য, যিনি রাজকন্যাকে পিত্রালয় হইতে সঙ্গে
করিয়া আনেন। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিকথা-রচকদেরও ঐ মত।
শিশুটীকে রাজবাটীতে না পাঠাইয়া, নিভৃতে রাজদৃষ্টি হইতে সুদূরে পালন
করা হইতে লাগিল।

রাজা অনিরুদ্ধ ইতিমধ্যে দৈবজ্ঞদের কাছে শুনিলেন, রাজ-লক্ষণ-যুক্ত
একটী শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ইহাতে তিনি ভীত হইয়া, খ্রীষ্ট-পুরাণোক্ত
রাজা হেরোদ-এর ন্যায়, তিন তিন বার রাজ্যের তাবৎ গর্ভস্থ, স্তনন্ধয় এবং

গোচারণ-ক্ষম শিশু, ইহাদের হত্যার আদেশ দিলেন ; ইহাতে যথাক্রমে সাত হাজার, ছয় হাজার ও পাঁচ হাজার প্রাণ বিনষ্ট হইল। পঞ্চকল্যাণীর পুত্র কিন্তু কোনও ক্রমে বাঁচিয়া গেল ; তাহাতে তাহার নাম দাঁড়াইল 'ক্যন-চচ্-সাঃ' (আধুনিক বর্মী উচ্চারণে Kyan-zit-tha বা চন্-জ্বিৎ-থা), অর্থাৎ 'বাঁচ-খোঁজ-জন', অর্থাৎ কিনা 'যে জন অনুসন্ধান হইতে রক্ষা পাইয়াছে'। শিশু ক্যন-চচ্-সাঃ এক বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় পাইয়া, গোপনে বাল্যকাল ও কৈশোর কাটাইয়া দিল। পরে রাজা অনিরুদ্ধ জানিতে পারিলেন, এই সেই রাজ-লক্ষণ-যুক্ত শিশু—কিন্তু যখন শুনিলেন যে ঐ শিশু তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজা হইবে, তখন তিনি তাহাকে আর প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিলেন না ; বরং কৈশোর অতিক্রম করার পরে তাহাকে নিজ সেনাদলে নিযুক্ত করিলেন।

ক্যন-চচ্সাঃ বা চন্-জ্বিৎ-থা-র ভাগ্য ফিরিল। রাজার সৈন্যগণ-মধ্যে তরুণ সৈনিক ক্যন্-চচ্-সাঃ শীঘ্রই নিজ বীরত্ব প্রকট করিবার সুযোগ পাইলেন। মোন্দিগের রাজা, সধম্ (থাটোন্) বা সদ্ধর্মপুরের অধিপতি মনুহার নিকট রাজা অনিরুদ্ধ বৌদ্ধ-শাস্ত্র চাহিয়া পাঠাইলে, মনুহা যখন তাঁহার দূতগণকে অপমান করিলেন ও গ্রন্থাদি দিলেন না, তখন এই ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া মোন্ এবং বর্মী রাজা, দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল ; সধম (থাটোন্), অর্থাৎ সদ্ধর্মপুর, এবং পুগং বা পগান (ইহার ভারতীয় নাম অরিমর্দনপুর)—এই দুই রাজ্যের মধ্যে জীবন-মরণ সংগ্রাম ঘটিল। অনিরুদ্ধ সৈন্যবল লইয়া দক্ষিণ-দেশে অভিযান করিলেন, এবং মোন্-সেনাকে পরাজিত করিয়া থাটোন্-নগর অবরোধ করিলেন। ক্যন্-চচ্-সাঃ-ও সেনা-মধ্যে ছিলেন। যুদ্ধে অশ্বসাদী বীর ক্যন্-চচ্-সাঃ, সমর-কুশল বীর ঞোঙ্-উঃ-ভীঃ (Nyaung-u-hpi ঞোঙ্-উ-ফী), তাল-বৃক্ষারোহণ-কুশল বীর ঙ-থ্বে-রূ (Nga-htwe-yu ঙা-ঠোয়ে-য়ু), কৃষক-

তনয় বীর ঙ-লুঙ্-লক্-ফয়্ (Nga-lon-let-hpe ঙা-লোন্-লেৎ-ফে), ইহাঁরা চারিজনে, দৈবশক্তিসম্পন্ন চারিটী ঘোড়ার সওয়ার হইয়া, নগর-অবরোধ-কালে অমানুষিক শৌর্য্য দেখান। শেষে থাটোন্-নগরের পতন হইল, মনুহা আত্মসমর্পণ করিলেন ; সোনার শিকলে বাঁধিয়া তাঁহাকে পগানে আনা হইল। সেখানেই তাঁহার বাসের ব্যবস্থা হইল। থাটোন্-নগর ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল—থাটোন্ হইতে পণ্ডিত, ভিক্ষু, পুথি-পত্র, শিল্পী ও নানা দ্রব্য-সম্ভার পগানে আনীত হইল। পগান ইহার পর হইতে উন্নতির চরম অবস্থায় নীত হইল। ১০৫৭ সালে থাটোন্-নগরের সম্পূর্ণ পরাভব ঘটে, এবং ইহার পরেই ১০৫৮ সালে বর্মী-ভাষায় প্রথম অনুশাসন মোন্ লিপিতে উৎকীর্ণ হয়।

ইহার পরে অনিরুদ্ধ আরাকানে ও শান্-রাজ্যে আরও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকেন, এবং ক্যান্-চচ্-সাঃ-ও এই সকল অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। শ্যাম-দেশ হইতে শানেরা আসিয়া মোন্‌দিগদ্বারা অধ্যুষিত পেগু-প্রদেশ আক্রমণ করিয়া, সেখানে লুটপাট ও অন্য উপদ্রব আরম্ভ করে। অনিরুদ্ধ তখন একদল বিশেষ শৌর্য্য-সম্পন্ন ভারতীয় সৈন্যের সহিত ক্যান্-চচ্-সাঃ-কে পাঠাইয়া দেন। ক্যান্-চচ্-সাঃ-র অস্ত্রনৈপুণ্য দেখিয়া পেগুর লোকেরা মুগ্ধ হইয়া যায়, এবং অতি সহজে ক্যান্-চচ্-সাঃ আক্রমনকারী শানদিগকে পরাস্ত করেন ; শানদের নায়কেরা ধৃত হয় ও তাহারা পালাইয়া যায়। পেগুর মোন্ রাজা প্রীত হইয়া, রাজা অনিরুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও বশ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ ভেট পাঠান—স্বর্ণ-পেটিকায় ভগবান বুদ্ধের চারিগাছি কেশ, একটী 'থ্‌ংসে' (বা ছিন্-থে) অর্থাৎ শরভ-মূর্তি, এবং রাজার অন্তঃপুরের জন্য নিজ কন্যা খঙ্-উ (Hkin-u খিন্-উ)। পটাবৃত শিবিকায় রাজকন্যা পেগু হইতে পগানে নীত হন। ক্যান্-চচ-সাঃ-র মাতা পঞ্চকল্যাণী যখন রাজা অনিরুদ্ধের

নিকট আনীত হইতেছিলেন, তখন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। রাজকন্যা খঙ্-উ-র পালকীর পাশে-পাশে ঘোড়ায় চড়িয়া ক্যান-চচ্-সাঃ তাঁহার সঙ্গী ও রক্ষক-রূপে চলিলেন ; এরং এই সান্নিধ্যের ফলে উভয়ে পরস্পরের প্রেমে পড়িলেন। খঙ্-উ পাগানে পঁহুছিবার পরে এই ব্যাপার রাজা অনিরুদ্ধের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ক্যান্-চচ্-সাঃ-র উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন।

রাজা অনিরুদ্ধের পুত্র চো-লূঃ (Saw-lu সও-লূ) ১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে। চো-লূঃ দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতিতে ক্যান্-চচ্-সাঃ-র সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। চোঃ-লূঃ পিতার কোনও গুণ পায় নাই; এবং পিতার অনুষ্ঠিত বিভিন্ন যুদ্ধে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই। তাহার এক ধাত্রী-পুত্র ছিল, তাহার নাম র-মন্-কন্ঃ (Yaman Kan য়ামান্-কান্) এই এক-চক্ষু র-মন্-কন্ঃ ছিল চো-লূঃ-র অন্তরঙ্গ বন্ধু, এবং ইহারই সহিত বৃথা আমোদে চো-লূঃ কালক্ষেপ করিত। চো-লূঃ ও র-মন্-কন্ঃ, ক্যান্-চচ্-সাঃ-র প্রতি বিশেষ ঈর্ষ্যাযুক্ত ছিল।

রাজকন্যা খঙ্-উ ও তরুণ সেনানী ক্যান্-চচ্-সাঃ উভয়ের পরস্পরের মধ্যে প্রণয়ের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ রাজার আদেশে ক্যান্-চচ্-সাঃ-কে হস্তবদ্ধ অবস্থায় রাজসভায় আনা হইল। রাজা অনিরুদ্ধ ক্যান্-চচ্-সাঃ-কে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি হঠাৎ তাঁহার বর্ষা লইয়া ক্যান্-চচ্-সাঃ-র প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ক্যান্-চচ্-সাঃ-র চরম কাল তখনও বহু দূরে—বর্ষা তাঁহার গায়ে লাগিল, কিন্তু দেহের ক্ষতি না করিয়া বর্ষার ফলায় হাতের দড়ি কাটিয়া গেল, তিনি বর্ষা কুড়াইয়া লইয়া সভা হইতে বিদ্যুৎ-বেগে পলায়ন করিলেন। অনিরুদ্ধের জীবৎকালে আর রাজ-সকাশে ফিরিলেন না। তাঁহাকে ধরিবার জন্য রাজার লোকেরা

চারিদিকে খোঁজ আরম্ভ করিয়া দিল ; চো-লূঃ এবং র-মন্-কন্ঃ ও ক্যান্-চচ্-সাঃ-র প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া তাঁহার বন্ধন ও বধের জন্য চেষ্টিত হইল। নানা পাহাড় পর্বত অতিক্রম করিয়া ক্যান্-চচ্-সাঃ সুদূরে পলায়ন করিলেন ; বর্মার লোকেরা ক্যান্-চচ্-সাঃ-র এই পলায়ন ও প্রবাসের কথা লইয়া এখনও নাটক অভিনয় করিয়া থাকে। ক্যান্-চচ্-সাঃ এই সময়ে একবার ঘোড়ার সহিস হইয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি উত্তর-বর্মার চচ্-কুইঙ্ (Sagaing সাগৈঙ্) জেলার দূর পল্লী-অঞ্চলে একটী বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় লাভ করেন। দুপুরের রৌদ্রে পলায়মান যুবক কান্-চচ্-সাঃ বিহারের উদ্যানে লেবু পাড়িয়া খাইয়া, বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রামের জন্য বসিলেন ; সেখানে বিহার-বাসী জনৈক ভিক্ষুর ভ্রাতুষ্পুত্রী, সম্বুলা (Thambula থাম্বুলা) নামে এক তরুণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তখন ঐ বিহারের ভিক্ষুদের আশ্রয়ে, কন্যাটীর পাণিগ্রহণ করিয়া, লোক-চক্ষুর অন্তরালে অনিরুদ্ধের মৃত্যু পর্য্যন্ত পরম আনন্দের সহিত বাস করেন।

অরিমর্দনপুর বা পগান-নগরীর সৌধ-সমৃদ্ধি জগতে অতুলনীয়। অনিরুদ্ধের রাজ্যকাল হইতেই এই নগরে বড়-বড় মন্দির, বিহার ও প্রাসাদ এবং গড় প্রভৃতি তৈয়ারী হইতে থাকে। ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অনিরুদ্ধ বন্য মহিষ শিকার করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

অনিরুদ্ধের পুত্র চো-লূঃ (বা সও-লূ) রাজা হইল। বর্মার প্রাচীন রীতি অনুসারে (বর্মার বাহিরেও বহু দেশে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল), নূতন রাজা, মৃত রাজার অবরোধের রানীদের স্বামীত্ব-পদ লাভ করিত ; রাজকন্যা খঙ্-উ-ও চো-লূঃ-র অন্যতমা স্ত্রীরূপে গৃহীতা হইলেন। চো-লূঃ নিতান্ত অপদার্থ ছিল। একদিন তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু র-মন্-কন্ঃ-এর সঙ্গে সে পাশা খেলিতেছিল। র-মন্-কন্ঃ-এর

জিত হইল, চো-লূঃ হারিয়া গেল ; র-মন্-কন্ঃ তাহাতে বিসদৃশ উল্লাস প্রদর্শন করায়, চো-লূঃ রাগিয়া গিয়া বলিল, “সত্যকার বড় বীরত্ব দেখাইয়া গর্ব করো।” ইহাতে র-মন্-কন্ঃ কিছু কাল পরে, পেগুতে নিজ জায়গীরে গিয়া, মোন্-জাতীয় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, পগান আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে চলিল। বিপদে পড়িয়া চো-লূঃ খোঁজ লইয়া ক্যান্-চচ্-সাঃ-কে ডাকাইয়া আনিল, এবং তাঁহাকে সেনাপতি করিয়া, রমন্-কন্ঃ-এর সঙ্গে লড়িবার জন্য ক্যান্-চচ্-সাঃ-র সহিত দক্ষিণে রওনা হইল। র-মন্-কন্ঃ-এর মোন্ সৈন্যেরা, আধুনিক Thayetmyo থায়েৎম্যো-নগরের দক্ষিণে ইরাবতী-নদীর এক দ্বীপে, পরিখা ও কাঠের গড় করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ক্যান্-চচ্-সাঃ-র পরামর্শ না শুনিয়া চো-লূঃ এই গড় আক্রমণ করিল—ফলে, যুদ্ধে বর্মীরা হারিয়া গেল, এবং চো-লূঃ ধরা পড়িল। ক্যান্-চচ্-সাঃ কোনও ক্রমে প্রাণ লইয়া পলাইলেন, এবং এক রাত্রের মধ্যে ঘোড়ায় চড়িয়া পগানে আসিয়া পঁহুছিলেন। পগানের অমাত্য ও মন্ত্রীরা তাঁহাকেই রাজা করিতে চাওয়ায়, তিনি বলিলেন, “আমাদের রাজা তো চো-লূঃ, তিনি এখনও জীবিত, তাঁহাকে পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে।” ইতিমধ্যে মোনেরা পগান পর্য্যন্ত আসিয়া গেল। ক্যান্-চচ্-সাঃ একদিন রাত্রে পগান হইতে মোন্দের শিবিরে গুপ্তভাবে ও অতর্কিতে আসিলেন, এবং চো-লূঃ-র তাঁবুতে গিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি চো-লূঃ-কে বুঝাইয়া, তাহাকে নিজের পিঠে করিয়া লইয়া কোনও ক্রমে সুপ্ত শত্রুপুরীর মধ্য দিয়া, নৈশ অন্ধকারের আশ্রয়ে চলিয়া আসিতে ছিলেন, কিন্তু মূর্খ চো-লূঃ ভাবিল—এই ক্যান্-চচ্-সাঃ-র প্রতি আমি অত্যাচার করিয়াছি, এ আমাকে বধ করিবার জন্যই লইয়া যাইতেছে ; এর চেয়ে র-মন্-কন্ঃ-কেই বিশ্বাস করা আমার পক্ষে ভাল। এই ভাবিয়া

সে চীৎকার জুড়িয়া দিল—"ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ আমাকে চুরি করিয়া লইয়া পালাইতেছে।" ইহাতে নিদ্রিত মোন্‌ প্রহরীরা জাগিয়া উঠিয়া চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল। বিপদ দেখিয়া, ভীষণ সমস্যায় পড়িয়া ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ চো-লূঃ-কে বলিলেন, "মূর্খ, তবে তুমি মরো—এই নরাধম মোন্‌দের হাতে কুকুরের মত মরো।" এই বলিয়া চো-লূঃ-কে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, প্রাণরক্ষার জন্য ছুটিয়া গিয়া ইরাবতীতে ঝাঁপ দিলেন। গ্রীষ্মকালেও এখানে ইরাবতী প্রায় এক মাইল চওড়া থাকে। শ্রান্ত এবং অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ ইরাবতীতে কূল-কিনারা ঠিক করিতে না পারায়, জলের স্রোতে প্রায় তলাইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নদীগর্ভস্থ একটী দ্বীপে জলচর ম্রচ্‌-থ্বে (Myit-htwe মিট্‌-ঠোয়ে) পাখীর ডাক শুনিলেন; কাছেই স্থল আছে বুঝিয়া, তিনি পাখীর ডাকের আওয়াজ ধরিয়া ঐ দ্বীপে পঁহুছিলেন, এবং একটী জেলে-ডিঙ্গি পাইয়া, নিজে দাঁড় বাহিয়া তাহাতে করিয়া নদীর ওপারে গিয়া উঠিলেন। পগানে ফিরিবার পথ না পাওয়ায় তিনি উত্তর-দেশে গিয়া আশ্রয় লইলেন। ইতিমধ্যে র-মন্‌-কন্‌ঃ হতভাগ্য চো-লূঃ-কে বধ করিল।

চো-লূঃ-র মৃত্যুতে, রাজ্য ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলাতক হইলেও প্রজা ও মন্ত্রীদের মনোনীত ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ-ই ন্যায়তঃ রাজা হইলেন (১০৮৪ খ্রীষ্টাব্দে)। র-মন্‌-কন্‌ঃ পগানের জনতাকে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে আজ্ঞা করিয়া দূত পাঠাইল, কিন্তু পগানের বর্মী অমাত্য ও সাধারণ লোকেরা তাহার কথায় অসম্মত হইয়া বলিল—"একই পল্বলে দুইটী মহিষের স্থান হয় না। আমাদের সঙ্গে কথা কহিবার আগে তুমি ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ-র সঙ্গে বোঝাপড়া করো।" পগান-নগর দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল; সেখানে সুবিধা করিতে না পারিয়া, র-মন্‌-কন্‌ঃ উত্তর-ব্রহ্মের 'অঙ্‌-ব' (বা Ava আভা) নগরের কাছে নূতন গড় বানাইয়া রহিল।

ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; শীঘ্র দলে-দলে সহস্র-সহস্র বর্মী যোদ্ধা তাঁহার পতাকার তলে সমবেত হইল। সমস্ত সৈন্যদল গঠিত করিয়া, ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ তৈয়ারী হইলেন। এই সময়ে ঈঙ্‌-পুপ্পাঃ (Shin Popa শিন পোপা) নামে একজন ভুত-সিদ্ধ পুরোহিত—ইনি খুব সম্ভব অরঞ্‌ বা আর্য়ী-মতের তান্ত্রিক ধর্মগুরু ছিলেন—ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ-র দলে যোগ দিলেন; ইহাতে সেনাদলের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। ঈঙ্‌-পুপ্পাঃ সেনাগণের মধ্যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন, হাতীর মাথায়, ঘোড়ার দাবনায়, সৈন্যদের অস্ত্র-শস্ত্র, ঢাল ও বর্মের উপরে, নানারূপ তান্ত্রিক মন্ত্র ও যন্ত্রের চিত্রাদি আঁকিয়া দিলেন।

যথাকালে যুদ্ধ হইল। ইতিমধ্যে মোনেরা দেশ ছাড়িয়া উত্তর-বর্মায় এতদিন ধরিয়া আর বাস করিতে চাহিতেছিল না—তাহারা ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ-র শৌর্য্যের কথা জানিত, কারণ তিনিই তো পেগু-অঞ্চলে শানদের উপদ্রব হইতে তাহাদের বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন। দুই জায়গায় তাহাদের পরাজয় হইল। তখন, "ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ এইবার আমাদের মাংস খাইবে," এই বলিয়া তাহারা দক্ষিণ দেশে পলাইয়া যাইতে লাগিল। র-মন্‌-কন্‌ঃ-ও যুদ্ধে সুবিধা হইল না দেখিয়া, নৌকা-যোগে ইরাবতী দিয়া পলায়ন করিল। পথে নদীর তীরে একটা গাছের উপরে কোনও অজানা পাখীর আওয়াজ শুনিয়া, নৌকার ঘরের জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া কৌতূহলীর-মন্‌-কন্‌ঃ যেমনি দেখিতে যাইবে, অমনি কোথা হইতে একটী বাণ আসিয়া তাহার চোখ বিঁধিয়া ফেলিল, বাণের ঘায়ে তখনই র-মন্‌-কন্‌ঃ-এর মৃত্যু হইল। ক্যন্‌-চচ্‌-সাঃ-র বিখ্যাত তীরন্দাজ সেনানী ঙ-চঙ্‌-কু (Nga Singu ঙা-সিঙ্গু) গাছের উপরে চড়িয়া লুকাইয়া ঐরূপ আওয়াজ করে, এবং

র-মন্-কন্ঃ-এর মাথা সন্ধান করিয়া তাহার অব্যর্থ বাণ নিক্ষেপ করে।

র-মন্-কন্ঃ-কে উপলক্ষ্য করিয়া পগানের বর্মী রাজশক্তির বিরুদ্ধে দক্ষিণ-ব্রহ্মের মোনেরা যে বিদ্রোহ করিয়াছিল, এইরূপে তাহার অবসান হইল। ক্যন্-চচ্-সাঃ পগানের রাজা এবং প্রায় সমগ্র ব্রহ্মদেশের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন। যথাবিধি ব্রাহ্মণ পুরোহিত আনাইয়া, তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইল; অনিরুদ্ধের সময়ে যে বৌদ্ধ ধর্মগুরু বর্মী ও ব্রহ্মদেশীয় অন্য জাতিগণের প্রধান ধর্মগুরু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন, সেই আচার্য্য ৺র্হন্-অরহং (শিন্-আয়াহান্) স্বয়ং হাতে ধরিয়া ক্যন্-চচ্-সাঃ-কে সিংহাসনে বসাইলেন। রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার পরে, তাঁহার বর্মী নাম বা উপনাম ক্যন্-চচ্-সাঃ-র পরিবর্তে, শাস্ত্রানুমোদিত ও সংস্কৃত বৌদ্ধ নাম হইল—'ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ' (পালিতে 'তিভুবনাদিচ্চ-ধম্মরাজ'); ক্যন্-চচ্-সাঃ-র অনুশাসনাবলীতে (সবগুলিই মোন্ ভাষায় লিখিত) কেবল এই নামই পাওয়া যায়।

যখন ক্যন্-চচ্-সাঃ রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন, তখন পগানে তাঁহার এই কয়জন রাণী ছিলেন—(১) অ-পয়্-রতনা (A-be-yadana আবে-য়াডানা)—প্রথম যৌবনে ইহাঁকে তিনি বিবাহ করেন; ইহাঁর গর্ভে একটী কন্যা হয়, কন্যার নাম হ্বে-ইন্-সঞ্ (Shwe-ein-thi শোয়ে-এইন্-দী); (২) খঙ্-তন্ঃ (Hkin-dan খিন্-দান্), ক্যন্-চচ্-সাঃ-র জনৈক সেনাপতির কন্যা; (৩) খঙ্-উ (Hkin-u খিন্-উ), পেগুর মোন্ রাজার কন্যা; ক্যন্-চচ্-সাঃ ইহারই রক্ষক হইয়া রাজা অনিরুদ্ধের সহিত বিবাহের জন্য ইহাঁকে পেগু হইতে পগানে আনয়ন করেন; ইহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে; খঙ্-উ এইরূপে পর পর তিন জন রাজার রানী হইলেন। এতদ্ভিন্ন ক্যন্-চচ্-সাঃ-র (৪) সম্ভূলা-

নাম্নী আর এক স্ত্রী ছিলেন, তাঁহার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে; তখন সম্ভূলা রাজসভায় আগমন করেন নাই; পরবর্তী কালে 'রাজকুমার' (Yaza-kumaya) নামে যিনি পরিচিত হন, সেই নিজ পুত্রের সঙ্গে তখন তিনি দূরে বাস করিতেছিলেন। (৫) ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজ পরে দক্ষিণ-ভারত হইতে আগত চোল বা তমিল জাতীয় একজন রাজপুরুষের কন্যাকে বিবাহ করেন।

ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজ নিজ রাজধানী অরিমর্দনপুর বা পুগং (পগান্) নগরী নানা হর্ম্যাবলী দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। পগান-অঞ্চলে পাথর সুলভ নয়, সেইজন্য এই স্থানের প্রায় তাবৎ মন্দির এবং প্রাসাদ ইষ্টক-নির্মিত। ক্যন্-চচ্-সাঃ নিজের জন্য বিরাট্ এক রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। তিনি পগানে ও তৎসন্নিকটে কতকগুলি বৌদ্ধ মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজের সবচেয়ে বিরাট্ পূর্তবিষয়ক কীর্ত্তি হইতেছে, পগানের সুবিখ্যাত 'আনন্দ-চৈত্য'। ইহা ব্রহ্মদেশের সব-চেয়ে সুন্দর ও সব-চেয়ে বিরাট্ মন্দির; এবং বৃহত্তর ভারতের, এশিয়া-খণ্ডের, তথা সমগ্র জগতের সুবিখ্যাত ও সর্বশ্রেষ্ঠ দেবায়তনগুলির মধ্যে, এই 'আনন্দ-চৈত্য' অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত হইবার যোগ্য।

১০৯০ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দ-চৈত্য উৎসর্গীকৃত হয়। ভারত হইতে আগত আট জন ভিক্ষুর পরামর্শ মত এই চৈত্যের পরিকল্পনা হয়। পগানে শত শত মন্দির আছে, তন্মধ্যে আনন্দ-চৈত্যই সর্ব-শ্রেষ্ঠ; কি বিশালত্বে, কি সৌন্দর্য্যে, কি গঠন-নৈপুণ্যে, কি শিল্পময় খোদিত চিত্রে, এই মন্দিরটী লক্ষণীয়। আনন্দ-চৈত্য সম্বন্ধে একখানি বড় বই লেখা যাইতে পারে। সাদা চুন-কাম করা, ইটের বিরাট মন্দিরটী; থরে থরে মন্দিরের বিভিন্ন ভূমির উর্ধ্বে ব্রাহ্মণ্য দেব-মন্দিরের চূড়ার

মত, সুন্দর তনিম-যুক্ত চূড়াটী উঠিয়াছে ; এই চূড়া সোনার পাতে মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ; রৌদ্রের মধ্যে উজ্জ্বল সাদা রঙ্গের মন্দিরকে উদ্ভাসিত করিয়া সোণার চূড়াটী ঝক্‌মক্ করিতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে চারিটী বেদি—চারিদিকের চারি তোরণের সামনা-সামনি চারি বেদিতে চারিটী বিরাট্ বুদ্ধমূর্তি আছে ; ইঁহারা ভদ্রকল্প যুগের চারি বুদ্ধ ; উত্তরে ককুসন্ধ বা ক্রকুচ্ছন্দাঃ, পূর্বে কোণাগমন বা কনকমুনি, দক্ষিণে কস্সপ বা কাশ্যপ, এবং পশ্চিমে গোতম বা গৌতম। মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি চংক্রম-পথ লক্ষণীয়—চতুষ্কোণ মন্দিরের ভিতরে সমান্তরালে এই সব চংক্রম-পথ আছে ; বিরাট্ স্তূপাকার মন্দিরের ভিতরে আলো-আঁধারের মধ্যে এই সব চংক্রম-পথকে গিরি-মধ্যস্থ সুড়ঙ্গ বা গুহা-পথ বলিয়া ভ্রম হয়। এই সব সুড়ঙ্গাকার পথের পার্শ্বে, কুলুঙ্গীর মধ্যে, বুদ্ধদেবের জীবনীর ঘটনার খোদিত চিত্রময় প্রস্তর-ফলক আছে—এগুলি সংখ্যায় প্রায় বাটটী হইবে। এই প্রস্তর-ফলকগুলির রূপকর্ম বা শিল্পকার্য্য, ভারত হইতে আনীত ভাস্কর ও তাহাদের মোন্, প্যু ও বর্মী শিষ্যদের শিল্প-সৃষ্টির মনোহর নিদর্শন রূপে বিদ্যমান ; বৃহত্তর ভারতের তথা ভারতবর্ষের শিল্পেতিহাসে এগুলি অমূল্য বস্তু। কতকগুলি ফলক সম্পূর্ণ-রূপে ভারতের, তখনকার দিনের গৌড়-মগধের শিল্পীদের কৃতি ; কতকগুলিতে আবার ভারতীয় শিক্ষকের হাতের সঙ্গে-সঙ্গে, স্থানীয় ব্রহ্মদেশীয় শিল্পীদের হাত পড়িয়াছে দেখা যায় ; আবার কতকগুলি কেবল ব্রহ্মদেশের শিল্পীদের কার্য্য। মন্দিরের বাহিরে, সারা প্রাচীর-গাত্র জুড়িয়া, বিভিন্ন স্তরে প্রায় ১৫০০ পোড়া-মাটির ফলক-চিত্র আছে—এগুলি মুখ্যতঃ ব্রহ্মদেশীয় শিল্পীদের কৃতিত্ব ; এগুলিতে বৌদ্ধ জাতকের কয়েকটী উপাখ্যান চিত্রিত ; প্রত্যেক চিত্র-ফলকের চিত্রের তলায় মোন্-ভাষায় চিত্রের বিষয় কি, তাহা লেখা আছে। এই পোড়া-

মাটির চিত্রগুলিও, ব্রহ্মদেশ তথা সমগ্র বৃহত্তর ভারতের শিল্পের এক অপূর্ব সম্পদ্। চোখে না দেখিয়া আসিলে এই মহনীয় ধর্মায়তনের সৌন্দর্য্য ও গৌরব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, কেবল ছবি দেখিয়া ও বর্ণনা শুনিয়া উপলব্ধি করা অসম্ভব।

এমনি করিয়া ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজ ক্যন্-চচ্-সাঃ তাঁহার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই মন্দির গড়িয়া তুলেন। এই মন্দিরের মধ্যে পশ্চিমের বেদির সমুখের পথে, বিরাট্ বুদ্ধ-মূর্তির পাদদেশে, মানবাকারের দুইটী নতজানু প্রস্তর-মূর্তি বিদ্যমান ; একটী মুকুট মাথার বল-দৃপ্ত মহান্ রাজাধিরাজ ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজ ক্যন-চচ্-সাঃ-র, আর অন্যটী নগ্নশির বিনয়াবনত ধর্মগুরু র্ইন্-অরহং-এর—রাজা ও সন্ন্যাসী, উভয়েই হাত জোড় করিয়া বুদ্ধের আরাধনায় নিযুক্ত। ব্রহ্মদেশে এই দুইটীই ঐতিহাসিক ব্যক্তির একমাত্র প্রস্তর-মূর্তি। রাজা ও সন্ন্যাসী উভয়েরই ব্যক্তিত্ব এই দুই মূর্তিতে অতি চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে ; ক্যন্-চচ্-সাঃ-র মূর্তিতে সম্রাটের গৌরবময় চরিত্রের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ক্যন্-চচ্-সাঃ-র প্রতিকৃতিতে উন্নত নাসা ও সুদৃঢ় চিবুক হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার দেহে ভারতীয় (খুব সম্ভব আর্য্য ক্ষত্রিয়) রক্ত প্রবাহিত ছিল—তাঁহার মাতা আরাকানের কোনও ভারতীয় রাজবংশের কন্যা ছিলেন, একথা স্মরণ করিতে হইবে।

খুব ঘটা করিয়া ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজ এই বুদ্ধ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠা-উৎসবের একটী সুন্দর বর্ণনা মোন্-ভাষায় লিখিত তাঁহার নিজেরই এক শিলা-লেখে পাওয়া যায়। সমবেত ভিক্ষু ও প্রজাদের মিছিলের সঙ্গে, রাজা শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিয়া মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করেন।

এই ধর্মমন্দির প্রস্তুত সম্পর্কে তখনকার যুগোপযোগী দুইটী নিষ্ঠুর কথা শোনা যায়। প্রথম—মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন সময়ে একটী শিশুকে জীবন্ত সমাহিত করা হয়; আনন্দ-চৈত্যের সেবায়তেরা এখনও যে জায়গায় শিশুর মাতা কাঁদিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়াছিল সেই জায়গা দেখাইয়া থাকে। দ্বিতীয়—পাছে ভবিষ্যতে আনন্দ-চৈত্য অপেক্ষা সুন্দরতর ও বৃহত্তর মন্দির অন্য কাহারও অনুমতি অনুসারে তৈয়ারী করিয়া দেয় এই আশঙ্কায়, ক্যন্-চচ্-সাঃ নাকি মন্দিরের পরিকল্পক ও প্রস্তুত-কারক শিল্পীকে বধ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় উপাখ্যান সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আনন্দ-চৈত্য ছাড়া, কন্-চচ্-সাঃ আরও কতকগুলি মন্দির প্রস্তুত করান। এগুলি তাঁহার জীবনের নানা ঘটনার স্মারক-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়; তন্মধ্যে দুই-একটী তাঁহার মাতার স্মারক। রাজা অনিরুদ্ধের অসমাপ্ত শ্বে-চঞ্ঃ-খুং (Shwe-zi-gon শোয়ে-জ্বি-গোন্) চৈত্যকে সম্পূর্ণ করেন। এইরূপ বহু বহু ধার্মিক পূর্ত বিষয়ক অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি নিজের রাজত্ব সার্থক করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মের সেবক, এবং রাজসভার কার্য্যে ও জীবনে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুষ্ঠাতা হইলেও, ক্যন্-চচ্-সাঃ স্বজাতীয় বর্মীদের প্রাচীন ধর্ম—দেবতা ও উপদেবতা পূজা—বর্জন করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে পুপ্পা পর্বতের দুই 'নাৎ' বা দেবতা, ঙ-তঙ্ঃ-তয় (Nga-tin-de ঙা-টিন্-ডে) ও তাঁহার ভগিনী শ্বে-ম্যক্-হ্না (Shwe-myit-hna শোয়ে-ম্যিৎ-হ্না), তাঁহাকে সর্বদাই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; এই দেবতারাই পাখীর ডাক শুনাইয়া তাঁহাকে ইরাবতী-নদীতে বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন, রাজা অনিরুদ্ধের বর্শার আঘাত হইতেও তাঁহাকে রক্ষা করিয়া ছিলেন।

ক্যন্-চচ্-সাঃ-র একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মে। পুত্রটী তাহার মাতার সহিত দূরে বাস করিত—ইহাদের কথা তিনি এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলেন; তিনি রাজা হইবার পরে, বহুকাল ধরিয়া সম্ভূলা ও তৎপুত্র রাজকুমার তাঁহার নিকটে আসেন নাই। ক্যন্-চচ্-সাঃ রাজা হইবার পরে, মৃত রাজা চো-লূঃ-র একমাত্র পুত্র চো-য্ন্ম্ বা চো-য্ন্ন্ (Saw-yun সও-য়ুন্)-এর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। রাজ্যের দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যে ক্যন্-চচ্-সাঃ-র এক দৌহিত্র ভূমিষ্ঠ হয়; তাহাতে রাজা আনন্দে অধীর হইয়া ঐ শিশুকেই নিজ উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রজাগণ-সমক্ষে স্বীকার করিয়া লন। ঐ শিশু পরে অ-লোঙঃ-চঞ্-সূঃ (A-laung-si-thu আ-লৌঙ্-সি-দূ) নামে রাজা হয় (১১১২-১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে)।

রাজা দৌহিত্রকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন, রাজ্যলাভের দ্বিতীয় বর্ষে। ইতিমধ্যে তাঁহার অন্যতমা পত্নী সম্ভূলা একমাত্র পুত্র রাজকুমারকে লইয়া তাঁহার সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সমাদরের সহিত সম্ভূলাকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাকে বিশেষ সম্মান-সূচক পদবীতে ভূষিত করিলেন—উঃ-ছোক্-পন্ঃ (U-hsauk-pan উ-স্হৌক্-পান্) ত্রিলোকাবটংসকা। একমাত্র পুত্র রাজকুমারকে কিন্তু যুবরাজ করিলেন না; কারণ ইতিপূর্বেই দৌহিত্রকে যুবরাজের অধিকার বা মর্য্যাদা দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে ভূ-সম্পত্তি দিয়া, সামন্ত রাজগণের অন্যতম করিয়া দিলেন। ক্যন্-চচ্-সাঃ-র পিতৃত্ব লইয়া সন্দেহ থাকায় প্রজাদের মধ্যে অনিরুদ্ধের প্রপৌত্রের অধিকার ক্যন্-চচ্-সাঃ-র পুত্রের অপেক্ষা অধিকতর বলবৎ বিবেচিত হওয়াই সম্ভব; হয় তো এই কারণেই ক্যন্-চচ্-সাঃ পুত্রকে তাঁহার প্রাপ্য যৌবরাজ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হন।

এই রাজকুমার কিন্তু ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ১১১২ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বৃদ্ধ বয়সে, ক্যন্-চচ্-সাঃ অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে সন্তূলার মৃত্যু হইয়াছে। তখন তাঁহার পুত্র রাজকুমার, খুব সম্ভব পিতার কুশল কামনায়, ম্র-চেতি (Myazedi) মন্দিরে একটী স্বর্ণময় বুদ্ধ-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠার কথা তিনি দুইটী চতুষ্কোণ প্রস্তর-স্তম্ভে খোদিত করিয়া রাখেন। প্রত্যেক স্তম্ভটীর চারিদিকের এক-এক দিকে, পালি, মোন্, প্যু ও বর্মী, এই চারি ভাষার একটী করিয়া ভাষায় সব কথা লিপিবদ্ধ করেন। এই দুইটী স্তম্ভের মোন্, প্যু ও বর্মী অনুশাসনগুলি ব্রহ্মদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি আলোচনার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী, এবং এই অনুশাসন হইতে ক্যন্-চচ্-সাঃ-র জীবনের প্রধান প্রধান দুইটী তারিখ ও কতকগুলি ঘটনার কথা জানা যায়।

এইরূপে ২৮ বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়া, ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজ ক্যন্-চচ্-সাঃ, যিনি একাধারে ব্রহ্ম দেশের অশোক, 'বিক্রমাদিত্য'ও আকবর ছিলেন, এবং ব্রহ্মের ইতিহাসের সমস্ত শৌর্য্য ও রোমান্স যাঁহাতে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল, যিনি ব্রহ্মদেশকে নানা বিষয়ে নূতন জিনিস এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিত্বের গৌরব দান করিয়া ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তিনি ১১২ খ্রীষ্টাব্দে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করেন। তাঁহার সময়ের ব্রহ্মদেশের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মোন্-ভাষায় লিখিত শিলালেখ-সমূহে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাঁহার গৌরব-বৃদ্ধির প্রয়াস করেন; এই বিষ্ণু ব্রাহ্মণ্য-চিন্তায় পরিকল্পিত জগৎ-পরিপালক ভগবান্ বিষ্ণু নহেন, বৌদ্ধ মতে ইঁহাকে বুদ্ধদেবের সামসময়িক বিষ্ণু নামে এক ঋষি বলিয়া কল্পনা হইয়াছে। এই রাজাকে ব্রহ্মদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের চেয়ে গৌরবময় রাজা বলা

যায়। ইহাঁর ইতিবৃত্ত ও চরিত্র এবং ইহাঁর ব্যক্তিত্ব, তথা ইহাঁর সময়ের ব্রহ্মদেশের সংস্কৃতি, বিশেষ সূক্ষ্মতার সহিত আলোচিত হইবার যোগ্য॥

এই প্রবন্ধ নিম্নলিখিত পুস্তক অবলম্বনে লিখিত :—G. E. Harvey, History of Burma, Longmans Green & Co., Ltd. 1925, পৃঃ ১৮—৪৪; G. E. Harvey রচিত ছোট স্কুলপাঠ্য ইতিহাস, Outline of Burmese History, Longmans Green & Co., Ltd., 1929, ও উক্ত Outline-এর বর্মী ভাষায় অনুবাদ (বর্মী নামগুলির যথাযথ বানানের জন্য)। এতদ্ভিন্ন ক্যন্-চচ্-সাঃ-র কীর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচ্য—Epigraphia Birmanica, Vol. I, Parts I & II, 1919-1920 (কান্-চচ্-সাঃ ও তৎপুত্রের অনুশাসনাবলী), Vol. II, Parts I & II, 1921 (আনন্দ-চৈত্যের পোড়া-মাটির চিত্র-ফলকও তদন্তর্গত মোন্ লিপির আলোচনা); এবং Annual Report for 1913-1914 of the Archæological Survey of India, পৃঃ ৬৩-৯৭—Charles Duroiselle রচিত the Stone Sculptures in the Ananda Pagoda at Pagan। অনিরুদ্ধ ও কান্-চচ্-সাঃ সম্বন্ধে প্রচীন কাহিনী ও ইতিকথা, বর্মী-ভাষায় সংকলিত ইতিহাস মধ্যে পাওয়া যায়; 'হ্মন্-নন্ রাজবংশ' (Hmannan Yazawin)—১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত—এই প্রকার 'ইতিহাস' মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই-সব ইতিহাস, পুরাণ-কথার মত অতিরঞ্জিত; এগুলির আখ্যায়িকা-সমূহ কিছুটা সত্য, কিন্তু রোমান্সের খনি; অনিরুদ্ধ ও ক্যন্-চচ্-সাঃ-র এবং অন্য প্রাচীন বর্মী রাজাদের সম্বন্ধে প্রচলিত উপাখ্যানাবলীর মুখ্য আধার এই সব 'ইতিহাস' বই।

য়োরুবা-জাতির সংস্কৃতি ও ধর্ম

১৯১৯ সালে ছাত্র-রূপে গুরুকুল-বাস করিবার জন্য লণ্ডনে উপস্থিত হই। বাসা ঠিক করিয়া লইয়া বসিবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রথমেই লণ্ডনের সুবিখ্যাত সংগ্রহ-শালা ব্রিটিশ-মিউজিয়ম দেখিতে যাই। এই অপূর্ব সংগ্রহের মধ্যে, অপ্রত্যাশিত ভাবে একটী অনপেক্ষিত বস্তু-সম্ভারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে—পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের শিল্প। আর পাঁচ-জনের মত আমিও ভাবিতাম, আফ্রিকার নিগ্রোরা জঙ্গলী বর্বর জাতি, তাহাদের মধ্যে সভ্য জাতির মত উচ্চ অঙ্গের চিন্তা ও ধর্ম এবং সভ্যতা ও শিল্প কিছুই নাই। কিন্তু পশ্চিম-আফ্রিকার Nigeria নাইগিরিয়া-দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের Benin বেনিন্-জনপদের নিগ্রোদের কৃতি, চারি-পাঁচ শত বৎসরের পূর্বেকার তৈয়ারী ধাতু-শিল্প—ব্রঞ্জের নৃমুণ্ড, মূর্তি ও মূর্তি-সমূহ, ব্রঞ্জের পাটায় ঢালা ও খোদিত মানব ও পশু-পক্ষীর চিত্র, এবং হাতী-দাঁতের মূর্তি ও অন্য কারুশিল্প—এ-সব দেখিয়া, চোখ খুলিয়া গেল, একটা নূতন রাজ্যে যেন আমি প্রবেশ করিলাম। আফ্রিকার সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম-আফ্রিকার সম্বন্ধে, কৌতূহল জাগরিত হইল; হাতের কাছে—ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে ও অন্যত্র—এ বিষয়ে যাহা পাইলাম, পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে আফ্রিকার নানা আদিম জাতি ও তাহাদের ধর্ম, সভ্যতা ও শিল্প সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে সমর্থ হইলাম। দেখিলাম, রসগ্রাহী ইউরোপীয় শিল্পী এবং কলাবিৎ পণ্ডিতের চোখে আফ্রিকার আদিম-প্রকৃতিক শিল্প-চেষ্টার সার্থকতা এবং সৌন্দর্য্য ধরা দিয়াছে। আফ্রিকার বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে তাহাদের জীবনকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম, সভ্যতা ও শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সত্য, শিব ও সুন্দরের যে লক্ষণীয় প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহা বিশ্ব-মানবের দ্বারা গ্রহণ-যোগ্য।

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও, আফ্রিকার আদিম জাতির লোকেরা যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে, অন্য পাঁচটী জাতির সভ্যতায় যেমন, তেমনি ইহাতেও লজ্জা ও ঘৃণার জিনিস কিছু-কিছু থাকিলেও, গৌরব ও আদরের বস্তুও যথেষ্ট আছে। সব-চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, আফ্রিকার আদিম জাতির লোকেদেরও এ বিষয়ে চোখ ফুটিতেছে; তাহারা এখন সব বিষয়ে নিজেদের পশ্চাৎপদ, অসহায় ও ইউরোপের প্রসাদ-পুষ্ট বলিয়া মনে করিতে চাহিতেছে না। অবশ্য, ইউরোপের হৃদয়বান্ উদার-প্রকৃতিক সত্য-কাম মনের প্রভাবেই তাহাদের চোখের পটী খুলিয়া যাইতেছে—ইউরোপের মিশনারিদের দ্বারা আনীত খ্রীষ্টানী সভ্যতা এবং ইউরোপের যন্ত্র-শক্তির প্রভুত্বের মোহ কাটাইয়া, এখন দরদের সঙ্গে, অন্তর্মুখী দৃষ্টির সঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতির বিচার করিয়া দেখিতে শিখিতেছে—সব বিষয়ে (এমন কি নিজেদের দেশোপযোগী জীবন-যাত্রা সম্বন্ধেও) তাহাদের যে দীনতা-বোধ, যে হীনতার ভাব ছিল, তাহা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে তাহারা সমর্থ হইতেছে। ইহা কেবল আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের পক্ষে নহে, সমগ্র মানব-জাতির পক্ষে একটী আনন্দের সংবাদ।

১৯১৯ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত ইংলাণ্ডে অবস্থান করি, তখন আফ্রিকার শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হই। ঐ দুই বৎসরের মধ্যে পশ্চিম-আফ্রিকার নাইগিরিয়া-দেশের Lagos লেগস্-শহরের কতকগুলি ইংলাণ্ড-প্রবাসী নিগ্রো ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়, তাহাতে একটু অন্তরঙ্গ ভাবে এই অঞ্চলের নিগ্রোদের আচার-ব্যবহার ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধে কতকটা ওয়াকিফ-হাল হইতে পারি—এই পরিচয়ের ফলে ইঁহাদের সম্বন্ধে মনে বিশেষ একটা শ্রদ্ধার ভাব উৎপন্ন হয়। সমগ্র আফ্রিকায় মোটের উপরে সাতটী বিভিন্ন ও বিশিষ্ট জাতির

লোক বাস করে। ইহারা হইতেছে, [১] Semitic শেমীয়, [২] Hamitic হামীয়, [৩] Bushman বুশ্‌মান, [৪] Hottentot হটেণ্টট, [৫] Bantu বাণ্টু-নিগ্রো, [৬] বিশুদ্ধ-নিগ্রো, ও [৭] Pygmy বামন-নিগ্রো। এই কয় জাতির মধ্যে, [১] শেমীয় ও [২] হামীয় জাতিদ্বয় ভাষায় ও সম্ভবতঃ রক্তে পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত। হামীয় জাতি আফ্রিকার সমগ্র উত্তর-খণ্ডে প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে—মিসরের সুসভ্য প্রাচীন অধিবাসীরা হামীয় ছিল। আলজিয়র্স্‌, ত্যুনিস ও মোরোক্কোর Berber বের্বের জাতির লোকেরা, সাহারা মরুর Tuareg তুআরেগ জাতি, পূর্ব-আফ্রিকার Somali ও Galla সোমালি ও গাল্লা জাতি —ইহারাও হামীয়। হামীয়েরা শ্বেতকায় মানবের শ্রেণীতে পড়ে। আরব-দেশ, পালেস্তীন ও সিরিয়া এবং বাবিলন ও আসিরিয়া, শেমীয়দের দেশ। পালেস্তীন ও সিরিয়া এবং পরে আরব হইতে শেমীয় জাতির লোকেরা উত্তর- ও মধ্য-আফ্রিকায় গিয়া নিজেদের জ্ঞাতি হামীয়দের মধ্যে উপনিবিষ্ট হয়, এবং হামীয়দিগকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে; বিশেষতঃ মুসলমান আরবেরা তো মুসলমান ধর্ম ও আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠা করিয়া, মিসর হইতে মোরোক্কো পর্যন্ত সমগ্র হামীয় দেশকে নূতন আরব-দেশ বানাইয়া তুলিয়াছে। আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোদের সঙ্গে, জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতিতে, শ্বেতকায় সুসভ্য শেমীয়-হামীয়দের কোনও সম্পর্ক নাই। আমি এই শেমীয় ও হামীয়দের কথা বলিব না। হামীয়দের সঙ্গে দক্ষিণ-সাহারায়—পশ্চিম-সুদানে—বিশুদ্ধ নিগ্রোদের মিশ্রণের ফলে, Hausa হাউসা, Fulani, Fulbe বা Peul ফুলানি, ফুল্‌বে বা প্যল্‌ প্রভৃতি কতকগুলি সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে; তাহাদের কথাও বলিব না। [৩] বুশ্‌মান ও [৪] হটেণ্টট্‌ জাতির লোকেরা, হামীয় ও শেমীয়দের মত, পরস্পরের জ্ঞাতি; ইহারা দক্ষিণ-আফ্রিকায় বাস করে, ইহাদের সভ্যতা অতি নিম্ন স্তরের; ইহাদের কথাও উপস্থিত প্রবন্ধে আলোচ্য নহে নহে। [৭] বামন-জাতীয় লোকেরা এক প্রকার খর্বকায় নিগ্রো, ইহাদের সভ্যতা বলিতে কিছুই নাই, জাতিতে ও সংস্কৃতিতে ইহারা বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব মানবের মধ্যে সব-চেয়ে নীচু অবস্থায় বিদ্যমান; Congo কঙ্গো-দেশের ঘন জঙ্গলের মধ্যে ইহাদের কিছু-কিছু পাওয়া যায়; ইহা অন্য নিগ্রোদের থেকে পৃথক্‌ জাতি। খাস নিগ্রো বা কাফরী জাতি দুইটী বড় শ্রেণীতে পড়ে—মধ্য- ও দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিবাসী বাণ্টু-নিগ্রো, এবং পশ্চিম-আফ্রিকা ও উত্তর-মধ্য-আফ্রিকার অধিবাসী শুদ্ধ-নিগ্রো। আকৃতিতে, প্রকৃতিতে এবং সংস্কৃতিতে ইহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল থাকিলেও, ভাষায়, এবং সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে ইহাদের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়। পশ্চিম-আফ্রিকার শুদ্ধ-নিগ্রোরাই আফ্রিকার নিগ্রো-জগতের সব চেয়ে বিশিষ্ট প্রতিনিধি। এই শুদ্ধ-নিগ্রোরা আবার ভাষা হিসাবে অনেকগুলি উপজাতিতে পড়ে। পশ্চিম-আফ্রিকার শুদ্ধ-নিগ্রো উপজাতি-সমূহের মধ্যে এই কয়টী প্রধান—নাইগিরিয়ার Nupe নূপে, Ibo ইবো ও Yoruba য়োরুবা; Gold Coast বা 'স্বর্ণোপকূল' অঞ্চলের Chi বা Twi চী বা ত্বী জাতি —এই জাতির অন্তর্গত Ashanti আশান্টি বা Fanti ফান্টি, Ewhe এহ্বে প্রভৃতি কতকগুলি উপজাতি; এবং ফরাসীদের অধিকৃত পশ্চিম-আফ্রিকায় Baule বাউলে, Mandingo মান্দিঙ্গো, Mossi মোস্‌সি, Songoi সোঙ্গোই, Senufo সেনুফো, Wolof উওলোফ্‌ প্রভৃতি কতকগুলি উপজাতি। Yoruba য়োরুবা এবং Ashanti আশান্টি জাতির লোকেরা দৈহিক শক্তিতে, বুদ্ধিতে ও কর্ম-চেষ্টায়, সমগ্র পশ্চিম-

আফ্রিকার নিগ্রোদের অগ্রণী ; ইহারা, এবং পূর্ব-আফ্রিকার Uganda উগাণ্ডা অঞ্চলের বাণ্টু-নিগ্রো-জাতীয় Baganda বাগাণ্ডারা, আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো জাতির মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত,—বিদ্যা, বুদ্ধি ও সংহতি-শক্তিতে ইউরোপীয়দের সঙ্গেও পাল্লা দিতে ইহারাই সমর্থ হইয়াছে।

যে নিগ্রো ভদ্রলোকগুলির সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তাঁহারা সকলেই য়োরুবা জাতির। (একটা কথা জানাইয়া রাখি ; ইংরেজী-শিক্ষিত নিগ্রোরা নিজেদের Black Man 'কালো মানুষ' বলিয়া উল্লেখ করিতে লজ্জা পান না ; কিন্তু 'নিগ্রো' Negro শব্দের বিকৃত রূপ Nigger 'নিগার' ইংরেজীতে গালি-ব্যঞ্জক হওয়ায়, ইঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে Negro 'নিগ্রো' শব্দ আর ব্যবহার করিতে চাহেন না,—যদিও এই শব্দগুলির মুল হইতেছে লাতীন ভাষার Niger 'নিগের্' শব্দ, যাহার অর্থ 'কালো' অথবা 'কালো মানুষ ;'—African 'আফ্রিকান' শব্দই ইঁহারা এখন পছন্দ করেন, এবং সহানুভূতি-সম্পন্ন ইউরোপীয়গণও African শব্দই আজকাল ব্যবহার করিয়া থাকেন।) ইঁহাদের কাছে শুনিলাম যে, নাইগিরিয়া দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ য়োরুবাদের দ্বারা অধ্যুষিত। য়োরুবারা সংখ্যায় ৩০ লাখের উপর। ইহাদের মধ্যে ১০ লাখ খ্রীষ্টান, ১০ লাখ মুসলমান, ও ১০ লাখ Pagan অর্থাৎ তাহাদের পুরাতন স্বভাবজ ধর্ম পালন করিয়া থাকে। ধর্মের জন্য ইহাদের আত্ম-কলহ নাই। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মদ্বয় দ্বারা আক্রান্ত হইলেও, য়োরুবা-ধর্ম এখনও বেশ জোরের সঙ্গে চলিতেছে। এই ধর্মের দেবতারা সাধারণ মন্দিরে ও তীর্থে এবং গৃহস্থের গৃহে যথারীতি পূজা পাইয়া আসিতেছেন। য়োরুবারা চাষ-বাস করে, যে অঞ্চলে ইহারা বাস করে সে অঞ্চলটা খুব বন-বসতি ; নিজের জমিতে নারিকেল, তাল-

জাতীয় এক রকম গাছের বীজের তেল, চীনা-বাদাম, কোকো, তুলা, মেহগনী কাঠ, এই-সব উৎপন্ন করিয়া ও রপ্তানী করিয়া এখানকার চাষী এবং ছোট জমীদারেরা বেশ সমৃদ্ধ। য়োরুবা-দেশে দেশে অনেকগুলি বেশ বড়-বড় শহর আছে, যেমন Lagos লেগস্ (দেড় লাখের উপর অধিবাসী), Ibadan ইবাদাঁ (প্রায় আড়াই লাখ অধিবাসী), Ogbemosho ওগ্বেমোশো (নব্বই হাজার), Ilorin ইরোরি (পঁচাশী হাজার), Abeokuta আবেওকুটা ও Iwo ইউও (প্রত্যেকটী পঞ্চান্ন হাজার করিয়া) : এ ছাড়া, পঞ্চাশ বা তিরিশ হাজার লোকের বাস, এমন অন্য শহরও কতকগুলি আছে। এই-সব শহরে ইহাদের রাজা আছে, প্রাচীন পদ্ধতিতে নিজেরাই শহরের সব কাজ চালায়—আধুনিক, ইউরোপীয় রীতি কার্য্যকর মনে করিলে গ্রহণেও বাধা নাই। Ife ইফে-শহর ইহাদের ধর্মের কেন্দ্র। য়োরুবা দেশের পশ্চিমে Dahomey দাহোমে, এবং Togo তোগো, আর তাহারও পশ্চিমে Gold Coast 'স্বর্ণোপকূল', যেখানে বিখ্যাত Ashanti আশান্টি নিগ্রো জাতির বাস ; এই-সব দেশেরও বেশ সমৃদ্ধ অবস্থা।

শ্রীযুক্ত Nathaniel Akinremi Fadipe (বা Fadikpe) নাথানিয়েল্ আকিঁর‍্যামি ফাডিপে (বা ফাডিক্পে)—এই নামে একটী য়োরুবা ছাত্রের সঙ্গে তখন (১৯২০ সালে) লণ্ডনে আমার আলাপ হইয়াছিল। পরে ১৯৩৮ সালে আবার ইংলাণ্ডে ইহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। ফাডিপে-কে তাহার পদবীর অর্থ তখন জিজ্ঞাসা করি—তাহার পূরা নাম তখন জানা হয় নাই। সে বলে যে Fadikpe নামটী Ifa-di-kpe এই তিনটী শব্দের সমবায়ে গঠিত ; ইহার অর্থ, Ifa 'ইফা'-দেবতার দান, 'ইফা-দত্ত'। আমি তখন তাহাদের প্রাচীন ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করি। ফাডিপে নিজে ছিল খ্রীষ্টান, কিন্তু দেখিলাম,

তাহাদের প্রাচীন ধর্ম সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও জুগুপ্সার বা ঘৃণার ভাব নাই। Ifa ইফা-দেবতার সম্বন্ধে সে বলিল যে, এই দেবতার পুরোহিতেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, Ife ইফে-শহর ইঁহার পূজার কেন্দ্র, ষোলটী সুপারী-জাতীয় ফল (ইহাকে kola-nut 'কোলা-ফল' বলে) লইয়া পুরোহিতেরা ষোল বার গোল বা চৌকা আকারেরর একখানি কাঠের বারকোষে ফেলেন, কয়টী ফল হাতে রহিল কয়টী পড়িল তাহা ধরিয়া, বারকোষের উপর ষোল বার দাগ কাটিয়া হিসাব করিয়া, তাঁহারা দেবতার আদেশ বা অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। ফাডিপের কথা শুনিয়া মনে হইল, খ্রীষ্টান হইলেও এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যে তাহার আস্থা আছে। তবে সে আমাকে খোলসা করিয়া বলিল, খ্রীষ্টান ঘরের ছেলে, প্রাচীন Pagan বা স্বভাবজ ধর্মের খবর সে ঠিক-মত সব জানে না; তবে তার জাতির এক তৃতীয়াংশ এখনও এই ধর্মকে জীবন্ত রাখিয়াছে। পরে একজন মুসলমান য়োরুবা রাজার সঙ্গে দেখা হয়, ইনি লণ্ডনে তাঁহার রাজ্য বা জমীদারী সংক্রান্ত মোকদ্দমার জন্য আসিয়াছিলেন। ইনি ইংরেজী জানিতেন না, তবে ইঁহার সেক্রেটারী Herbert Macaulay হর্বট্ মেকওলে নামে একটী য়োরুবা ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত মেকওলের নামটী ব্রিটিশ হইলেও, ইনি খাঁটী আফ্রিকান, এবং জাতীয়তা-বাদী; ইনি য়োরুবাদের নিজস্ব সংস্কৃতির জন্য বিশেষ গৌরব বোধ করেন। শ্রীযুক্ত মেকওলে বিলাতে-পাস-করা ইঞ্জিনিয়ার বা পূর্তকার ছিলেন, স্বদেশের একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ইঁহার কাছে য়োরুবা ধর্ম ও সমাজের রীতি-নীতির খবর কিছু-কিছু পাই। জনৈক য়োরুবা পাদ্রি, য়োরুবা ভাষায় (য়োরুবাদের ভাষার নিজস্ব লিপি ছিল না, ইউরোপীয় সংস্পর্শ ও প্রভাবের ফলে রোমান লিপি এখন য়োরুবাদের দ্বারা গৃহীত

হইয়াছে) য়োরুবা-ধর্ম সম্বন্ধে একখানি বই লিখেন, ইহার ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে, এই ইংরেজী বই ইঁহার কাছে ছিল, ইনি আমায় উহা পড়িতে দেন। বইখানি পড়িয়া খুশী হই, কারণ ইহাতে মিশনারি-সুলভ গোঁড়ামি ছিল না, গ্রন্থকার কতকটা দরদের সঙ্গে তাঁহার জাতির ধর্ম, পিতৃপুরুষের ধর্ম, বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। জাতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান সমন্ধে এইরূপ সহানুভূতি-শীলতা বেশ ভালই লাগিল। য়োরুবা-ভাষী খ্রীষ্টান পাদ্রি, পূর্ব-পুরুষ যে খ্রীষ্টান বা ইহুদী ছিল না তজ্জন্য লজ্জিত নহেন; গোড়াতেই তিনি বলিয়াছেন যে, সুসভ্য ইউরোপের লোকেরাও এক সময়ে Pagan ছিল, য়োরুবাদের ধর্মের মত ধর্মই তাহারা পালন করিত। য়োরুবা-দেশে অনেক সামন্ত রাজা আছেন, অন্য শিক্ষিত ভদ্রলোক আছেন, ইঁহাদের কেহ-কেহ আবার বিলাতে শিক্ষিত; কিন্তু ইঁহারা স্বধর্মের জন্য লজ্জিত নহেন, বরং সেই ধর্মকে রক্ষা করিতে চেষ্টিত। এই গৌরব-বোধ এবং রক্ষণ-শীলতা এই বিশিষ্ট আফ্রিকার জনগণের মানসিক শক্তিরই পরিচায়ক।

য়োরুবাদের জ্ঞাতি এবং প্রতিবেশী অন্য পশ্চিম-আফ্রিকান জনগণের মধ্যেও এই ভাব এখন দেখা যাইতেছে—বিশেষ করিয়া স্বর্ণোপকূলের Ashanti আশান্টি জাতির মধ্যে। Kumasi কুমাসী ও Accra আক্রা নগরদ্বয় আশান্টি-জাতির দুইটী রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। মুসলমান এবং প্রাচীন-ধর্মী য়োরুবারা, এবং বহু খ্রীষ্টান য়োরুবা, ইউরোপীয় পোষাক পরে না, নিজেদের উষ্ণদেশোপযোগী ঢিলা জামা ও ইজার এবং গায়ের চাদর ব্যবহার করে; আশান্টিরাও তেমনি রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া জন-সাধারণ পর্য্যন্ত সকলে পায়ে সাবেক চালের নিগ্রো চাপ্‌লি-জুতা পরে, ও গায়ে নিজেদের জাতীয়

পোষাক, রঙ্গীন ছাপা কাপড়ের চাদর, জড়াইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার কোনও শহরে—খুব সম্ভব চিকাগো-তে, —একটি বিশ্বধর্ম-মহাসভা হয়; ১৮৯৩ সালের সভা, যেখানে পুণ্য-শ্লোক স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বজন-সমক্ষে হিন্দু আদর্শের অন্যতম প্রধান কথা, ধর্ম-বিষয়ে উদারতার বাণীর প্রচার করেন, তাহার মত অত বিরাট্ ব্যাপার না হইলেও, এই সভায় নানা জাতি ও নানা ধর্মের প্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হন। এই প্রতিনিধিদের নামের তালিকা কোথায় দেখিয়াছিলাম—দুঃখের বিষয় তাহা হইতে আবশ্যক তথ্যটুকু টুকিয়া লওয়া হয় নাই—এই তালিকায় একজন আশান্টি ভদ্রলোকের নাম দেখিয়াছিলাম; ইনি কুমাসী-নগর হইতে আমেরিকায় আন্ত-র্জাতিক-ধর্ম-সম্মেলনে অন্য পাঁচটা ধর্মের নেতাদের সমক্ষে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন,—তাঁহার আশান্টি-জাতির মধ্যে উদ্ভূত Paganism বা স্বভাবজ ধর্মকে তিনি আধুনিক যুগের সভ্য মানুষের উপযোগী বলিয়া মনে করেন, এই বোধের বশবর্তী হইয়া তিনি নিজ ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য গিয়াছিলেন। এই সংবাদের পিছনে যে অখ্যাত, অবজ্ঞাত ও অত্যাচারিত আফ্রিকান্ জাতির পুনরুজ্জীবনের সুসমাচারের মত কতখানি গুরুত্ব বিদ্যমান, সহৃদয় মানব-প্রেমী মাত্রেই তাহার উপলব্ধি করিবেন। আশান্টি ধর্ম কি, তাহার প্রতিষ্ঠা কোন্ দার্শনিক বিচার এবং কোন্ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপরে, তাহা আমরা জানি না। জগৎ-সমক্ষে এতাবৎ কেবল ইহাই ঘোষিত হইয়াছে যে, এই ধর্মের পরিপোষক নিগ্রোরা নরবলি দিত, এবং নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে ইহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব ছিল। নরবলির কথা অস্বীকৃত হয় নাই, এবং হইবারও নহে; কিন্তু ইহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে এবং জাগ্রৎ বা সুপ্ত মানসিক

শক্তি সম্বন্ধে, ইউরোপীয় মিশনারি ও অন্য ব্যক্তির উক্তি বহুশঃ একদেশ-দর্শী, স্বার্থান্ধ, এবং মিথ্যা।

য়োরুবাদের নৈতিক জীবন সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিব—ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে অসহায় ও পশ্চাৎপদ জাতির মানুষের সম্বন্ধে কত অনুচিত ধারণা প্রচারিত হয়। হর্বট্ মেকওলে নামে যে য়োরুবা ভদ্রলোকটীর উল্লেখ করিয়াছি, তিনি একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমায় বলিয়াছিলেন—“দেখুন মিস্‌টার চাটুর্জি, আমাদের কালো মানুষ, জঙ্গলী, অসভ্য, বর্বর ব’লে ইউরোপীয় লোকেরা গা’ল দেয়, তারা আমাদের ‘সভ্য’ কর্‌বার জন্য, ‘উন্নত’ কর্‌বার জন্য, পাদ্রি পাঠায়। কিন্তু সত্য কথা এই যে, ওরা এসে আমাদের সাবেক চালের সঙ্গে আমাদের সামাজিক আর নৈতিক জীবন সব বরবাদ ক’রে দেয়। সেকেলে আফ্রিকান্‌রা বাপ-পিতামহের কালের যে জীবন পালন ক’রে আস্‌ছিল, সেটা সভ্যতায় উন্নত না হ’তে পারে, কিন্তু তার মধ্যে চুরির আর মিথ্যা-কথা বলার আর সামাজিক অন্যায়ের স্থান ছিল না। এখনও সাবেক সত্যবাদিতা আর নীতি-নিষ্ঠতা থেকে আমাদের পাড়াগাঁ-অঞ্চলের লোকে ভ্রষ্ট হয়নি। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামকে ইংরিজিতে bush বলে। দু-ধারে bush অর্থাৎ জঙ্গল, ক্ষেত, গ্রাম—তার মাঝখান দিয়ে বড় সড়ক গিয়েছে। রাস্তায় জলের কষ্ট, কুয়োর রেওয়াজ কম, water-hole অর্থাৎ ডোবা বা পুখুরও কম। দোকান-হাট, হোটেল, সরাইয়ের পাট বড় নেই। ভোরের বেলা গাঁয়ের কোনও স্ত্রীলোক, মাথায় এক কলসী জল আর পিঠে এক কাঁদি না’রকল আর এক কাঁদি কলা নিয়ে, নিজের গ্রাম থেকে দু-পাঁচ মাইল হেঁটে গিয়ে, বড় সড়কের ধারে একটা বড় গাছের তলায় সব রেখে দিলে। জলের কলসীর মাথায়

একটী না'রকল মালা, তাতে তিনটে ঢিল ; কলার কাঁদির উপরে দুটো ঢিল, আর না'রকলের কাঁদির গায়ে পাঁচটা কি সাতটা ঢিল— সাজিয়ে' রেখে দিলে। দিয়ে বাড়ী চ'লে গেল। ঢিল রাখার মানে যদি রাহী লোকের তেষ্টা পায়, তবে গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডায় জলের কলসী দেখে তা থেকে জল কিনে খেতে পারবে— এক মালা জলের দাম তিন কড়া—আমাদের দেশে এখনও কড়ি চলে ; খাবার দরকার হ'লে, দু কড়া দিয়ে একটা কলা, পাঁচ বা সাত কড়া দিয়ে একটা না'রকল নিতে পারবে। সন্ধ্যের দিকে জল আর ফলের মালিক স্ত্রীলোক গ্রাম থেকে আস্‌বে, হিসেব ক'রে দেখ্‌বে, জল এতটা নেই, তার বদলে জলের কলসীর পাশে এতগুলি কড়ি ; তেমনি না'রকল আর কলা পথ-চল্‌তি লোকেরা যা নিয়েছে, তার বদলে হিসেব ক'রে কড়ি দিয়ে গিয়েছে। জল আর ফলের বদলে ঠিক হিসাব-মত কড়ি বুঝে পেয়ে, স্ত্রীলোকটী তার বাকী জিনিস নিয়ে খুশী মনে ঘরে ফিরে যায়। লোক-চক্ষুর অগোচরে এই রকম বিকি-কিনিতে কেউ জুয়াচুরি করে না—এখনও আমাদের এতটা নৈতিক অবনতি হয়নি। কিন্তু সভ্যতার ছোঁয়াচ লেগে অবনতির আরম্ভ হ'য়েছে।" শ্রীযুক্ত মেকওলে আরও বলিলেন—"দেখুন, আমাদের সমাজের বাঁধন ছিল, জন-মত ছিল ; অন্যায় বা অনুচিত যা খুশী তা লোকে ক'রতে পার্‌ত না। এখন তা পারে, কারণ ইংরেজের আইনে বাধা দেবার কেউ নেই। কিন্তু আগে good form বা সুরীতি অনেক ছিল, তাতে ক'রে আমাদের ভালই হ'ত। এই ধরুন না, বিয়ের ব্যাপারে। কোনও উৎসবে, অথবা হাটের দিন হাটে, বিয়ের-বয়সের ছোকরা একটী মেয়েকে দেখ্‌লে। তাকে বিয়ে করবার তার ইচ্ছে হ'ল। সে কোনও বন্ধুকে জানালে। বন্ধু গিয়ে ঠাকুরদাদা বা ঠাকুরমা সম্পর্কের আত্মীয়কে ব'ল্‌লে। তখন

মেয়ের ঘর যদি ভাল হয়, তা-হ'লে বাপ-মা সম্বন্ধের জন্য কথা পাড়্‌লে, ঘটক দিয়ে। তার পরে পাত্র-পক্ষ আর পাত্রী-পক্ষ, উভয় পক্ষ থেকে গোপনে অনুসন্ধান চ'ল্‌ল—অপর পক্ষের বাড়ীর লোকেরা কেমন, তাদের অবস্থা কেমন, আর পাত্র বা পাত্রীর ঊর্ধ্বতন কোনও পুরুষে এই তিনটী রোগ কারো কখনো হ'য়েছিল কিনা—উপদংশ, কুষ্ঠ আর উন্মাদ রোগ। এই অনুসন্ধানে দু-পক্ষ উত্‌রে গেলে, তবে ভদ্র আফ্রিকান ঘরে বিয়ের কথা পাকা হ'ত।" যাহাদের ব্যক্তি-গত আর সমাজ-গত নৈতিক ধর্ম এই রকম ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, বড়-বড় ইমারত খাড়া করিতে বা সাহিত্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও দর্শনে উন্নত হইতে তাহারা না পারিলেও, তাহাদের যে একটা উঁচু দরের সংস্কৃতি ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

কোনও জাতির মধ্যে উদ্ভূত ধর্ম, সেই জাতির মৌলিক প্রকৃতি, তাহার আধিভৌতিক পারিপার্শ্বিক, তাহার আজীবিকা ও জীবন-যাত্রার উপায়, প্রচুর অবসরের ফল-স্বরূপ তাহার চিন্তা, তাহার শিক্ষা, এবং অন্য চিন্তাশীল বা সুসভ্য জাতির সহিত সংস্পর্শ ও সংস্পর্শের জন্য প্রভাব—এই সবের উপরে নির্ভর করে। পশ্চিম-আফ্রিকার দক্ষিণে সাগরোপকূল অঞ্চলের নিগ্রোদের সঙ্গে এখন হইতে সাড়ে-চারি শত কি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে অন্য কোনও সুসভ্য জাতির সংস্পর্শ ঘটে নাই—ঐ সময়ে পোর্তুগীসদের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে ইহাদের সংযোগ ঘটে। শিল্পের ক্ষেত্রে পোর্তুগীস প্রভাব পড়ে, কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে কতটুকু পড়িয়াছিল তাহা বিবেচ্য ; অনুমান হয়, বেশী পড়ে নাই। আরব ও অন্য মুসলমানদের আগমন ইহাদের মধ্যে ঘটে আরও অনেক পরে। ইহার পূর্বেই ইহাদের ধর্মের লক্ষণীয় সমীক্ষা ও অনুষ্ঠান, দেবতা-বাদ ও পূজা-রীতি নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল, ইহাদের ধর্ম

বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং, এই অঞ্চলের আফ্রিকার ধর্মকে আফ্রিকান পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, আফ্রিকান জাতির প্রৌঢ় চিন্তা ও চেষ্টার ফল বলিয়াই ধরিতে হয়। ইবো, নূপে, য়োরুবা, এহ্বে, আশান্টি, বাউলে, মান্দিঙ্গো প্রভৃতি পশ্চিম-আফ্রিকার জাতিগুলির মধ্যে যে-সব ধর্ম-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান দেখা যায়, ভাষা ও উপজাতি হিসাবে সেগুলির মধ্যে কিছু-কিছু অবশ্যম্ভাবী পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলেও, একই প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে সঞ্জাত বলিয়া, ইহাদের ধর্ম-বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সহজেই নির্ধারিত করা যায়। তুলনা-মূলক আলোচনা করিব না, এ বিষয়ের অধিকারী আমি নই ;—কেবল য়োরুবা-জাতির ধর্মের স্থূল বা প্রধান কথাগুলি বলিবার চেষ্টা করিব। য়োরুবাদের ধর্ম লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাতে যত আলোচনা হইয়াছে, পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য কোনও জাতির বা জনগণের ধর্ম লইয়া অত আলোচনা হয় নাই। য়োরুবারাও নিজেদের সম্বন্ধে বই লিখিয়াছে। Colonel A. B. Ellis, R. E. Dennett, Leo Frobenius, Stephen S. Farrow—ইহাদের বই হইতে অনেক তথ্য পাইয়াছি। আফ্রিকার শিল্প সম্বন্ধে বই হইতেও কিছু-কিছু পারিপার্শ্বিকের খবর মিলিয়াছে। য়োরুবা ধর্মকে পশ্চিম-আফ্রিকার জনগণের ধর্মের প্রতিভূ-স্থানীয় বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়।

য়োরুবাদের মধ্যে, ধর্মের প্রধান একটী অঙ্গ দেবতা-বাদ ও দেব-কাহিনী, খুব লক্ষণীয় রূপে বিকাশ-লাভ করিয়াছে। মনোজ্ঞ দেব-কাহিনী না হইলে, সাধারণ্যে ধর্মের প্রচার বা প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু দেব-কাহিনী-রচনার উপযোগী কল্পনা ও রস-বোধ সকল জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। মিসরীয়, মেসোপোতামীয়, ভারতীয়, গ্রীক,

জর্‌মানিক, কেল্‌টিক—এই কয়টী জাতি এদিকে যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহা সর্বত্র মিলে না। সমগ্র আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে,—কেবল হামীয়-শ্রেণীর মিসরীয়দের পরেই—য়োরুবা জাতির মানুষেরা এ বিষয়ে সর্ব-প্রথম উল্লেখ-যোগ্য। ইহাদের দেব-জগৎ কতকগুলি ব্যক্তিত্বশালী দেব ও দেবী দ্বারা অধ্যুষিত ; জগতের বা বিশ্ব-মানবের কল্পিত দেব-লোকে, Pantheon অর্থাৎ 'সুধর্মা'-সভায়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া য়োরুবা দেবতারাও স্থান পাইবার যোগ্য।

এই-সব দেব-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া য়োরুবাদের ও তাহাদের সংপৃক্ত অন্য জাতির মধ্যে একটী বিশিষ্ট শিল্প-কলার সৃষ্টি হইয়াছে—কাষ্ঠ, ধাতু ও মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তি ও পাত্রাদিতে এই শিল্প-কলা দৃষ্ট হয়। আফ্রিকান শিল্প-জগতে ইহার স্থান প্রথম শ্রেণীতে, এবং বিশ্ব-মানবের শিল্পের মধ্যেও সৌন্দর্য্য-গুণে ও সার্থকতায় ইহার নিজ স্থান স্বীকৃত হইয়াছে।

ইহুদী ধর্ম ও তৎসংপৃক্ত খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম যাঁহারা মানেন, তাঁহাদের কেহ-কেহ এই তিন ধর্মের বাহিরের লোকেদের সম্বন্ধে নানা তুচ্ছতা-জ্ঞাপক শব্দের ব্যবহার করেন—যেন ঈশ্বরের সত্য স্বরূপ তাঁহাদেরই জ্ঞাত, আর কেহ জানে না, বা জানিতে পারে না। এইরূপ মনোভাবের পরিচায়ক একটী ইউরোপীয় শব্দ হইতেছে Pagan, Paganism : যাহারা বাইবেল ও কোরানের আপ্ত-বাক্য মানে না, তাহারা বর্বর, জঙ্গলী, ধর্ম-বিষয়ে পাঁড়াগেয়ে' ভূত ; Pagan শব্দের মৌলিক অর্থ—'গ্রাম্য'। অন্য ভাবে বলা যায় যে, অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত কোনও ধর্ম-গুরুর উক্তি যে-ধর্মের প্রতিষ্ঠা নহে, যে-ধর্ম অনাদিকাল হইতে কোনও দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ও সেই দেশের অধিবাসীদের হৃদয়, চিত্ত ও সংস্কৃতির প্রকাশ-স্বরূপ স্বাভাবিক ভাবেই

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ স্বভাবজ ধর্মকে Paganism বলা যায়; এই অর্থে এই শব্দ প্রয়োগে আমাদের আমাদের আপত্তি নাই। কিছুকাল হইল, বঙ্গদেশে ও উত্তর-ভারতে সুপরিচিতা গ্রীক মহিলা শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী, মুখোপাধ্যায়-জায়া, আমাদের ভারতীয় Paganism—আমাদের স্বভাবজ ধর্ম হিন্দুধর্ম স্বীকার করিয়া লইয়া, হিন্দুসংস্কৃতি সম্বন্ধে যে চিন্তাশীল ও অতি উপযোগী পুস্তক A Warning to the Hindus লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে Pagan, Paganism শব্দের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। য়োরুবা-ধর্ম এইরূপ এক স্বভাবজ ধর্ম।

আফ্রিকার জনগণের মধ্যে প্রচলিত এইরূপ স্বভাবজ ধর্মের প্রকৃতি বা স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া, ইহার বাহ্য অনুষ্ঠানের একটী অঙ্গ বা দিক্ ধরিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রথমটায় ইহার নাম দিয়াছিলেন Fetishism: fetish অর্থাৎ কোনও সৃষ্ট বস্তুতে দৈবী শক্তির আরোপ করিয়া সেই fetish-কে সম্মান করা, বা বিপদ্‌বারণ মাদুলী বা তাবিজের মত ধারণ করা। আফ্রিকার সাধারণ লোকে হয় তো একটী প্রস্তর-খণ্ড, কিংবা কোনও ফলের বীজ, কিংবা বস্ত্র-খণ্ড, কিংবা জন্তুবিশেষের অস্থি-খণ্ড, বা পক্ষিবিশেষের পালখ, বা ধাতুর কোনও দ্রব্য, কাষ্ঠের কোনও মূর্তি, এইরূপ কোনও-একটী বস্তুর সম্বন্ধে বিশ্বাস করিল যে, স্বাভাবিক ভাবে অথবা কোনও প্রক্রিয়ার ফলে ঐ বস্তুতে ঐশী শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে; এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে, সেই বস্তুকে তাহারা পূজা করে, বা পবিত্র বলিয়া ধারণ করে। এইরূপ বিশ্বাস বা আচরণ কিন্তু আফ্রিকার বন্য জাতির মধ্যেই নিবদ্ধ নহে; সুসভ্য ইউরোপীয় লোকদের mascot বা সৌভাগ্য-আনয়ন-কারী দ্রব্য ধারণ বা গৃহে রক্ষণ, এই Fetishism-এরই অন্তর্গত

সুতরাং, কেবল এই জিনিসের দিকে নজর করিয়া, আফ্রিকার জনগণের মধ্যে উদ্ভূত স্বভাবজ ধর্মকে Fetishism বলা চলে না। তেমনি, ইহা কেবল Animism অর্থাৎ 'দ্রব্যাত্মবোধ'-ও নহে, প্রত্যেক বস্তু বা দ্রব্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত এক আত্মিক শক্তি বিদ্যমান, কেবল এই বিশ্বাসও নহে।

নানা যুগে, নানা দেশে ও নানা জাতির মধ্যে উদ্ভূত এইরূপ বিভিন্ন স্বভাবজ ধর্মের আপসের মধ্যে ঝগড়া নাই—সকলেই পরস্পরকে পারমার্থিক সত্যের পথের পথিক বলিয়া শ্রদ্ধা করে। নিজেকে একমাত্র সত্যধর্ম বলিয়া ভাবিয়া অন্য ধর্মকে হেয় জ্ঞান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি, কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে ইহুদী ধর্মে বিশেষ করিয়া দেখা দেয়; পরে এই ভাব, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মে-ও সংক্রামিত হয়। অন্য ধর্মের বিলোপ-সাধন করিয়া নিজের ধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মূলে হইতেছে এইরূপ ধারণা। স্বভাবজ ধর্মগুলি এই পাপ হইতে মুক্ত। আর একটী জিনিস বিচার করিবার—ইহাদের মধ্যে বাহ্য নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, স্বভাবজ ধর্মগুলির আলোচনায় ইহা দেখা যায় যে, বিভিন্ন পরিবেশ সত্ত্বেও, মানব, বিভিন্ন দেশে ও কালে, স্বাধীন ভাবে কতকগুলি সাধারণ উপলব্ধিতে আসিয়া পহুঁছিয়াছে; যেমন, বিশ্বাত্মবাদ বা বিশ্বাত্মানুভূতি—সর্বভূতে ঐশী শক্তি বা শাশ্বত সত্তার অবস্থান; যেমন, কল্পনাতীত নির্গুণ পরব্রহ্ম ও তাহার সগুণ দেবতাময় প্রকাশ; যেমন, জন্মান্তরবাদ। এখানে যদি আমরা সর্বত্র ভারতের প্রভাব খুঁজি, তাহা হইলে আমাদিগকে জাতীয়তাদোষ-দুষ্ট বলিতে হয়, ধর্মের ক্ষেত্রে, "আমার জাতিই বড়, আমার জাতির প্রতিই ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাবর্ষণ হইয়াছে", এই ভাবের চিন্তা, ঐশী শক্তির অপমান করে। যেমন, চীনের 'তাও'-বাদ; ভারতীয় নির্গুণ-সগুণ

ব্রহ্মের বা বিশ্বনিয়ন্তৃ ঋতের কল্পনার ছায়া উহা নহে, উহা স্বতন্ত্র ভাবে চীনা ঋষির উপলব্ধিতে আসিয়াছে,—এই ভাবে দেখিলেই, আলোচ্য উপলব্ধির সহজ মানব-সাধারণত্ব সূচিত হয়।

য়োরুবারা আমাদের নির্গুণ ব্রহ্মের মত এক ঐশী শক্তিতে আস্থাবান্; এই শক্তির নাম Olorun 'ওলোরুঁ'। পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য জাতির লোকেরাও এইরূপ আস্থা পোষণ করে, তবে তাহাদের নিজ-নিজ ভাষায় তাহারা বিভিন্ন নামে তাঁহাকে আহ্বান করে। ওদেশে খ্রীষ্টানেরা তাহাদের যিহোবাকে ও মুসলমানেরা তাহাদের আল্লাহ্-কে ওলোরুঁর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে, খ্রীষ্টান য়োরুবারা এই নামেই পরমেশ্বরকে ডাকে। 'ওলোরুঁ' শব্দের অর্থ 'স্বর্গের স্বামী।' তাঁহার অন্য নামে তাঁহার মহিমা ব্যক্ত হয়—Eleda 'এলেদা' অর্থাৎ 'স্রষ্টা', Alaye 'আলায়ে' অর্থাৎ 'জীবনের স্বামী', Olodumare 'ওলোদুমারে' অর্থাৎ সর্বশক্তিমান্', Olodumaye 'ওলোদুমায়ে' অর্থাৎ 'স্বয়ম্ভু', Elemi 'এলেমি' অর্থাৎ 'পরমাত্মা', Oga-Ogo 'ওগা-ওগো' অর্থাৎ 'মহামহিম', Oluwa 'ওলুবা' অর্থাৎ 'প্রভু'। হিন্দুদের নির্গুণ ব্রহ্মের মত গভীর দার্শনিক তথ্যে বা তত্ত্বে য়োরুবাদের পঁহুছানো সম্ভবপর হয় নাই; তবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', কারুণিক, ন্যায়কারী, পাপ-পুণ্যের বিচারক ঈশ্বরের ধারণা ইহারা ওলোরুঁর কল্পনার করিতে পারিয়াছে।

এই সর্বশক্তিমান্, এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে কিন্তু সাধারণ ভাবে উপচার দিয়া পূজা করা হয় না। বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির ও মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের জীবনের পরিচালক হিসাবে ইহারা কতকগুলি Orisha 'ওরিশা' বা দেবতার কল্পনা করে। এই ওরিশাদের সংখ্যা কোনও মতে ২০১, কোনও মতে ৪০১, কোনও মতে ৬০০। অনেক য়োরুবার ধারণা, ওরিশারা প্রথমে মানুষ ছিলেন, পরে নিজ শক্তি বা গুণদ্বারা দেবতার পদে উন্নীত হন। কিন্তু য়োরুবা দেব-কাহিনী বা পুরাণ-কথা মতে, ওরিশাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস অন্য দেশের দেবতাদেরই মত। ওলোরুঁ পৃথিবী-পালনের জন্য একজন পুরুষ দেবের সৃষ্টি করিলেন—Obatala 'ওবাতালা' অর্থাৎ 'সাদা-ঠাকুর', 'শ্বেতিম-রাজ', বা 'জ্যোতিরীশ্বর'; এবং ওবাতালার পত্নী হইলেন Odudua 'ওদুদুআ' অর্থাৎ 'কৃষ্ণবর্ণা' বা 'কালী'—এই দেবী 'ওদুদুআ', ওলোরুঁর সৃষ্টা নহেন, তিনি প্রকৃতি, অনন্তকাল ধরিয়া পৃথক্ অবস্থান করিয়া আসিতেছেন। ওবাতালা-ওদুদুআ কতকটা আমাদের পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির মত। ওবাতালাকে য়োরুবারা শুচিতার ও কল্যাণের দেবতা বলিয়া পূজা করে, তিনিই শিব বা মঙ্গলময়, মানবের স্রষ্টা ও ত্রাতা; কিন্তু ওদুদুআর চরিত্র ইহাদের হাতে ঘৃণ্য রূপে চিত্রিত হইয়াছে। ওবাতালা হইতেছেন দ্যৌষ্পিতা, ওদুদুআ পৃথিবী-মাতা,—তাই পৃথিবীর পাপ ও পঙ্কিলতা ওদুদুআর চরিত্রে আরোপিত হইয়াছে—ওদুদুআ পতি ওবাতালাকে ত্যাগ করিয়া মৃগয়াপ্রিয় জনৈক অন্য দেবতাকে আশ্রয় করেন। ওবাতালা ও ওদুদুআর এক পুত্র Aganju 'আগাঁজু' ও এক কন্যা Yemaja 'য়েমাজা'। ইহারা পরস্পরের সহিত বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হয়। ইহাদের দুই সন্তান Obalofun 'ওবালোফুঁ' অর্থাৎ 'বাক্‌পতি' এবং Iya 'ইয়া' অর্থাৎ 'মাতা'; ইহারা দুইজন হইতেছেন আদি মানব-মানবী। ইহাদের আর এক পুত্র Orungan 'ওরুঙ্গান'-এর দুর্বৃত্ততার ফলে য়েমাজার মৃত্যু হয়। য়েমাজার মৃত্যুর পরে তাহার দেহ স্ফীত হয়। দেহের রক্ত-মাংস-মেদ হইতে পনের জন প্রধান দেবতার উদ্ভব হয়। এই দেবতারা এখন য়োরুবা জাতির পূজিত।

ইঁহাদের অনুরূপ দেবতা পশ্চিম-আফ্রিকার অন্যজাতিগুলির মধ্যেও আছেন।

এই পনের-জন দেবতার মধ্যে প্রধান হইতেছেন এই কয়জন। [১] Shango 'শাঙ্গো'—ইনি বজ্রের দেবতা, য়োরুবারা ইঁহার খুবই পূজা করে। আকাশে মেঘের মধ্যে এক পিত্তলময় প্রাসাদে শাঙ্গো নিজ গণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করেন; তাঁহার অসংখ্য ঘোড়া আছে। শাঙ্গোর রূপ মূর্তিতে প্রদর্শিত হয়—শ্মশ্রুযুক্ত দেবতা, ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন। শাঙ্গোর তিন স্ত্রী—তিনজনেই য়েমাজার দেহ হইতে সম্ভূত, তিনজনেই তিনটী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; ইঁহাদের মধ্যে প্রধানা হইতেছেন Oya 'ওইয়া,' ইনি বিশাল Niger নাইগার নদীর দেবী। শাঙ্গো পাপের শাস্তি দেন। শাঙ্গোর অন্যতম অনুচর হইতেছে Oshumare 'ওশুমারে' বা 'রামধনু'—ইঁহার কার্য্য হইতেছে, মেঘমালার মধ্যে শাঙ্গোর পিত্তলময় প্রাসাদে পৃথিবী হইতে জল শোষণ করিয়া লওয়া। Double-axe বা যোড়ামুখ কুড়ালি শাঙ্গোর বিশেষ বর্ণ-চিহ্ন। শাঙ্গোর সম্বন্ধে এই স্তোত্রটী খুবই জনপ্রিয়—

হে শাঙ্গো, তুমিই প্রভু!
তুমি অগ্নিময় প্রস্তরখণ্ড-সমূহ হাতে করিয়া লও,
পাপীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য!
তোমার ক্রোধ প্রশমন করিবার জন্য!
ঐ প্রস্তর যাহাকেই লাগে, তাহার বিনাশ ঘটে;
অগ্নি বনানীকে খাইয়া ফেলে,
বৃক্ষরাজি ভগ্ন হয়,
সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হয়॥

[২] Ogun 'ওগূঁ'—লৌহ, যুদ্ধকার্য্য এবং শিকারের দেবতা। যে কোনও লৌহখণ্ডে ইঁহার অধিষ্ঠান। বৃত্তিতে যাহারা লোহার বা কামার এবং সিপাহী ও শিকারী, তাহাদের দ্বারায় বিশেষ ভাবে

পূজিত। [৩] Orishako 'ওরিশাকো', Orisha Oko অথবা Oko 'ওকো'—কৃষির দেবতা, পুরুষ। অন্য নিগ্রো জনগণের মত য়োরুবাদের মধ্যে কৃষিকার্য্য মেয়েরাই করিত, সেইজন্য 'ওকো'র পূজকেরা বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক। [৪] Shopono 'শোপোনো' বা 'শ-প-ন'—বসন্ত-মারীর দেবতা। [৫] Olokun 'ওলোকুঁ' বা 'সাগর-পতি'—সমুদ্রের দেবতা, বা বরুণ; [৬] Ifa 'ইফা'—ভবিষ্যদ্বাণীর দেবতা—ইনি শাঙ্গো ও তৎপত্নী ওইয়া-র পরেই জনপ্রিয় দেবতা। [৭] Aroni 'আরোনি'—বনদেবতা; ইঁহার সম্বন্ধে য়োরুবাদের কল্পনা বিশেষ কবিত্বময়। এতদ্ভিন্ন অন্য দেবতাদেরও পূজা আছে।

উপর্য্যুক্ত Orisha 'ওরিশা' বা দেবতাদের পরেই হইতেছে প্রেত ও পিতৃপুরুষদের সম্মান। ইহাদের মধ্যে নানা প্রকারের প্রেতের কল্পনা আছে। পিতৃলোক হইতে প্রেতগণ পৃথিবীতে আগমন করে। এক শ্রেণীর লোক প্রেতের অভিনয় করিয়া ইহাদের শ্রাদ্ধের অনুরূপ ধর্মানুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া, দক্ষিণা গ্রহণ করে। যাহারা প্রেত সাজিয়া আসে তাহাদের Oro 'ওরো' বলে। ইহারা রাত্রে সারা-গা-ঢাকা উলু-খড়ের বা অনুরূপ বস্তুর পোষাক পরিয়া বাহির হয়, এবং ছিদ্র-যুক্ত ডিমের আকারের কাঠের চেপ্‌টা ফিরকী বা ফলায় দড়ি বাঁধিয়া, সেই দড়ি দিয়া কাঠের ফলাটীকে বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরাইয়া তদ্দ্বারা এক অদ্ভুত আওয়াজ করিতে-করিতে আসে। এইরূপ ঘুরনী-ফলার বা 'ভমরা'র গায়ে কখনও-কখনও পুরুষ বা স্ত্রী-মূর্ত্তি খোঁদা থাকে; এই ফলাগুলি ৬ ইঞ্চি হইতে ২॥ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়, এবং ঘুরাইবার কালে, আকার অনুসারে ইহা হইতে সূক্ষ্ম বা গম্ভীর ধ্বনি নির্গত হয়। এইরূপ ভমরাকে ইংরেজীতে Bull-roarer বলে; অস্‌ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এবং অন্য বহু আদিম জাতির মধ্যে

রেওয়াজ আছে; বঙ্গদেশে স্বাধীন ত্রিপুরা-রাজ্যে ধর্মানুষ্ঠানে ইহার টিপ্‌রা জাতির লোকেদের মধ্যে—ইহারা 'আদিম হিন্দু'—বাৎসরিক শক্তি-পূজায় এই প্রকার bull-roarer ব্যবহৃত হয়; ইহার স্থানীয় বাঙ্গালা নাম 'ভেম্‌রা' বা 'ভম্‌রা'। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রীয় হিন্দু অনুষ্ঠানে এ জিনিস অজ্ঞাত। ইহাদের পূজার রীতিতে এমন অনেক উপকরণ ও ক্রিয়া প্রচলিত, যাহা কেবল ইহাদের মধ্যেই মিলে—সে-সকল ইহাদের ইতিহাস ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ফল। দেবতা ও প্রেত ভিন্ন, য়োরুবারা পাপ-পুরুষ বা শয়তান Eshu 'এশু'র (অর্থাৎ 'অন্ধকারের রাজা'র) পূজা করে।

য়োরুবাদের শিশুকালেই পুরোহিতেরা ঠিক করিয়া দেন, কোন্ বিশেষ দেবতা তাহার ইষ্ট-দেবতা হইবে—সারা জীবন বিশেষ ভাবে সেই দেবতাকেই তাহার পূজা করিতে হইবে। প্রভাতে উঠিয়া প্রত্যেকই আস্তিক য়োরুবা নিজ ইষ্ট-দেবের নাম লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করে। জলে নামিয়া স্নান করিবার সময় অনেকে দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র বলিতে থাকে—মন্ত্র অবশ্য য়োরুবা-ভাষায়। ইহাদের মন্দির খড়ের-চালে ঢাকা সাধারণ কুটীর মাত্র, যে রকম কুটীরে বা গৃহে ইহারা নিজেরা অবস্থান করে। সাধারণের জন্য বিভিন্ন দেবতার মন্দির থাকে, আবার সম্পন্ন বা দরিদ্র গৃহস্থের বাড়ীর আঙ্গিনায় বা ঠাকুর-ঘরে ঠাকুরের মূর্তি থাকে। আবার বৃক্ষরাজিময় কোনও পবিত্র স্থান মন্দিরের মত ব্যবহৃত হয়। গাছকে আশ্রয় করিয়াও পূজা হয়। সাধারণ খাদ্য-সম্ভার, ফল প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া, মদ ঢালিয়া, ডিম ভাঙ্গিয়া, এবং নানা প্রকার পশু ও পক্ষী জবাই করিয়া পূজা হয়। আমরা যেমন দেবতাকে ফুল দিয়া পূজা করি, সেরূপ পুষ্পদানের রীতি ইহাদের পূজায় অজ্ঞাত। বিশেষ দেবতার পুরোহিতেরা বিশেষ প্রকারের বর্ণচিহ্ন ধারণ করে;

যেমন, ওবাতালার পুরোহিতেরা কেবল সাদা রঙের কাপড় পরে, গলায় শ্বেতবর্ণের মালা ধারণ করে। ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করার বিধি আছে। পশু-বধ করিয়া হয় সমস্ত অগ্নিসাৎ করা হয়, না হয় তাহার রক্ত লইয়া দেবতার দ্বারে মাখানো হয়। ফল ও খাদ্যের নৈবেদ্য ও বলির পশুর মাংস প্রসাদ-রূপে উপাসকদের দ্বারা ভক্ষিত হয়। সাধারণ-অনুষ্ঠান-মূলক পূজা ভিন্ন, ব্যক্তিগত প্রার্থনারও রীতি সুপরিচিত—ওলোরুঁ, শাঙ্গো, ইফা প্রভৃতি বিশেষ দেবতার নিকট রুচি-মত লোকে প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করে। ইহাদের মধ্যে আত্মার অবিনাশিতার পূরা বোধ আছে। য়োরুবাদের মতে, মানুষ নিজ পাপ-পুণ্যের ফল-ভোগ করে। সঙ্গে-সঙ্গে পুনর্জন্মবাদও ইহারা মানে। তবে পারলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে ইহাদের বিচার খুব গভীর নহে। মানবাত্মার শেষ বিশ্রাম-স্থান Olorun 'ওলোরুঁ' বা পরমেশ্বর।

দেখা যাইতেছে যে, সুদূর পশ্চিম-আফ্রিকার তথা-কথিত বন্য ও বর্বর নিগ্রো মানুষ, আমাদের মত একই ভাবে, আশা আশঙ্কা, জুগুপ্সা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত, এবং সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যে ধর্ম-মত তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার সঙ্গে আমাদের ধর্ম-মতের অনেক সাদৃশ্য আছে। সুসভ্য, শিক্ষিত ও পরমত-সহিষ্ণু হিন্দু দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলে, ইহাদের আধ্যাত্মিক জীবন কিরূপ দাঁড়াইত, তাহা বলা কঠিন; তবে এটুকু মনে হয়, আমাদের সংস্কৃতির মজ্জায়-মজ্জায় যে চিন্তাধারা বিদ্যমান, যে "যত মত, তত পথ," তাহার কল্যাণে, য়োরুবারা ও অনুরূপ অন্য আফ্রিকান জাতির লোকেরা, নিজের ধর্মের মধ্য দিয়াই আধ্যাত্মিক মুক্তির সন্ধান পাইত, এবং অন্য ধর্মের অন্ধ অসহিষ্ণুতার ফল-স্বরূপ আত্ম-দৈন্য স্বীকারের অপমান হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইত॥

মেক্সিকোর নব-চেতনা

মাস কয়েক পূর্বে Literary Digest ‘লিটেরারি ডাইজেস্ট’ নামক সুবিখ্যাত মার্কিন পত্রিকায় একটী সংবাদ পাঠ করিয়া, যেমন বিস্মিত, তেমনি আনন্দিত হইয়াছিলাম। বিস্মিত হইয়াছিলাম—অঘটন-ঘটন দেখিয়া ; যাহা মরিয়া গিয়াছে বলিয়া জানিতাম, তাহা সম্পূর্ণ মরে নাই, তাহার পুনরভ্যুদয় ঘটিতেছে ইহা দেখিয়া। এবং আনন্দিত হইয়াছিলাম এই জন্য যে, পৃথিবীর একটী বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল এমন একটী সুসভ্য জাতি, বহুদিনের নিষ্পেষণের ফলে যে-জাতি নিজ ব্যক্তিত্বকে, নিজ আত্মাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, নিজ আধিভৌতিক, আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক চর্য্যা বা সংস্কৃতিকে যে-জাতি নিজের জীবন হইতে, নিজের জাতীয় চেতনা হইতে বাধ্য হইয়া ধীরে-ধীরে মুছিয়া ও মিটাইয়া দিতেছিল, সেই-জাতি আবার তাহার হৃত-চেতনা ফিরিয়া পাইতেছে দেখিয়া। আমি আধুনিক মানব ; এবং, আমি হিন্দু ; উভয় কারণেই, জগতের প্রত্যেক সংস্কৃতির, প্রত্যেক ধর্ম্ম-মতের সার্থকতা ও তাহার নিজ গৌরবে অবস্থানের আবশ্যকতা, আমার কাছে একটা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু ; বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য,—ইহাই আমার কাম্য ; সুতরাং, এক অখণ্ড মানব-সভ্যতার ও মনোভাবের একটী বিচিত্র প্রকাশকে ধ্বংস হইতে দেওয়া আমি পাপ বলিয়া মনে করি। অতএব, একটী অধুনা-বিধ্বস্ত প্রাচীন সভ্যতা, যাহা জগতের অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে একতম বস্তু, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আমার আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার বটে। বিষয়টী এই—মেক্সিকো দেশের শিক্ষা-সচিব মহাশয় নিজ

দপ্তর হইতে প্রচারিত কার্য্যক্রম-পত্র মারফৎ আজ্ঞা দিয়াছেন যে, অতঃপর খ্রীষ্ট-জন্মদিবস উপলক্ষে উৎসবের সময়ে শিশুদের বলিতে হইবে যে, স্বর্গ হইতে খ্রীষ্টান সিদ্ধ-পুরুষ Santa Claus ‘সাণ্টা-ক্লস্’ বা Saint Nicolaus ‘সন্ত নিকোলাস্’ ছেলেদের জন্য খেলনা প্রভৃতি উপহার লইয়া অবতীর্ণ হন না ; স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হন, প্রাচীন মেক্সিকোর দেবতা Quetzalcoatl ‘কেৎসাল্‌কোআৎল্’। ইউরোপের খ্রীষ্টান দেশগুলিতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে, যীশু-খ্রীষ্টের জন্ম-দিনের পূর্ব্বের রাত্রে স্বর্গ হইতে সিদ্ধ-পুরুষ Santa Claus সাণ্টা-ক্লস নামিয়া আসেন ; তিনি একটী থলিয়াতে ছেলেদের জন্য নানা খেলনা লইয়া আসেন, ছোট-ছোট ছেলেরা রাত্রে বিছানার শিয়রে নিজ-নিজ মোজা ঝুলাইয়া রাখে, সাণ্টা-ক্লস তাহাদের মোজাগুলি খেলনা, লজঞ্চুস প্রভৃতিতে ভরিয়া দেন। রাত্রে কল্পিত সাণ্টা-ক্লস-এর হইয়া বাপ-মায়ে এই কার্য্যটী করেন ; প্রাতে উঠিয়া ছেলেরা মোজার মধ্যে খেলনা প্রভৃতি পাইয়া ভাবে যে, রাত্রে সাণ্টা-ক্লস আসিয়াছিলেন, ও ইহাতে তাহাদের বড় আমোদ হয়। সাণ্টা-ক্লস-এর গল্পের উদ্ভব হয়, উত্তর-পূর্ব- ও মধ্য-ইউরোপে, বরফের দেশে ; মূলতঃ টিউটন ও শ্লাব জাতির দেবতার ভাব লইয়া ইঁহার কল্পনা ; সে-সব দেশ খ্রীষ্ট-জন্মোৎসবের সময়ে বরফে ঢাকা থাকে, সাণ্টা-ক্লস বল্‌গা-হরিণের চাকা-বিহীন গাড়ীতে করিয়া বরফের উপর দিয়া আসেন ; তাঁহাকে দেখিতে হাসি-মুখ, লম্বা সাদা দাড়ীওয়ালা একটী বুড়া, পরিধানে সাদা লোমের অস্তর দেওয়া লাল পোষাক, পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত বুট-জুতা। এই মূর্তিতে আবার ইংরেজীতে তাঁহাকে Father Christmas-ও বলা হয়। সাণ্টা-ক্লস বরফের দেশ হইতে আগাইয়া আসিয়া গরমের দেশ দক্ষিণ-ইউরোপেও পহুঁছিয়া, ক্রমে সমগ্র খ্রীষ্টান ইউরোপের ছেলেদের ভক্তি

ও প্রীতি লাভ করিয়া আসিতেছেন। খ্রীষ্টান ধর্মের Saint অর্থাৎ সিদ্ধ-পুরুষ নামে লৌকিক নানা দেবতার সঙ্গে-সঙ্গে এই ঠাকুরটীও মেক্সিকোতে প্রবেশ লাভ করেন। মেকিক্সোর প্রাচীন ধর্ম ও দেবতা ছিল; খ্রীষ্টাব্দ ১৫২১ সালে রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান স্পেনীয়দের দ্বারা মেক্সিকো বিজিত হইবার পরে, জোর করিয়া মেক্সিকোর লোকেদের খ্রীষ্টান করা হইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের প্রাচীন দেবতা-বাদ প্রায় লোপ পাইল। প্রায় লোপ পাইল—সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। লোকে Santo বা Saint নামে পরিচিত কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মের নূতন দেবতাদের গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল, কিন্তু তাহাদের জাতির হৃদয় হইতে উদ্ভূত প্রাচীন দেবতাদের কথা একেবারে তাহারা ভুলিল না। নানা Saint-দের মধ্যে সান্টা-ক্লস-ও আসিয়া গেলেন; এবং যে মেক্সিকোর ছেলে হয়তো জীবনে কখনও বরফ-পড়া দেখে নাই ও পায়ে কখনও মোজা দেয় নাই, সারা জীবন খালি পায়ে অথবা চামড়ার চাপলি জুতা পরিয়া যাহাকে কাটাইতে হয়, তাহাকেও শিখানো হইতে লাগিল, সর্বাঙ্গ লোমের অস্তর করা পোষাকে ঢাকিয়া হাঁটু অবধি বুট পরিয়া, চাকা নাই এমন বল্‌গা-হরিণের টানা গাড়ীতে চড়িয়া সান্টা-ক্লস খেলনা লইয়া অবতীর্ণ হন, এবং মাথার শিয়রে রাখা মোজার ভিতরে তিনি খেলনা দিয়া যান। এই হাস্যকর ব্যাপারের উৎপাত হইতে মেক্সিকোর ছেলেদের উদ্ধার করিবার জন্য মেক্সিকোর শিক্ষা-সচিবের প্রস্তাবিত শিক্ষা। Quetzalcoatl 'কেৎসাল্‌কোআৎল্' প্রাচীন মেক্সিকোতে সভ্যতার, সৌজন্যের ও বদান্যতার দেবতা ছিলেন; মেক্সিকোর অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে নরবলি হইত, কেবল ইঁহার উদ্দেশ্যে হইত না; চারি শত বৎসর ধরিয়া নাম-মাত্র খ্রীষ্টান থাকা সত্ত্বেও, মেক্সিকোর জন-সাধারণ

ইঁহার নাম এখনও ভুলে নাই; ইঁহাকেই স্মরণ করিয়া বড়-দিনের অর্থাৎ যীশু-খ্রীষ্টের জন্মদিনের উপলক্ষ্যে আমোদ করাই মেক্সিকোর ছেলেদের পক্ষে স্বাভাবিক ও উচিত হইবে, উত্তর-ইউরোপ হইতে আগত ঠাকুর Saint Nicolaus বা Santa-Claus-এর আগমন কল্পনা তাহাদের পক্ষে ততটা স্বাভাবিক বা উচিত হইবে না; এবং এই ভাবে 'কেৎসাল্‌কোআৎল্'-এর কথা স্মরণ করার সঙ্গে-সঙ্গে, তাহাদের মনে স্বদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা জ্ঞান, একটা গৌরব-বোধ জন্মিবে; এই সমস্ত কথা ভাবিয়া, মেক্সিকোর শিক্ষা-সচিব এই প্রকার অভাবনীয় ভাবে খ্রীষ্টান ধর্মের সর্ব-প্রধান পর্ব-দিবসের সহিত প্রাচীন মেক্সিকোর দেবতা-বাদকে, অর্থাৎ প্রাচীন মেক্সিকোর চিন্তা ও কল্পনাকে জুড়িয়া দিয়া, নূতন ধরণের এক সমন্বয় করিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

এইরূপ সমন্বয় ধীরে-ধীরে ভারতীয় মুসলমানেরাও করিয়া লইয়াছে; বাহির হইতে আগত এবং আরব দেশে প্রথম প্রচারিত আল্লা-রসূল-বাদ, তথা পারস্যে বিশেষ-ভাবে পরিপুষ্ট সূফী-মতবাদ, ভারতীয় মুসলমানের মনের গভীরতম প্রদেশে তাহাদের হিন্দু পিতৃপুরুষদের ধর্ম ও লৌকিক দেবতা-বাদকে একেবারে চাপা দিতে পারে নাই। বহুস্থলে এই দুইয়ে একটা যে আপস হইয়া গিয়াছে, কোরান-ও-হদীস-সর্বস্ব নিষ্ঠাবান্ ও গোঁড়া মোল্লা-মৌলবীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও, এই আপসটীই ভারতীয় মুসলমান জনগণের সত্যকার ধর্ম হিসাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ভারতীয় মুসলমান-সাহিত্যেও এই আপসটী বিরল নহে। উদাহরণ স্বরূপ, উর্দূ-ভাষার এক আদি ও প্রধান নাটক 'ইন্দর্-সভা'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। অযোধ্যার শেষ স্বাধীন মুসলমান রাজা ওয়াজিদ আলী শাহের সভার কবি অমানৎ কর্তৃক ১৮৫৩ সালে লিখিত

হয় এই পুস্তক। রাজা ইন্দ্রের সভায় অপ্সরার পরিবর্তে পারস্যের পরীস্থানের পরীরা আসিয়া নাচ-গান করে; ইন্দ্রের সভায় আর কোনও দেবতা নাই, আছে খালি দুইজন 'দেও' অর্থাৎ 'অসুর'—এই 'দেও' শব্দটী পারস্য দেশের; দেও-দ্বয় ইন্দ্রের হুকুম তামিল করিতেই নিযুক্ত; পরীদের নাম 'পোখ্‌রাজ পরী', 'নীলম্ পরী,' 'সবুজ্ পরী' প্রভৃতি; ইহারা আল্লার নামে নমস্কার করিয়া রাজা ইন্দ্রের সভায় গান করে। দেবরাজ ইন্দ্র একজন ফেরিশ্‌তা বা angel অর্থাৎ দেবদূতের স্থানীয় হইয়া গিয়াছেন, এবং 'বেহেশৎ' অর্থাৎ আল্লার স্বর্গ হইতে হিন্দুর দেবতা ইন্দ্র তাঁহার ইন্দ্র-সভা পৃথক্ রাখিয়া বেহেশ্‌ৎ-এর শুচিতা রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ আপস করিতে কাহারও বাধে নাই,—না মুসলমান বাদশাহের, না তাঁহার মুসলমান শায়েরের।

যাহা হউক, মেক্সিকোর কথায় ফিরিয়া আসা যাউক। এই যে সমন্বয়টী প্রস্তাব করিয়া মেক্সিকোর শিক্ষা-সচিব, খ্রীষ্টান-ধর্মাবলম্বী স্পেনীয়-ভাবী মেক্সিকোর ইস্কুলে-ইস্কুলে সার্কুলার জারী করিলেন, ব্যাপারটীর ভিতরের কথা কি? মেক্সিকোর লোকেরা কি ও কেমন? তাহারা কি বলে, কি ভাবে, কি রূপে থাকে? 'কেৎসাল্‌কোআৎল্'-এর পুনরভ্যুত্থান, সরকারী মতে এতদিন পরে হয় কি করিয়া? এই সমস্ত কথা আলোচনা করিতে গেলে একটা খুব বড় ব্যাপার আমাদের চোখে পড়িবে, এবং দেখা যাইবে যে, 'কেৎসাল্‌কোআৎল্'-এর নাম লইয়া মেক্সিকোতে যে প্রাচীন সভ্যতার সহিত, অর্থাৎ মেক্সিকোর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সহিত, আত্মিক যোগসাধনের চেষ্টা হইতেছে, সে-রূপ ব্যাপার যুগ-ধর্মের ফল, এবং কেবল মেক্সিকোতেই নিবদ্ধ নহে,—মেক্সিকো ভিন্ন অন্য প্রাচীন সভ্য জাতির দেশেও এইরূপ প্রাচীন

মনোভাবের Renaissance বা নব-জীবনের ঢেউ উঠিয়াছে; এবং এই ঢেউয়ের আঘাতে বহু স্থলে গোঁড়া খ্রীষ্টীয় ও অন্য মতের ধর্মের বা মনোভাবের সৌধ ভগ্ন হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে।

আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এশিয়া হইতে গিয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হয়—উত্তর-পূর্ব এশিয়া হইতে বেরিং প্রণালী অতিক্রম করিয়া উত্তর-আমেরিকায় আলাস্কা-প্রদেশে পহুঁছে, পরে ধীরে-ধীরে দক্ষিণে উত্তর- ও দক্ষিণ-আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে প্রসৃত হয়। এই-জাতীয় মানব, অনেকগুলি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। উত্তর-আমেরিকায় আধুনিক সংযুক্ত-রাষ্ট্রের অংশ-বিশেষে ইহারা একটী উচ্চ পর্য্যায়ের সভ্যতা গড়িয়া তুলে, কিন্তু ইহাদের সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল মেক্সিকো দেশে। দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু ও বোলিভিয়া দেশের সভ্যতাকে ইহার পরে উল্লেখ করিতে হয়। মেক্সিকো দেশে নানা জাতীয় আমেরিকান লোকে, খ্রীষ্ট-জন্মের বহু পূর্ব হইতেই, বড়-বড় শহর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে থাকে, এবং ইহাদের মধ্যে ভাস্কর্য্য, চিত্রাঙ্কন, জ্যোতিষ প্রভৃতি শিল্প ও বিদ্যা বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

মেক্সিকোর এই-সমস্ত আদিম জাতি কয়েকটী বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়ে। মুখ্য শ্রেণীবিভাগগুলি এই—[১] Nahua নাহুআ জাতি—ইহারাই প্রাচীন মেক্সিকোর সর্ব-পরাক্রান্ত জাতি ছিল, এবং নানা বিষয়ে ইহাদের সভ্যতা সর্বাপেক্ষা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল; [২] Tarascan তারাস্কান জাতি; [৩] Otomi ওতোমি জাতি; [৪] Totonac তোতোনাক জাতি; [৫] Mixtec মিস্তেক জাতি; ও [৬] Zapotec সাপোতেক জাতি; এবং [৭] Maya-Quiche মায়া-কিচে জাতি। এই সকল জাতি ভাষায় পৃথক্ হইলেও,

ভাব-জগতে ও বাস্তব সভ্যতায় একই ছিল। ইহাদের মধ্যে Maya-Quiche মায়া-কিচে জাতির সভ্যতা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, দক্ষিণ-মেক্সিকোতে ও Yucatan ইউকাতান উপদ্বীপে ইহাদের বিস্তর প্রাচীন নগরের ও মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এখনও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। মায়া-কিচে জাতি জ্যোতিষ-বিদ্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মায়াদের পরেই উত্তর- ও মধ্য-মেক্সিকোর Nahua নাহুআ জাতির উল্লেখ করিতে হয়। ইহারা মায়াদের অপেক্ষা কাল হিসাবে অর্বাচীন; এবং মায়াদের নিকট হইতে ইহারা বহু ব্যাপার শিক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। Nahua নাহুআ জাতির দুইটি বড় শাখা—এক, Toltec তোল্‌তেক্, ও দুই, Aztec আস্তেক্। তোল্‌তেক্‌গণের হাতেই নাহুআ-সভ্যতার পত্তন হয়, এবং ইহাদের নিকটে সভ্যতার নানা অঙ্গ শিক্ষা করিয়া আস্তেক্‌গণ ক্রমে শক্তিশালী হইয়া উঠে। তোল্‌তেক্‌গণ শান্তিপ্রিয় ছিল, তাহারা ক্রমে দুর্ধর্ষ আস্তেক্‌দিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে, সমস্ত উত্তর- ও মধ্য-মেক্সিকোতে ক্রমে আস্তেক্‌গণের ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়। এই-সব ব্যাপার খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যেই ঘটিয়াছিল।

১৫১৯ সালে স্পেনীয়েরা প্রথম মেক্সিকো দেশে পদার্পণ করে। একজন স্পেনীয় সেনানী Hernando Cortes হের্নান্দো কোর্তেস মেক্সিকোতে আসিয়া উপনীত হন। সেই সময়ে মেক্সিকোর সভ্যতা চরম উন্নতির অবস্থায় আরোহণ করিয়াছে। মেক্সিকোর ঐশ্বর্য্য ও পার্থিব সভ্যতার উৎকর্ষ দেখিয়া সুসভ্য ইউরোপ হইতে আগত স্পেনীয়দেরও তাক লাগিয়া গিয়াছিল। তখন মধ্য-মেক্সিকোতে আস্তেক্‌গণ প্রায় তাবৎ অন্য জাতিকে পরাজিত করিয়া সুবিশাল একটী সাম্রাজ্য স্থাপন

করিয়াছে, তখন তাহাদের সম্রাট Motecuhzoma 'মোতেকুহ্‌সোমা' বা Montezuma 'মন্তেসুমা' দোর্দণ্ড-প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। উত্তর- ও মধ্য-মেক্সিকোর কতকগুলি জাতি তখনও আস্তেক্ সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে নাই। কতকগুলি আবার তাহা স্বীকার করিলেও, আস্তেক্‌দের বিরোধী ছিল। মিস্তেক্ ও সাপোতেক্ জাতিদ্বয়, এবং মায়া-কিচে জাতি কখনও আস্তেক্‌দের অধীনে আইসে নাই। যাহা হউক, আস্তেক্ সভ্যতা জগতের ইতিহাসে মানবের সৃষ্ট সভ্যতার মধ্যে এক অতি লক্ষণীয় সৃষ্টি ছিল। আমেরিকার লোকেরা লোহার বা মিশ্র ধাতুর ব্যবহার শিখে নাই, তীক্ষ্ণধার পাথরের কুঁচি দিয়া ইহারা ধাতু-নির্মিত অস্ত্রের কার্য্য চালাইত; লোহার ছেনী ব্যবহার না করিয়া ইহারা যে প্রকার বিরাট্ প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া, ঘষিয়া, মসৃণ করিয়া সৌধ নির্মাণ করিত, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যে অভিভূত হইয়া যাইতে হয়। ইহাদের মধ্যে লিখন-রীতিও উদ্ভূত হইয়াছিল; চিত্রের সাহায্যে ইহারা ভাব ও ধ্বনি উভয়ই প্রকাশ করিত, এবং জ্যোতিষ, দেব-চর্য্যা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে নানা রঙ্গের চিত্রময় পুথি লিখিত। আস্তেক্, সাপোতেক, মায়া প্রভৃতি জাতির প্রাচীন পুথিগুলি, মেক্সিকো ও ইউকাতান বিজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মান্ধ গোঁড়া কাথলিক পাদ্রিরা শয়তানের অপকীর্তি ভাবিয়া যথাশক্তি পুড়াইয়া ফেলে। ইহাদের হাত হইতে খানকয়েক পুথি কোনও ক্রমে রক্ষা পাইয়া যায়, সেইগুলি এখন ইউরোপ ও আমেরিকার নানা সংগ্রহ-শালায় সযত্নে রক্ষিত আছে, সেগুলির আলোচনা হইতেছে, এবং বহু স্থলে সেগুলি যথাযথ পুনর্মুদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

আস্তেক্‌দের (ও অন্য মেক্সিকো-বাসীদের) বাহ্য সভ্যতা নানা বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ছিল। ইহাদের বড়-বড় পাথরের ইমারত হইত; চিত্র-

বিদ্যা, ভাস্কর্য্য, মণ্ডন-শিল্প, মৃৎ-শিল্প, সোনা-রূপার কাজ, জহরতের কাজ, বয়ন-শিল্প, রঙ্গীন পালখের সাজে বস্ত্র-মণ্ডন, ইত্যাদি নানা শিল্পে ইহারা খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিল ; রাজ্য-শাসন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত সভ্যদেশোচিত ইহাদের রীতি-নীতি ছিল ; দেবতা ও ধর্ম ছিল, সুনিয়ন্ত্রিত ধর্মানুষ্ঠান এবং বিশেষ-রীতিতে শিক্ষিত পুরোহিত-শ্রেণী ছিল। ইহাদের ধর্ম ও দেবতা-বাদ মোটের উপরে অন্য প্রাচীন জাতির মতই ছিল ; ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের অধিষ্ঠাতৃরূপে ইহারা নানা দেবতার কল্পনা করিত, এবং দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য (খাদ্য, পশুবলি, পুষ্প, ধূপ) নিবেদন করিত ; নরবলিও দিত ; এবং আস্তেক্‌গণের মধ্যে নরবলির প্রথা অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। এই নরবলিই মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতার সর্বাপেক্ষা কলঙ্কের ব্যাপার ছিল। তোলুতেক্‌দের মধ্যে এই ভয়ানক প্রথা ছিল না, মায়া-কিচেদের মধ্যেও ছিল না, ও খুব সম্ভবতঃ অন্য জাতিগুলির মধ্যেও ছিল না। আস্তেক্‌দের নিকট হইতে এই প্রথা সর্বত্র প্রসারিত হয়। আস্তেক্‌রা ও তাহাদের দেখাদেখি অন্য জাতির লোকেরা বিশ্বাস করিত, দেবতাদের শক্তিতেই শস্য উৎপন্ন হয় (শস্যের মধ্যে মেক্সিকোর লোকেরা মাত্র ভুট্টা জানিত, মেক্সিকোর সভ্যতা বহুশঃ এই ভুট্টার চাষকেই অবলম্বন করিয়া পুষ্টিলাভ করে) ; কিন্তু দেবতারা মানুষের আহৃত যজ্ঞভাগ পাইলেই শক্তিমান্ থাকিতে পারেন ; যজ্ঞভাগের মধ্যে রক্ত ও মাংস ছিল প্রধান, বিশেষ-ভাবে নররক্ত ও নরমাংস ; প্রচুর নররক্ত ও নরমাংসের বলি পাইয়া তাঁহারা পুষ্ট ও মানুষের হিতৈষণায় নিযুক্ত থাকিতে পারিতেন। এইরূপ ভয়াবহ চিন্তা-রীতির বশবর্তী হইয়া ইহারা দেশটীকে নরবলির রক্তে প্লাবিত করিয়া দিত। আস্তেক্‌গণ বিজিত জাতির নিকট হইতে কর-রূপে প্রতি

বৎসর বলির জন্য মানুষ গ্রহণ করিত ; যুদ্ধে গৃহীত বন্দীদের বলি-রূপে বধ করা হইত। এই নরবলির ব্যাপারে নানা বীভৎস অনুষ্ঠান পালন করা হইত ; কোনও-কোনও স্থলে পুরোহিতগণ ধর্মের অঙ্গ-রূপে নিহত নর-পশুর মাংসও ভক্ষণ করিত ; এই সকল অনুষ্ঠান, আস্তেক্ ও অন্য মেক্সিকো-বাসীদের উচ্চ সভ্যতার সহিত, এবং দেবতাদের সম্বন্ধে তাহাদের উচ্চ ধারণার সহিত, মোটেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বলিদানের সাধারণ রীতি এই ছিল—একটী প্রস্তর বেদির উপরে বলি-স্বরূপ পুরুষ বা নারীকে আকাশ-মুখ করিয়া শোয়ানো হইত, চারিজন পুরোহিত তাহার দুই হাত দুই পা ধরিয়া থাকিত, এবং কৃষ্ণবর্ণের বেশ পরিহিত প্রধান পুরোহিত তীক্ষ্ণধার প্রস্তর-ফলকময় ছুরিকার আঘাতে হতভাগ্যের বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া, তাহার বক্ষ হইতে হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া দেবতার মূর্তির সামনে ধরিত, এবং দেবতার মুখে ও অন্য অঙ্গে ধূমায়মান রক্ত মাখাইয়া দিত। আস্তেক্‌দের আমলে এইরূপে সহস্র সহস্র প্রাণ বিনষ্ট হইত। স্পেনীয়েরা এই নরবলি ব্যাপারটী দেশের পুরাতন ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, ইহাই তাহাদের প্রধান কীর্ত্তি। কিন্তু তাহারা মধ্যযুগের রোমান-কাথলিক ধর্মের অনুমোদিত অন্যপ্রকারের নরবলির প্রচলন করে—বিধর্মী বা রোমান-কাথলিক ধর্মের বিরোধী ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারার রীতি ; ইহাতেও সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, স্পেনীয়েরা অন্য নানা অকথ্য অত্যাচার করিয়া মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীদের পার্থিব, মানসিক ও আত্মিক সমূহ অপকার করিয়াছিল।

মেক্সিকো-বাসীরা—বিশেষতঃ আস্তেক্‌গণ—বহু দেবতার পূজা করিত। পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল ; বিশেষতঃ,

যথাসময়ে বৃষ্টি-পাত দ্বারা দেশের মধ্যে শস্যের প্রাচুর্য্য যাহাতে হয়, তাহাই প্রধান কাম্য ছিল। মেক্সিকান্‌দের বিশ্বাস-মত দেবতারা সংখ্যায় অনেক ছিল। জীবনের বিভিন্ন দিক্ আশ্রয় করিয়া এক-একজন দেবতা —পুরুষ-দেব বা স্ত্রী-দেবী। ইহাদের বিশেষ রূপ ছিল; এবং বহু স্থলে একই দেবতার বিভিন্ন রূপ কল্পিত হইত। একই দেবতা মেক্সিকোর বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে পূজিত হইত, এবং তাহাদের নামও বিভিন্ন হইত। সাধারণতঃ আস্তেক্ জাতির মধ্যে প্রচলিত নাম ও রূপের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তথ্যই আমরা পাইয়া থাকি, কারণ এসম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী আলোচনা হইয়াছে; স্পেনীয় বিজয়ের সময় হইতেই, কৌতূহলী স্পেনীয় পুরোহিত ও অন্য লেখক দুই-চারিজন, এই বিষয়ে অনেক কথা লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আস্তেক্ জাতির দেবতাদের সম্বন্ধে যাহা আমরা জানি, তাহা আস্তেক্ ভিন্ন মেক্সিকো-দেশীয় অন্য জনগণের দেবতা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বহু দেবতার মধ্যে আস্তেক্‌দের মধ্যে তিনজন দেবতা সর্বপ্রধান বলিয়া পূজিত হইতেন। আবার ছোট-বড় দেবতাদের মধ্যে ঐক্যের ধারণাও ছিল, সমস্ত দেবতা এক মূল ঐশী শক্তিরই বিভিন্ন মুখ বা রূপ। ইহা হইতে এক ঈশ্বরেরও কল্পনায় আস্তেক্‌রা পঁহুছিয়াছিল। মেক্সিকোর দেবতা-বাদ বিশেষ জটিল ব্যাপার—একাধিক জাতির বিশ্বাস, কল্পনা ও ঐতিহ্য মিলিয়া-মিশিয়া ইহাতে একাকার হইয়া গিয়াছিল; আমাদের পৌরাণিক দেবতা-গ্রামের মত। ইহাদের ভাব-জগৎ আমাদের ভাব-জগৎ হইতে কতকগুলি বিষয়ে নিতান্ত পৃথক্; ইহাদের ভাষা পৃথক্, এবং ইহাদের ইতিহাসও আমাদের নিকটে অজ্ঞাত। ইহাদের দেবতাদের বড় বড় নামগুলিও বিশেষ আলোচনার বস্তু না হইলে আমাদের মনে রাখা কঠিন। যে তিনজন দেবতা আস্তেক্ দেবালোকের মধ্যে প্রধান

ছিলেন, তাঁহারা হইতেছেন যুদ্ধের দেবতা Huitzilopochtli 'উইৎ-সিলোপোচ্‌ৎলি', ঝড়ের দেবতা বিশ্বাত্মরূপ Tezcatlipoca 'তেস্কাৎ-লিপোকা', এবং শান্তি, সভ্যতা ও জীবনের দেবতা Quetzalcoatl 'কেৎসাল্‌কোআৎল্'। এতদ্ভিন্ন অন্য দেবতাদের মধ্যে ছিল Tlaloc 'ৎলালোক্', পর্জন্য বা বৃষ্টির দেবতা, ও তৎপত্নী Chalchihuitlicue 'চাল্‌চি-উইৎলিকুয়ে', জলের দেবতা; 'তেস্কাৎলিপোকা'র অন্যতমা স্ত্রী Xochiquetzal 'শোচিকেৎসাল' অর্থাৎ 'পুষ্প-পতত্রিণী' বা 'কুসুম-পক্ষিণী,' ইনি প্রেম ও কামের দেবী, এবং পুষ্প ও সুকুমার শিল্পের অধি-ষ্ঠাত্রী—পুরাণ-কথা অনুসারে, তিনি প্রথম সূর্য্যদেব অথবা পর্জন্যদেব Tlaloc-এর স্ত্রী ছিলেন, পরে 'তেস্কাৎলিপোকা'র গৃহীতা হন, ও স্বর্গে প্রেমের দেবীরূপে স্থাপিত হন; Cinteotl 'সিন্তেওৎল্,' ভুট্টার অধিষ্ঠাতা দেব, ও তৎপত্নী Xilonen 'শিলোনেন্' অর্থাৎ 'তরুণী শস্য-মাতা'; বিদ্যুৎ ও শিকারের দেবতা Mixcoatl 'মিশ্‌কোআৎল্' অর্থাৎ 'মেঘসর্প' বা 'মেঘনাগ'; ফুল ও উৎসবের কতকগুলি দেবতা; আগুনের দেবতা; মৃত্যুর দেবতা;—এইরূপ অসংখ্য দেবতা ছিল। যুদ্ধের দেবতা মূলে কেবল আস্তেক্ জাতির দেবতা ছিলেন। 'কেৎসাল্‌কো-আৎল্' আমাদের মনুর মতন, প্রাচীন তোল্‌তেক জাতির এক আদি রাজার সহিত অভিন্ন-রূপে কল্পিত হইতেন; এবং 'তেস্কাৎলিপোকা' ছিলেন ঝড়, বায়ু ও জীবনের পরিবর্তন-ধর্মের দেবতা। 'তেস্কাৎলিপোকা' বহুরূপ দেবতা; ইহাঁর গুণ ও ক্রিয়াবলী আমাদের দেবাদিদেব শিবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইনি পর্বত, ইনি নৈশ বায়ু, ইনি তারুণ্যের প্রতীক তরুণ দেবতা, ইনি ব্যাঘ্ররূপী, ইনি ইহাঁর উপাসকদের মধ্যে ও ইহাঁর নিকট বলি দেওয়ার জন্য রক্ষিত তরুণ-বয়স্ক যুবকদের মধ্যে অশরীরী রূপে বিদ্যমান। Tezcatlipoca নামের অর্থ, Smoking

Mirror বা Fiery Rock, 'জলদাদর্শ' বা 'ধূমমৎ-মুকুর' অথবা 'অগ্ন্যশ্ম'; ইহার প্রতীক ছিল অগ্নিশিখা বা ধূম উদ্গীরণ-কারী গোলাকার প্রস্তর-নির্মিত মুকুর; কচিৎ তাঁহার একটী পায়ের বদলে এই মুকুর অঙ্কিত হইত। Huitzilopochtli ধ্বংসের বা হত্যার দেবতা, আমাদের ভৈরব বা কালীর মত; শব্দটীর অর্থ, Humming-bird to the Left, 'বামস্থ-মক্ষিকাচটক,' অথবা Humming-bird Wizard 'মক্ষিকা-চটক মায়াবী'; humming-bird নামক ক্ষুদ্র পাখীর রঙ্গীন পালখে তৈয়ারী বস্ত্র বা পালখের মালা তাঁহার নিদর্শন। 'তেস্কাৎলিপোকা'কে আশ্রয় করিয়া, মেক্সিকোর লোকেরা একমাত্র ঈশ্বরের সম্বন্ধে ধারণায় পঁহুছিয়াছিল; 'তেস্কাৎলিপোকা'র উদ্দেশে (ও অন্য কতকগুলি দেবতার উদ্দেশে) যে-সমস্ত প্রার্থনা করা হইত, সেগুলি হইতে মেক্সিকান ধর্মের সর্বোচ্চ ভাব সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। মায়া-জাতির মধ্যেও ইঁহার প্রচার ছিল; মায়ারা ইঁহাকে Hurakan বা 'এক-পাদ' নামে অভিহিত করিত। মেক্সিকান জাতির চিন্তা ও ভক্তি কত উর্ধ্বে উঠিয়াছিল, তাহার নিদর্শন স্বরূপ এইরূপ একটী আস্তেক প্রার্থনার স্পেনীয় অনুবাদের ইংরেজী অনুবাদ হইতে বাঙ্গালা করিয়া দেওয়া হইল :—

হে শক্তিমান্ প্রভু, তোমারই পক্ষপুটের নিম্নে আমাদের রক্ষা, পালন ও আশ্রয় আমরা খুঁজি। বায়ু ও রাত্রির মত তোমাকে দেখা যায় না ও ধরা যায় না। আমি আমার দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা লইয়া আসিয়াছি, তোমার মহান্ গৌরবের সমক্ষে উপস্থিত হইতে সাহস করিয়াছি। আমি আমার নিবেদন জ্ঞাপন করিতে আসিতেছি, আমার যেন কণ্ঠরোধ হইতেছে, বাক্য স্খলিত হইতেছে; যে পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার মত আমার কথা ঘুরিয়া মরিতেছে। তোমার করুণা পাইবার আশা অপেক্ষা তোমার ক্রোধ-উদ্দীপনের আশঙ্কা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু প্রভু! আমার এই দেহ লইয়া যাহা ইচ্ছা করো; কারণ স্বর্গে ও নরকে থাকিয়া যাহা করিবে স্থির করিয়াছ, তদনুসারে তুমি আমাদের ত্যাগ করিয়াছ। আমাদের জীবনের প্রত্যেক দিনে তোমার ক্রোধ এবং তোমার অসন্তোষ পতিত হইয়াছে॥

হে প্রভু, তুমি নিতান্তই দয়াময়। তুমি জানো যে মরণ-ধর্মী মানুষ আমরা, শিশুর মত, দোষ করিয়া শাস্তি ভোগ করিলে আমরা ক্রন্দন করি ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করি, আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হই। এইরূপেই যে-সকল ব্যক্তি দেবতা-দত্ত শাস্তিতে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহারা নিজেদের প্রতি সাতিশয় অনুযোগ আনয়ন করে; তাহারা তোমার সমক্ষে পাপ স্বীকার করে; তাহারা কৃত দুষ্কার্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে, প্রায়শ্চিত্ত-হেতু কৃচ্ছ্রতা-সাধন করে। প্রভু, তুমি অতি উদার, তুমি অতি কৃপাশীল, তুমি অতি মহান্, তুমি অতি প্রিয়। তুমি যে শাস্তি দিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হউক্, এবং আমাদের শিক্ষা দিবার জন্য যে-সমস্ত বিপত্তি প্রেরণ করিয়াছ, সেগুলি ক্ষান্ত হউক॥

'কেৎসাল্‌কোআৎল্' আস্তেক জাতি ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যেও পূজিত হইতেন; মায়া-জাতির মধ্যে তাঁহার বিশেষ সম্মাননা ছিল, মায়া জাতির লোকেরা তাঁহাকে Kukulcan 'কুকুল্‌কান' বা Gucumatz 'গুকুমাৎস্' বলিত। এই শব্দগুলির অর্থ Feathered Serpent—'পালখ বা পর-ওয়ালা সাপ, পক্ষ-যুক্ত সর্প'; সংস্কৃতে 'পত্রিনাগ' বা 'পত্রনাগ' রূপে শব্দটী অনূদিত হইতে পারে। 'কেৎসাল্‌কোআৎল্' বা 'পত্রিনাগ' বা 'পাখী-সাপ', মানুষ-রূপেই কল্পিত হন; আবার পাখীর পালখ-মণ্ডিত সর্প-রূপেও তাঁহার কল্পনা হয়। যে দেব-শক্তি পক্ষীর মতন গগন-বিহার করে, আবার সর্পের মত পৃথিবীর অভ্যন্তরেও যাহার গতিবিধি, সেই দেব-শক্তির প্রতীক এই 'পত্রিনাগ' বা Feathered Serpent। আবার প্রাচীন সভ্যতার নায়ক, আদি যুগের এক বিখ্যাত নৃপতির সহিতও 'কেৎসাল্‌কোআৎল্' অভিন্ন-রূপে কল্পিত হন। এই দেবতা বিশেষ নম্র প্রকৃতির; কেবল ইঁহারই পূজায় নর-হত্যা হইত না। 'তেস্কাৎলিপোকা'কে আমাদের রুদ্র-শিবের সঙ্গে তুলনা করিলে, ইঁহাকে প্রজা-রক্ষক বিষ্ণুর আস্তেক প্রতিরূপ বলা যায়। এই দেবতাকে এখন পুনরায় মেক্সিকোর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে,

প্রাচীন মেক্সিকোর ও ইউকাতানের সভ্যতার দেবতা বা প্রতীক্ ভাবে গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন।

মেক্সিকো দেশ তাহার এই বিরাট্ ও বিস্ময়কর সভ্যতা লইয়া নিজ মহিমায় খ্রীষ্টাব্দ ১৫০০-তে বিরাজ করিতেছিল। মেক্সিকোর নানা জাতি আস্তেক্ রাজচ্ছত্রের তলদেশে মিলিত হইয়া একটী উৎকর্ষ-শীল মহাজাতিতে পরিণত হইবে, তাহার আয়োজন চলিতেছিল। ইহাদের মধ্যে পূজার জন্য নর-হত্যা ক্রমে যে বন্ধ হইত, এরূপ আশা করা যায়; কারণ এইরূপ নরবলি মেক্সিকোর প্রাচীনতর যুগের সুসভ্য জাতিগণের মধ্যে কখনও প্রচলিত ছিল না, যুদ্ধপ্রিয় আস্তেকৃগণই ইহার প্রচলন করে। এশিয়া ও ইউরোপের মিসর, বাবিলোন, ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, গ্রীস প্রভৃতি পরস্পর-সম্পৃক্ত সভ্যতা-গোষ্ঠি হইতে সম্পূর্ণ-রূপে স্বতন্ত্র-ভাবে উদ্ভূত মেক্সিকোর সভ্যতা, অভিনব পারিপার্শ্বিকে মধ্যে মানবের এক অপূর্ব সৃষ্টি। বিশ্বমানবের সভায় আমেরিকার মানবের শ্রেষ্ঠ উপহার—এই মেক্সিকোর সভ্যতা; এবং তৎপরে দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুর সভ্যতা। আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ বাধা-প্রাপ্ত না হইয়া নির্বিবাদে যদি তাহাদের দ্বারা আরব্ধ এই সৃজন-কার্য্যে আরও অগ্রসর হইতে পারিত, তাহা হইলে সমগ্র মানবজাতি ইহা হইতে ভাব-জগতে, মানসিক-জগতে ও বাস্তব-জগতে কত না নব সম্পদ্ প্রাপ্ত হইতে পারিত! প্রাচীন মিসর, প্রাচীন বাবিলোন, প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন ও মধ্য-যুগের ভারত ও চীন, প্রাচীন রোম, মধ্য-যুগের ইউরোপ ও জাপান, মধ্য-যুগের ইস্লামী জগৎ, এই সকল বিশিষ্ট দেশের পার্শ্বে স্পেনীয় বিজয়ের পূর্বেকার মেক্সিকো—আস্তেক্, মায়া ও অন্যান্য জাতির মেক্সিকো—সগর্বে মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান।

কিন্তু স্পেনীয় আক্রমণ ও বিজয়, ভগবানের অভিশাপের মত

মেক্সিকোর অধিবাসীদের উপরে পতিত হইল; যাহা তাহাদের দ্বারা সম্ভব ছিল, তাহা আর ঘটিতে পারিল না, এবং আর কখনও ঘটিতে পারিবেও না। সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট এই সম্ভাব্য উন্নতি ঘটিতে না পারা, বিশ্ব-মানবের পক্ষে একটা অপরিমেয় হানি বলিয়া বিবেচিত হইবে। মেক্সিকো আর নিজ মহিমায় দাঁড়াইয়া নাই। মেক্সিকোর জন-সাধারণ, সেই সব আস্তেক্, ওতোমি, তারাস্কান, সাপোতেক্, মিস্তেক্, মায়া প্রভৃতি প্রাচীন জাতির বংশধর; কিন্তু তাহাদের প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি, চারি শত বৎসরের স্পেনীয় সভ্যতার অর্থাৎ স্পেনীয় রাজনৈতিক অত্যাচারের ও শোষণ-মূলক শাসনের এবং কাথ-লিক ধর্মের গোঁড়ামির ও অসহিষ্ণুতার চাপে ও নির্বোধ ধ্বংস-লীলায়, এখন প্রায় অন্তর্হিত। এই চারি শত বৎসরের ইতিহাস, মেক্সিকোর অধিবাসিগণের মানসিক ও সংস্কৃতি-বিষয়ক ক্রমিক অবনতিরই ইতিহাস। প্রাণপণ করিয়া, অশ্রুত-পূর্ব বীরত্ব দেখাইয়া, মেক্সিকোর লোকেরা স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিল; কিন্তু তাহারা লৌহের ব্যবহার জানিত না, বর্মাবৃত ও কামান-বন্দুক-ব্যবহারকারী স্পেনীয়দের সামনে তাহারা দলে-দলে প্রাণ দিয়াছে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই। ১৫২১ সালে স্পেনীয়েরা মেক্সিকোর রাজা হইয়া বসিল। দেশ-জয়ের সময়েই যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতেই ধ্বংস-লীলা চলিতেছিল। স্পেনীয় পাদ্রিদের উৎসাহ পাইয়া ষোড়শ শতকের মধ্যে প্রাচীন ধর্মের চিহ্নমাত্র যাহাতে না থাকে, সে বিষয়ে চেষ্টা চলিল। এত বড় ধ্বংস-লীলা পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও হইয়াছে কিনা জানা যায় না। যেখানে-যেখানে স্পেনীয়দের শক্তি প্রসৃত হইল, সেখানে-সেখানে জোর করিয়া লোকেদের খ্রীষ্টান করা হইল (অর্থাৎ তাহারা যে খ্রীষ্টান, ইহা তাহাদের বাহতঃ স্বীকার করাইল), এবং প্রাচীন দেব-মন্দির, মূর্তি

প্রভৃতি ধ্বংস করা হইল। তাহার পরে মেক্সিকোর অধিবাসীদের কার্য্যতঃ উপনিবিষ্ট স্পেনীয়দের ক্রীতদাস করিয়া রাখা হইল—খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও।

কিন্তু এইভাবে নিপীড়িত হইলেও মেক্সিকোর লোকেরা মরিল না। তাহাদের জাতির মধ্যে নিহিত প্রাণ-শক্তি বাহ্যতঃ এই স্পেনীয় উৎপাতকে স্বীকার করিয়া লইল, কিন্তু আভ্যন্তর জীবনে তাহা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। অহিংস-ভাবে বাধা দিয়া মেক্সিকোর লোকেরা হিংস্র স্পেনীয় প্রকৃতি ও মনোবৃত্তিকে গ্রাস করিয়াছে—এবং স্পেনীয় বিজেতৃবর্গ এখন মেক্সিকোর জন-সাধারণের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে। ১৮০৫ সালে মেক্সিকোর বিভিন্ন জাতি সংখ্যায় ও পারস্পরিক অনুপাতে এইরূপ ছিল—শ্বেতকায় বা স্পেনীয়—১০ লাখ, বা সমগ্র দেশের লোকসংখ্যার শতকরা ১৮; মিশ্রিত (স্পেনীয় ও মেক্সিকান্)—২০ লাখ, বা সমগ্র দেশের লোকসংখ্যার শতকরা ৩৮; বিশুদ্ধ আদিম মেক্সিকোর লোক—২৫ লাখ, বা সমগ্র দেশের লোকসংখ্যার শতকরা ৪৪। ১৯১০ সালের হিসাবে দেখা যায়, শ্বেতকায় ঔপনিবেশিক স্পেনীয়গণ কিরূপে কমিয়া যাইতেছে, কিরূপে মেক্সিকানরা তাহাদিগকে হজম করিয়া ফেলিতেছে:—স্পেনীয়—১১॥ লাখ—শতকরা ৭॥০; মিশ্রিত—৮০ লাখ—শতকরা ৫৩; বিশুদ্ধ দেশীয়—৬০ লাখ—শতকরা ৩৯।

ইহাদের মধ্যে মিশ্র-জাতীয় যাহারা, তাহাদে বেশীর ভাগ-ই খাঁটী মেক্সিকান্‌দের মতনই জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে, অশনে ভূষণে মনোভাবে—এমন কি, চেহারাতেও—স্পেনীয় ভাব তাহাদের মধ্যে খুবই কম।

১৫৩১ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত মেক্সিকোর ইতিহাস বলিতে

মেক্সিকোর স্পেনীয় শাসক সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও কার্য্য-কলাপ বুঝাইত। দেশের প্রকৃত অধিবাসীরা, অর্থাৎ খাঁটী ও মিশ্রিত মেক্সিকান্ জন-সাধারণ, আছে কি নাই, তাহা জানিবার বা শুনিবার আবশ্যকতা ছিল না। দেশের লোকেরা ছিল native peons, Indian peons—দেশীয় মজুর মাত্র। ধর্ম নাই, রাজার জাতি স্পেনীয়দের কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে নিজেদের আচার অনুষ্ঠান ও চিন্তা-প্রণালী মিশাইয়া এক কিম্ভুত-কিমাকার খিচুড়ী ধর্ম পালন করে; ভাষা আছে, তাহার চর্চা নাই, সকলকেই স্পেনীয় শিখিতে হয়; ঐক্য নাই,—বিভিন্ন শ্রেণীর জাতির মধ্যে, স্পেনীয়দের আসিবায় পূর্বেকার সময়ের কলহ-বিবাদের স্মৃতি বিদ্যমান; দেশের মাথা বলিতে পারা যায়, এমন কোনও দেশীয় অভিজাত শ্রেণী নাই, প্রায় সকলেই ষোড়শ শতকের স্পেনীয়-বিজয়ের সময়ে প্রাণ দিয়াছে। এই অবস্থায় মেক্সিকোর মূক লোকেরা কি করিয়া ভাষা পাইতে পারে, কি করিয়া নিজ জাতীয় সংস্কৃতির, জাতীয় চরিত্রের অনুরূপ আত্মবিকাশ তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে?

চারি শত বৎসরে অবশ্য এই মেক্সিকান্ লোকেরা অবস্থা-গতিকে পড়িয়া নিজেদের হতশ্রী ও ভগ্ন সভ্যতাকে স্পেনীয় সভ্যতার অনপনেয় প্রতাপের ফলে কিঞ্চিৎ বদলাইয়া ফেলিয়াছে; সেটী ঘটিয়াছে, ভিতরে ও বাহিরে উভয় ক্ষেত্রেই; কিন্তু জাতির নাড়ীর সঙ্গে যথা-সম্ভব যোগ রাখিয়া এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। স্পেনীয় ভাষা এই কার্য্যে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে; মেক্সিকোতে নানা ভাষা ও উপভাষা এমন একটা সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছিল যে, সর্বজন-গ্রাহ্য একটী ভাষা না হইলে আর চলে না। স্পেনীয় ভাষা সেই অভাবের পূরণ করিয়াছে। খ্রীষ্টান ধর্মের বহিরঙ্গ গ্রহণ করিলেও, নিজ ধর্মের কতকগুলি নৃত্যাদি অনুষ্ঠান ইহারা

খ্রীষ্টান পর্বের সহিত জুড়িয়া দিয়াছে। রাজধানীর নিকটস্থ একটী গ্রামে যীশু-মাতা মারিয়া বা মেরীর এক মূর্তিকে ইহারা বিশেষ-ভাবে মেক্সিকান দেশীয় লোকেদেরই দেবী করিয়া তুলিয়াছে, Guadalupe 'উআদালুপে'-র মারিয়া বিশেষ করিয়া মেক্সিকান্-জাতিরই মাতৃস্থানীয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। দেশের প্রাচীন জীবন-যাত্রার পদ্ধতি কিন্তু ইহারা একেবারে ছাড়ে নাই—আগেকার মতই বাড়ীর মেয়েরা ভিজানো ভুট্টার দানা শিল-নোড়ায় করিয়া বাটিয়া, মাখা আটার মত সেই বাটা ভুট্টার তাল হইতে চাপাটী রুটী তৈয়ারী করে, এবং লঙ্কা-বাটার সহযোগে প্রস্তুত এক জাতীয় মটরের মত দা'ল যোগে বা পেরু-পাখীর মাংস যোগে আহার করে। বাড়ীর ধরণ, এবং তৈজস-পত্র মোটের উপর আস্তেক্ যুগেরই।

জাতির বাহ্য জীবনের কাঠামোটী মোটের উপর এখনও একরকম বজায় আছে। এখন শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইলে, মেক্সিকান্ জাতির লুপ্ত চৈতন্য আবার ফিরিতে পারে। সেদিকে এখন প্রয়াস দেখা যাইতেছে।

মেক্সিকোতে স্পেনীয়দের সংখ্যা কমিয়া যাইতে থাকে। ইতিমধ্যে ইউরোপ হইতে স্পেনের রাজা স্বীয় প্রতিনিধি পাঠাইয়া যে-ভাবে মেক্সিকো শাসন করিতেন, তাহার বিরুদ্ধে স্থানীয় স্পেনীয় ও মিশ্র লোকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ১৮০৮ সালে লড়াই আরম্ভ করে। ১৮২২ সালে স্পেনের সহিত মেক্সিকোর সম্বন্ধ শেষ হয়, এবং মেক্সিকো কার্য্যতঃ স্বাধীন হয়। স্পেনের অধীন থাকা কালে, স্পেনের লোকেদের সুবিধার জন্য অন্যায় ভাবে মেক্সিকোর লোকদিকে নানা অর্থ-নৈতিক অসুবিধায় ফেলা হইত। স্পেন হইতে ক্রমিক নূতন স্পেনীয় লোক আসিত, এবং মেক্সিকোর শ্রেষ্ঠ পদগুলি দখল করিত। এই

সকল নবাগত স্পেনীয় লোকেরা জন-সাধারণের ও উপনিবিষ্ট স্পেনীয়-দের বিশেষ অপ্রীতির কারণ ছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পরে, স্পেন হইতে নূতন লোকের আগমন বন্ধ হইল, এবং নবাগত স্পেনের লোকেদের উৎপাত কমিল; তখন হইতে স্থানীয় মিশ্র-জাতির ও দেশীয় লোকের প্রতিপত্তি বাড়ীতে থাকে। কিন্তু দেশের মেরুদণ্ড-স্বরূপ বিশুদ্ধ মেক্সিকান্-জাতীয় প্রজা যে ক্রীতদাসের অবস্থায় নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এবিষয়ে তখনও কাহারও টনক নড়ে নাই। ১৮৭৭ সালে Porfirio Diaz পর্ফিরিও দিআস্ মেক্সিকো রাষ্ট্রের নায়ক হন, এবং তিনি ১৮৮৪ সাল হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত দোর্দণ্ড-প্রতাপে শাসন করেন। দিআস্ বিদেশী বণিক্‌গণের হাতে মেক্সিকোর প্রজাদের বিকাইয়া দেন, তাঁহার রাজ্যে বাহ্যতঃ ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার, রাস্তা-ঘাট, রেল প্রভৃতির আড়ম্বর খুব হয়, কিন্তু দেশীয় প্রজার কোনও উন্নতি হয় নাই। ইতিমধ্যে ক্রমশঃ ক্ষয়শীল স্পেনীয়দের মধ্যে ও ক্রম-প্রবর্ধমান মিশ্র-জাতির মধ্যে এবং দেশীয় লোকেদের মধ্যে, মেক্সিকোর জাতীয়তার প্রতি, মেক্সিকোর প্রাচীন ও আধুনিক বৈশিষ্ট্য, ইহার সভ্যতা, শিল্প, গ্রাম্য-জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে, একটী সচেতন অনুরাগ দেখা দিতে থাকে। শিক্ষিত লোকে ক্রমে-ক্রমে বুঝিতে পারে, মেক্সিকো বলিতে মুষ্টিমেয় স্পেনীয় বিজেতাদের বংশধরেরা নহে, পরন্তু মূক অথচ অসাধারণ শক্তির আধার-স্বরূপ দেশীয় প্রজাবৃন্দ—আস্তেক্ ও মায়া জাতির ও অন্যান্য সুসভ্য জাতির বংশধর যাহারা, তাহারা, এবং স্পেনীয় ও দেশীয় উভয়ের মিশ্রণে জাত মধ্য-শ্রেণীর সমাজের ব্যক্তিগণ। মেক্সিকোর দেশীয় প্রজাগণের প্রতি গত চারি শত বৎসর ধরিয়া যে অবিচার, অন্যায় ও অত্যাচার হইতেছিল, তাহার প্রতিবিধানের কথা মেক্সিকোর Intelligentsia অর্থাৎ লোক-মতের পরিচালক শিক্ষিত-

বর্গের মনে মনে জাগিতে থাকে। Dr. Manuel Gamio মানুএল গামিও প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ বৈজ্ঞানিক উপায় দেখাইয়া দেন, প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী মেক্সিকোর জন-সাধারণকে কি ভাবে চালিত করা উচিত, যাহার ফলে তাহাদের সুপ্ত মনুষ্যত্ব আবার জাগিয়া উঠিতে পারে, তাহারা আবার বড় কথা ভাবিতে পারে, ও জাতীয় চিন্তা-রীতির অনুকূল প্রয়াস দ্বারা জগৎকে পুনরায় বড় কিছু দিতে পারে। কতকগুলি চিত্রশিল্পীর উদ্ভব হইল, ইঁহারা মেক্সিকোর প্রাচীন-জীবন ও পল্লী-জীবন লইয়া পড়িলেন। এই শিল্পীদের মধ্যে Diego Rivera দিয়েগো রিভেরা সর্বপ্রধান। মেক্সিকোর চাষা, শ্রমিক ও অন্য শ্রেণীর লোকের জীবন ইঁহার তুলিতে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, পৃথিবীর আধুনিক যুগের সর্ব-শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের মধ্যে অন্যতম বলিয়া ইনি এখন স্বীকৃত হইয়াছেন। মেক্সিকোর দেশীয় লোকের গ্রাম্য জীবন-চর্য্যা এবং সংস্কৃতি ইঁহার শিল্প-সাধনায় প্রধান অনুপ্রাণনা আনিয়াছে।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই সমস্ত আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-পরম্পরার প্রতিঘাত পহুঁছে। ১৯১৭ সালে মেক্সিকোর বিখ্যাত ভূমি-সম্বন্ধীয় আইন প্রচলিত হয়; এই আইনের ফলে মেক্সিকোর কৃষক-কুল নূতন করিয়া উন্নতির পথে জয়-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য সব প্রকারের দৈহিক ও মানসিক স্বাধীনতা ইহারা এখন পাইতেছে। এখন শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে-সঙ্গে ইহারা ক্রমে নিজেদের প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতির মূল্য কি, তাহা বুঝিতে পারিবে।

এই সমস্ত ব্যাপারকে মেক্সিকোর Indian Renaissance বলা হইয়াছে—মেক্সিকোর আদিম অধিবাসী, যাহাদের আমেরিকা-আবিষ্কারক Columbus কোলম্বস্‌-এর সময় হইতে Indian বলা হয়, —কোলম্বস্ ভারতবর্ষে যাইবার পথ খুঁজিবার চেষ্টায় আমেরিকার এক দ্বীপে দিয়া পহুঁছান, এবং ভারতবর্ষে পহুঁছিয়াছেন মনে করেন, ও স্থানীয় লোকদের Indio অর্থাৎ Indian বা ভারতীয় বলেন, ইহা হইতে এই ভুল প্রয়োগের উৎপত্তি—সেই মেক্সিকোর আদিম অধি-বাসীদের পুনর্জাগৃতি বা নব-চেতনা। একটা কিন্তু আশ্চর্য্য কথা এই যে, মেক্সিকোর বহু স্পেনীয় বিজেতা বা ঔপনিবেশিকের বংশধরেরাও এই Indian Renaissance of Mexico-তে যোগ দিয়াছেন—তাঁহারা তাঁহাদের ইউরোপীয় সভ্যতার রিকৃথকে আপাততঃ যেন ভুলিয়া গিয়া, যে-দেশে তাঁহারা চিরতরে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, সেই-দেশের আধুনিক সংস্কৃতিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যাহাতে সেই সংস্কৃতি তাহার প্রাচীন মূল হইতে (অর্থাৎ প্রাচীন মেক্সিকোর সভ্যতা হইতে) রস সংগ্রহ করিয়া স্বাভাবিক ভাবে পুষ্টি লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। Gerardo Murillo খেরার্দো মুরিল্যো নামে স্পেনীয়-বংশ-জাত এক পণ্ডিত এই কার্য্যের একজন অগ্রণী; ইনি মেক্সিকান পুনরভ্যুদয় ব্যাপারে এতটা উৎসাহশীল যে, নিজ স্পেনীয় নাম ত্যাগ করিয়া আস্তেক্ ভাষার এক নাম গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি এখন Dr. Atl ('আৎল্' অর্থে জল) নামে মেক্সিকোর সর্বজন-পরিচিত চিন্তানেতা। Carmen Mondragon কার্মেন মন্দ্রাগোন নামে একজন মহিলা, মেক্সিকান্ জীবনের চিত্র আঁকিয়া নাম করিয়াছেন; ইনিও নিজ স্পেনীয় নাম বর্জন করিয়া আস্তেক্-ভাষায় নাম গ্রহণ করিয়াছেন—Nahui Olin অর্থাৎ 'চতুর্গতি সূর্য্য'।

মেক্সিকোর জন-সাধারণ তাহাদের স্বাভাবিক সৌজন্য ও আভিজাত্য-পূর্ণ ব্যবহার এবং তাহাদের সৌন্দর্য্য-বোধ—এই দুইটী

জিনিস কখনও হারায় নাই। ইহাদের গ্রাম্য-শিল্প স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে গ্রামশিল্প-জগতে এক অপূর্ব বস্তু। গায়ে দিবার কম্বল (sarape 'সারাপে'—ছোটো পাতলা কম্বলের মাঝখানে লম্বালম্বি করিয়া একটু ফাড়িয়া লয়, তাহার ভিতর দিয়া মাথা চালাইয়া দেয়—বুকে ও পিঠে কম্বলের দুই অংশ ঝোলে—ইহাই মেক্সিকোর পুরুষদের জাতীয় পরিচ্ছদের প্রধান অঙ্গ—এই 'সারাপে' কম্বল) ইহারা নানা রঙ্গে ও নানা নক্‌শায় বুনে; ইহাদের পোড়া-মাটীর বাসন ও খেলনা রেখা-সুষমায় ও রঙ্গীন চিত্রে অতুলনীয়; নানা মণ্ডন-শিল্পে ইহাদের সূক্ষ্ম শিল্প-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়; এই-সমস্ত বিষয়ে এই জাতির মধ্যে যে শক্তি বিদ্যমান, যাহাতে তাহার পরিপুষ্টি হয়, তদ্বিষয়ে Indian Renaissance-এর নেতারা চেষ্টিত আছেন। সুখের বিষয়, এখন ইঁহারাই মেক্সিকোর লোক-শিক্ষা ও আভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন—শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী সংস্থাগুলি মেক্সিকোর জন-সাধারণ এখন ইঁহাদেরই হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছে।

রোমান-কাথলিক পাদরিদের প্রভাব মেক্সিকোতে ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে—তাহার কারণ, ইহারা স্পেনীয় জমিদারদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মেক্সিকোর প্রজাদিগকে বরাবর শোষণ করিয়াছে, তাহাদের কাছ থেকে ক্রমাগত অর্থ আদায় করিয়াছে,—এক নরবলি বন্ধ করা ভিন্ন, খ্রীষ্টান ধর্ম আর বিশেষ কোনও নূতন মহৎ কার্য্য মেক্সিকোতে করিতে পারে নাই। যখন ১৯১৭ সালের ভূমি-বিষয়ক আইন প্রণয়নের ফলে জমিদার এবং বিদেশী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের তথা পাদরিদের অধিকার হইতে চাষের জমি লইয়া আবার প্রজাদের প্রত্যর্পণ করা হইল, তখন হইতে পাদরিরা সরকারের বিরুদ্ধে

আত্ম-বিস্মৃত অজ্ঞ নিরক্ষর কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশীয় প্রজাদের ক্ষেপাইয়া দিয়া চারিদিকে বিদ্রোহ-ঘোষণার চেষ্টা করিল। অনেক জায়গায় প্রজারাও ধর্মের ও কুসংস্কারের বশে পাদরিদের প্ররোচনায় বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিল। কিন্তু সাধারণ প্রজারা পাদরিদের কথায় টলিল না। মেক্সিকোর গণতন্ত্র এখন বিরক্ত হইয়া রোমান-কাথলিক পাদরিদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। গোঁড়া খ্রীষ্টানীর প্রভাব হইতে প্রায় চারি শত বৎসর পরে এতদিনে মেক্সিকো মুক্ত হইল। এই ব্যাপারটীও মেক্সিকোর Indian Renaissance-এর পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে!

অবশ্য এ কথা বলিলে ভীষণ অত্যুক্তি করা হইবে যে, মেক্সিকো দেশে 'কেৎসাল্‌কোআৎল্‌,' 'তেস্কাৎলিপোকা,' 'উইৎসিলোপোচ্‌ৎলি.' প্রভৃতি প্রাচীন দেবতাদের পূজা আবার ফিরিয়া আসিবে, খ্রীষ্টানী একেবারে বিদূরিত হইবে। তাহা এতদিন পরে এই যুগে অসম্ভব, কারণ প্রাচীন ধর্মের ধারা প্রায় লুপ্ত; এখানে ওখানে তাহার স্মৃতি-মাত্র আছে, ক্বচিৎ বা তাহার দুই একটা অনুষ্ঠান প্রচ্ছন্ন ভাবে রোমান-কাথলিক অনুষ্ঠানের পার্শ্বে বা ঈষৎ অন্তরালে বিদ্যমান। কিন্তু মেক্সিকোর লোকেরা তাহাদের পূর্ব-পুরুষ হইতে লব্ধ মনোভাব এখন আর শয়তানের প্ররোচনার ফল বলিয়া মনে করিবে না, তাহারা তাহাদের পূর্ব-পুরুষদের সংস্কৃতি-সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইবে, ইহা অনুমান করা যায়; এবং প্রাচীন ধর্ম-জগৎ হইতে যে-টুকু শ্রেষ্ঠ, চিরন্তন ও প্রকৃত মানুষ তৈয়ারী করার পক্ষে উপযোগী, সেই-টুকু ইহারা গ্রহণ করিবে,—সজ্ঞানে খ্রীষ্টান ধর্মের নৈতিকতার সঙ্গে তাহার সমন্বয় করিয়া লইবে। প্রাচীন মেক্সিকোর সৌন্দর্য্য-বোধ দ্বারা তাহারা নিজেদের জীবনকে আরও সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিতে পারিবে; এবং

সব চেয়ে বড় কথা, তাহারা এই হৃত-চেতনার পুনরুদ্ধারের সঙ্গে-সঙ্গে আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইবে।

চারি শত বৎসর পরে মেক্সিকোর লোকেদের মনে জাতীয় (অর্থাৎ পিতৃপুরুষ হইতে লব্ধ) সংস্কৃতির সম্বন্ধে যে নব-চেতনা আসিয়াছে, অনুরূপ জিনিস তুর্কীদের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে, এবং কি ভাবে তাহা কার্য্যকর হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা আমরা দেখিতেছি। তুর্কী এখন তুর্কী থাকিয়াই বড় হইতে চায়, 'মুসলমান' নামের মধ্যে সে নিজ বৈশিষ্ট্যকে আর চাপিয়া রাখিতে চায় না ; আরবের ধর্ম তাহার পক্ষে কার্য্যকর হয় নাই, ইহাই তাহার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের অভিমত। সম্প্রতি পারস্যেও অনুরূপ হাওয়া বহিয়াছে। সুসভ্য আর্য্য পারস্য, সপ্তম শতকের মধ্যভাগে শেমীয় অর্ধ-সভ্য আরব কর্তৃক বিজিত হয় ; আরবের ধর্ম, সুসভ্য পারস্যকে গ্রহণ করিতে হয়। এই সংস্কৃতি ও ধর্ম-মূলক পরাধীনতার দুঃখ ও অপমান পারস্য কখনও ভুলিতে পারে নাই। এই দুঃখ ছিল বলিয়াই পারস্য শরিয়তের পরিপূরক সূফী-দর্শনে ও কবিতায় নিজের মনের গভীরতম অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করিয়াছিল, এবং ইস্‌লামকে তদ্দারা গৌরবান্বিত ও বিশ্বমানবের কাছে আদরণীয় করিয়াছিল। ইস্‌লামের প্রভাবে পড়িয়াও পারস্য তাহার প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিটুকু ভুলে নাই—রুস্তম, দারাব, অর্দশের বাবগান, শাহপুহ্‌র্‌, নোশেরওয়ান-এর নাম করিতে এখনও তাহার বুক দশ হাত হয়। ইউরোপের বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সোনার কাঠির সহিত স্পর্শের ফলে পারস্যের অতীত গৌরব সম্বন্ধে সুপ্ত চেতনা আবার জাগিতেছে—আরবের সভ্যতা, আরবের ভাষা—এমন কি, আরবের ধর্ম সম্বন্ধেও তাহার একটা উৎসাহের অভাব আসিতেছে। ইহার নানা লক্ষণ

পরিস্ফুট। ফারসী ভাষা হইতে আরবী-শব্দ-বিতাড়নের চেষ্টা, আরবী অক্ষর বর্জন করিয়া রোমান অথবা প্রাচীন অবেস্তা অক্ষরে ফার্‌সী ভাষা লিখিবার প্রস্তাব, জরথুশ্‌ত্রীয় মতবাদী পারসীদের ভারতবর্ষ হইতে পুনরায় পারস্যে আহ্বান, এবং শিক্ষিত সমাজে জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম-মতের আলোচনার প্রসার—এ-সমস্ত, ভিতরের পরিবর্তনের বাহ্য লক্ষণ। ইহার ফল কি দাঁড়াইবে, কিছুকাল পরে দেখা যাইবে।

নিজ জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি স্বাভাবিক টান সব দেশেই এখন দেখা যাইতেছে। মিসরের লোকেরা ভাষায় আরব বনিয়া গিয়াছে, কিন্তু কিন্তু মুখ্যতঃ ইহারা মিসরের আদিম অধিবাসীদেরই সন্তান। ইহারা এখন নিজ পূর্ব-পুরুষগণ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে,—প্রাচীন মিসরীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্প-কলা, ইতিহাস ইত্যাদি আলোচনা করিতেছে, গর্বের সঙ্গে নিজ পূর্ব-পুরুষদের উল্লেখ করিতেছে।

ভারতবর্ষের মুসলমান এখনই যতই না কেন ভারতের বাহিরে তাকাইয়া থাকুক, তাহার শ্রেষ্ঠ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মূল উৎস হিসাবে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার প্রতি, তাহার পিতৃ-পুরুষের কীর্ত্তির প্রতি তাহাকে গর্বের সঙ্গে তাকাইতেই হইবে। এ বিষয়ে শিক্ষিত মুসলমানের মনের গতি ধীরে-ধীরে ফিরিতেছে ; মেক্সিকোতে 'কেৎসাল্‌কোআৎল্‌'-এর মত, ভারতবর্ষের মুসলমানের মনে ভারত-মাতার আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে। যেদিন ভারতীয় মুসলমান এই আহ্বানে সাড়া দিবে, সেই শুভ দিনে ভারতের সমস্ত দুঃখ দূর হইবে॥

'আরব্য-রজনী'

১। আরবী ভাষার দুইখানি বিশ্ব-বিশ্রুত পুস্তক—'কোরান' ও 'আরব্য-রজনী'

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যে কয়টী ভাষার সাহিত্য মানব-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ-স্বরূপ বিদ্যমান, সে কয়টীর মধ্যে আরবী ভাষা অন্যতম। সংস্কৃত, গ্রীক ও চীনা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব অবশ্য আরবী সাহিত্যে নাই; আরবের মরু-জীবনের আধারে উপরে রচিত গীতি-কাব্য ও গাথা-কাব্য ভিন্ন, আরবী সাহিত্যের প্রায় সমস্তটাই অন্য দেশের—বিশেষ করিয়া গ্রীসের ও প্রাচীন ঈরানের—সাহিত্যের অনুপ্রাণনায় গঠিত। কিন্তু তাহা হইলেও, মুসলমান ধর্মের প্রথম ও প্রধান বাহন বলিয়া, আরবী ভাষার একটা অসাধারণ প্রতিষ্ঠা আছে, এবং সেই প্রতিষ্ঠার ফলে বিগত হাজার বারো-শ' বৎসর ধরিয়া আরব ও আরব ভিন্ন অন্য জাতির চেষ্টায় ইহাতে একটী বিরাট্ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং সে প্রতিষ্ঠা ইহার সাহিত্যকেও উন্নীত করিয়াছে। আরবী সাহিত্যের প্রসার সুবিশাল; ইতিহাস, বিশিষ্ট অর্থাৎ ইস্লামী ধর্ম-তত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, গদ্যে ও পদ্যে নিবদ্ধ সুকুমার সাহিত্য,—এ-সমস্ত বিষয়েই আরবীতে অসংখ্য পুস্তক রচিত হইয়াছে; এবং আরবীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে বিশ্বজনের উপযোগী বহু অমূল্য রত্ন আছে। আরবী ভাষায় রচিত পুস্তক-সমূহ মধ্যে কিন্তু দুইখানির নাম সর্ব-পরিচিত—এক, কোরান; এবং দুই, "অল্ফ্ লয়্লহ্ ওঅ লয়্লহ্" (Al-Kitābu Alfi Laylathin

wa Laylathin, সংক্ষেপে Alf Laylah wa Laylah) অর্থাৎ 'একাধিক সহস্র রজনী' (বা 'সহস্র রজনী ও এক-রজনী'), যে বইখানি সাধারণতঃ ইংরেজীতে The Arabian Nights' Entertainments, সংক্ষেপে The Arabian Nights, এবং ইহার অনুবাদে বাঙ্গালায় 'আরব্য-রজনী' বা 'আরব্য-উপন্যাস' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোরানের অন্ততঃ নামের সঙ্গে শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে কোটি-কোটি লোক পরিচিত; ইহা ইসলাম-ধর্মের প্রধান প্রতিষ্ঠা-ভূমি; মুসলমানদের বিশ্বাস অনুসারে, ইহা ঈশ্বর-প্রোক্ত ও নবী মুহম্মদ-প্রচারিত অভ্রান্ত শাস্ত্র; সাধারণ মুসলমানদের বিশ্বাস বা ধারণা যে, ইহা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক, ইহার সঙ্গে অন্য কোনও বইয়ের তুলনা হয় না; সেইজন্য মুসলমান-সমাজে ইহাকে 'কোরান-শরীফ' বা 'কোরান মজীদ' অর্থাৎ 'গৌরবময় বা মহান্ কোরান' বলিয়া অভিহিত করা হয় (আমরা হিন্দুরা যেমন 'শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' বলিয়া থাকি)। লক্ষ-লক্ষ ধর্ম-প্রাণ মুসলমানের নিকট কোরান নিত্য-পাঠ্য, জীবনের প্রধান অবলম্বন এবং শান্তি ও শক্তির উৎস; সমগ্র ইস্লামীয় জগতে, মগ্‌রেব বা মরক্কো ও পশ্চিম-আফ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর চীন এবং দ্বীপময়-ভারত পর্য্যন্ত, এবং রুষের ভোল্‌গা-নদী হইতে মধ্য- ও পূর্ব-আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের কয়েক কোটি মুসলমান নর-নারী, প্রত্যহ কোরানেরই অংশ-বিশেষ মূল আরবী ভাষায় আবৃত্তি করিয়া আপনাদের ঈশ্বরারাধনার অনুষ্ঠান পালন করে। মুসলমানদের সঙ্গে যাহাদের যোগ আছে, অথবা যাহারা মুসলমানদের কথা অল্প-মাত্রও জানে, তাহাদেরও 'কোরান' এই নামটি অন্ততঃ জানিতে হয়। কিন্তু কোরানের নামের সঙ্গে বহু কোটি লোকের পরিচয় থাকিলেও,

আরবী ভাষার কোনও বই যদি সত্য-সত্য মুসলমান জগতের বাহিরে বিশ্বমানব কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতেছে 'অলৃফ্ লয়্লহ্' বা 'আরব্য-রজনী'। অপূর্ব কল্পনার ও রোমান্স বা রমন্যাসের নিকেতন বলিয়া 'আরব্য-রজনীর'র কথা বা উপাখ্যানগুলি লোকপ্রিয়তায় এখন সর্ব-দেশে সর্ব-শ্রেণীর ও সর্ব-বয়সের মানবের নিকট যে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে, খুব কম বইয়ের বা রচনার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কতকগুলি—খান দশ-বারো—বইয়ের বা গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আরব্য-রজনী' অন্যতম। কেবল সাহিত্য-রসের আকর বলিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা বা সমাদর নহে; ইহা সমগ্র আরব-জাতির বহু-শত-বর্ষ-ব্যাপী সংস্কৃতির পরিচায়ক, প্রতিভূ-স্থানীয় গ্রন্থ। এই হিসাবে, 'আরব্য-রজনী'কে আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণগুলি, ইহুদীদের ইতিহাস-পুরাণ ও ধর্ম-শাস্ত্রের সংগ্রহ (ইহুদীরা Thorah 'থোরাহ', Nebhiim 'নেভীইম্' ও Kethubhim 'কেথূভিম্' এই বিভিন্ন নামে যে সংগ্রহের বিভিন্ন অংশকে অভিহিত করে, ও মিলিত যাহা হইয়া একমাত্র গ্রন্থরূপে খ্রীষ্টানদের নিকট Old Testament অর্থাৎ 'পুরাতন নিয়ম বা সাক্ষ্য বা শাস্ত্র' নামে পরিচিত), ঈরানের মহাকবি ফিরদৌসীর সঙ্কলিত ও রচিত 'শাহ্নামা' প্রভৃতি বিরাট্ বইগুলির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। ভারতবর্ষের রামায়ণ ও মহাভারত, ঈরানের শাহ্নামা, হোমেরের ইলিয়াদ ও ওড্‌সসেইআ ('অডিসি') এবং প্রাচীন গ্রীসের ট্রাজেডি নাটক-মালা, ইহুদীদের 'প্রাচীন নিয়ম', দান্তের গ্রন্থাবলী, শেক্স্পিয়র-এর নাটকাবলী, মোলিয়েরে-এর নাটকাবলী, গ্যেটের রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী—বিশ্ব-সাহিত্যের এই সমস্ত প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে, 'আরব্য-রজনী'ও স্থান

পাইবার যোগ্য। 'আরব্য-রজনী'-র একটু বৈশিষ্ট্য আছে—ইহা উপর্যুক্ত প্রাচীন গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলীগুলির মত কেবল একটী বিশিষ্ট জাতির সংস্কৃতির সাহিত্যিক প্রকাশ নহে; আরবী ভাষায় লিখিত হইলেও, এবং সেই হেতু মুখ্যতঃ আরবী-ভাষী জাতি-সমূহের মধ্যে ইহার উৎপত্তি বা সঙ্কলন এবং বিকাশ ও শেষ রূপ-গ্রহণ ঘটিলেও, ইহাকে মোটামুটি ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-পূর্ব-আফ্রিকার (মিসরের) ও পূর্ব-এশিয়ার (পালেস্তীন ও সিরিয়া, রূম বা তুর্কীদেশ, ইরাক, আরবদেশ ও পারস্যের)—এক কথায়, ইসলাম কর্তৃক এক-সভ্যতা-সূত্রে গ্রথিত পূর্বী-আরব ও ঈরানী প্রভৃতি জাতি-সমূহের, সাধারণ ইসলামীয় সংস্কৃতির সাহিত্য-নিবদ্ধ দর্পণ।

২। আরবী সাহিত্যের দুই ধারা বা স্তর—

(১) বিশুদ্ধ বা জাতীয়, (২) আন্তর্জাতিক ইস্‌লামীয়

সমগ্র আরবী সাহিত্যের দুইটী দিক বা বিভাগ অথবা রূপ আছে—(১) জাতীয় অর্থাৎ বিশুদ্ধ আরব রূপ, এবং (২) আন্তর্জাতিক অথবা ইস্‌লামী রূপ। মরু-বাসী বেদুইন বা বদ্দু আরব মুখ্যতঃ এবং অল্প-স্বল্প উত্তর-আরবের নগর-বাসী আরবগণ নবী মুহম্মদের পূর্ব হইতেই নিজ মাতৃভাষা আরবীতে একটী জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া তুলিতেছিল। এই সাহিত্য প্রধানতঃ কাব্যময়; ইহাতে মরু-বাসী যাযাবর আরবদের সমাজের চিত্র—আরবদের জীবন-যাত্রা, তাহাদের শান্তির জীবন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ আশা ও আশঙ্কা, আদর্শ ও জুগুপ্সা, সুখ ও দুঃখ, প্রেম ও বিদ্বেষ, স্তুতি ও নিন্দা প্রভৃতি, বিশেষ সততা ও সারল্যের সহিত, সার্থক ও মনোহর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই জীবনের পরিধি অল্প, কিন্তু ইহা ছিল অত্যন্ত তীব্র ভাবে উপলব্ধ জীবন। নবী মুহম্মদের

পূর্বের, তাঁহার সমসাময়িক, ও তাঁহার পরের বহু কবির গাথা ও কবিতা অবলম্বন করিয়া আরবদের এই জাতীয় সাহিত্য। বেশীর ভাগ, কবি ও চারণদের মুখে-মুখে এই সাহিত্য ঘুরিত। ইসলাম-ধর্মের প্রতিষ্ঠার পরে, কোরানের আরবী ভাল করিয়া আলোচনার সুবিধার জন্য প্রাচীন ও বিশুদ্ধ আরবী-ভাষার নিদর্শন হিসাবে, ও পরে এই-সব কাব্য ও কবিতার মধ্যে নিহিত ঐতিহাসিক উপাদানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, মুসলমান-ধর্ম স্বীকার করিয়া লইবার পরে ঈরানী পণ্ডিতদের চেষ্টাতেই প্রধানতঃ এই-সকল কবিতা ও গাথার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ হয়, এগুলি কয়েকখানি পুস্তকে নিবদ্ধ হয়। এইরূপ প্রাচীন আরব-কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে সব-চেয়ে পুরাতন হইতেছে 'অল্-মু'অল্লকাৎ অল্-স্বব'' অর্থাৎ 'সাতটী টাঙ্গানো কবিতার সংগ্রহ'; নবী মুহম্মদের পূর্বের যুগে আরবদের প্রধান তীর্থ-স্থান মক্কার কাবা-মন্দির যখন প্রতিমা-পূজার কেন্দ্র ছিল, তখন কাব্য-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি বিশেষজ্ঞ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া সোনার অক্ষরে লিখিয়া সেগুলিকে ঐ মন্দিরের গায়ে টাঙ্গাইয়া রাখা হইত, 'মু'অল্লকাৎ' এইরূপ সাতটী দীর্ঘ কবিতার সংগ্রহ, ইহা ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জনৈক ঈরানী-বংশজ পণ্ডিতের দ্বারা সংগৃহীত হয়। তাহার পরে 'অল্-মুফদ্দ্বলিয়াৎ', 'কিতাব-অল-ঃহমাসহ্', 'কিতাব-অল্-অঘানী, 'অল্-অসমা'ইয়াৎ' প্রভৃতি আরও কতকগুলি দীর্ঘতর সংগ্রহ-পুস্তক সঙ্কলিত হয়। এই-সব কাব্য ও কবিতায়, আদিম অবিমিশ্র আরব মরু-জীবনের চিত্র চিরতরে সংরক্ষিত হইয়া আছে, এবং এগুলিই আরবদের সত্যকার জাতীয় সাহিত্য। হজরৎ মুহম্মদের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে আরব দিগ্বিজয় আরম্ভ হইল, আরবেরা তিন পুরুষের মধ্যে 'সিন্ধু হইতে হিস্পানী শেষ' এক বিরাট্ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল; মুহম্মদ সমস্ত আরবদেশকে এক-রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া যান, তাঁহার

উত্তরাধিকারীরা সিরিয়া, পারস্য, মিসর ও মধ্য-এশিয়ার কিয়দংশ, এবং ভারতবর্ষে সিন্ধু-প্রদেশ জয় করেন, ওদিকে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে, মাণ্টায় ও সিসিলি দ্বীপে আরব অধিকার বিস্তৃত হয়। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে এই আরব সাম্রাজ্য ওম্ময়া-বংশীয় খলিফা বা রাজাদের হাত হইতে 'অব্বাসী-বংশীয় খলিফাদের হাতে যায়, এবং রাজপাট সিরিয়ার দমস্কস্ হইতে ইরাকের বগ্‌দাদ নগরে স্থানান্তরিত হয়। এই ঘটনার পরে, আরব সংস্কৃতি ও আরব সাহিত্য আর কেবল আরবদের এক্তিয়ার বা অধিকারে রহিল না। এক 'বৃহত্তর আরব ভূমি' গঠিত হওয়ায়, ইহার সংরক্ষণ ও পরিপোষণে আরবী-ভাষী সিরীয় ও মিসরী, মগরেবী ও হিস্পানী যেমন একদিকে ইরাকী ও হেজাযী, নজ্‌দী ও য়মনী, ওমনী ও হাদ্রামৌতীর সঙ্গে মিলিয়া গেল, তেমনি, ভাষায় যাহারা মূলতঃ আরব ছিল না এইরূপ জাতি-সমূহের বহু ব্যক্তি, ইসলামের যোগ-সূত্রের বলে আরবদের সহিত এই কার্য্যে সম্মিলিত হইলেন; ইরাকে উপনিবিষ্ট এবং স্বদেশে স্থিত বহু ঈরানী পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক আরবী-ভাষা শিখিয়া তাহাতে নানা বিষয়ে বই লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইরূপে বগ্‌দাদকে কেন্দ্র করিয়া আরবী সাহিত্যের প্রসার বাড়িল—এক বৃহত্তর ইসলামীয় জগতে আরবের প্রাথমিক নেতৃত্ব সত্ত্বেও সেই জগতের মধ্যেই আরবের বিশিষ্ট সত্তাকে লোপ করিয়া দিল। মরু-বাসী অথবা নগর-বাসী 'জাত্' বা বিশুদ্ধ আরবেরা আগের মত বেদুইন বা মরু-বাসী আরবদের জীবন লইয়া কাব্য রচনার ধারা প্রবহমান রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন বটে, কিন্তু এই ধরণের কবিতা ও তাহার আনুষঙ্গিক মনোভাব, ইসলামের পূর্ণতর জীবনের সমক্ষে, বৃহত্তর ও নবীনতর আরব সভ্যতার সমক্ষে, নিতান্ত সেকেলে এবং অচল হইয়া গেল, ও যথাকালে নবীন যুগের পক্ষে অনেকটা নিরর্থক এবং

অনুপযোগী বলিয়া, ঐ জিনিসের লোপ ঘটিল। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (যে বৎসর বর্বর মোঙ্গোল জাতির আক্রমণের ফলে বগ্‌দাদ নগরী আক্রান্ত, বিজিত ও বিধ্বস্ত হয় এবং ইস্‌লামী সভ্যতার ও মুসলমান দেশসমূহের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ঐক্যের অবসান ঘটে), এইভাবে বৃহত্তর আরব সংস্কৃতির ও বৃহত্তর আরব সাহিত্যের যুগ বেশ জোরের সঙ্গেই চলে। তাহার পরে ঈরানীরা নিজ মাতৃভাষা ফারসী লইয়া আরও উৎসাহের সঙ্গে সাহিত্য-রচনায় লাগিয়া যায়, এবং কয়েক শতক ধরিয়া ঈরানী পণ্ডিতেরা আরবীতে লেখার রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিলেও ঈরান ক্রমে বৃহত্তর আরবের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়ে; ফলে, আরব সাহিত্য আগেকার মত সমগ্র মুসলমান জগতের—অন্ততঃ মুখ্যতঃ আজম ও আরব অর্থাৎ পারস্য ও আরবের—নিজস্ব বস্তু আর থাকিতে পারে না।

৩। আরব্য-রজনীর উদ্ভব ও বিকাশ

বিশুদ্ধ বা জাতীয় আরব-যুগের অবসানের সময় হইতেই 'আরব্য-রজনী'র উপাখ্যানগুলি আরবী ভাষায় 'অল্‌ফ্‌ লয়্‌লহ্‌ ওঅ লয়লহ্' নাম দিয়া একখানি বইয়ে সংগৃহীত হইতে থাকে, এবং তদনন্তর শতকের পর শতক ধরিয়া অজ্ঞাতনামা লেখক ও কবিদের হাতে এই গ্রন্থ আরও নূতন-নূতন উপাখ্যানের সংযোগে, পূর্ণতর ও বৃহত্তর আরব জীবনের প্রতীক-রূপে, ইহার আধুনিক আকার গ্রহণ করিতে থাকে। নানা জাতির আহৃত উপাদান 'আরব্য-রজনী'তে আসিয়া মিলিয়াছে; প্রাচীন বা বিশুদ্ধ আরব জগৎ হইতে কতকগুলি জিনিস আসিয়াছে, ভাবা ও রচনাভঙ্গী আসিয়াছে; ঈরানের নিজস্ব ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক বা রমন্যাসাত্মক আখ্যান বা আখ্যান-শৈলী আসিয়াছে;

মধ্য-যুগের ভারতবর্ষের অদ্ভুত রসের আখ্যায়িকার ধারা, যে ধারা আমরা 'বৃহৎকথা' এবং 'কথাসরিৎসাগর'-এ পাই, তাহা, এবং ভারতের হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্রের কথা, পারস্যের মারফৎ 'আরব্য-রজনী'তে আসিয়া জুটিয়াছে; তাহার উপর, ইরাকে বগ্‌দাদ-নগরীতে ও অন্যত্র হারূন্ অল্‌-রশীদ প্রমুখ 'অব্বাসী-বংশীয় খলীফাদের রাজত্ব-কালে যে আরব নাগরিক সভ্যতা রূপ-গ্রহণ করিয়াছিল, ও মিসরে কাইরো-নগরীতে ও সিরিয়ায় দমস্কস-নগরীতে ফাতিমী, অয়্যূবী ও মম্‌লূক বংশীয় সুলতানদের কালে যে অনুরূপ নগরিয়া আরব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রকাশক বহু ঐতিহাসিক ও অর্ধ-ঐতিহাসিক কাহিনী, বহু বাস্তব অর্থাৎ সামাজিক ও পারিবারিক উপাখ্যান বা জীবন-চিত্র, ও বহু অদ্ভুত রসের কথা, এ-সমস্তও আসিয়া মিলিত হয়; আরব মুসলমান পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য, আরব বণিক্ ও নাবিকদের অভিজ্ঞতা, তাহাদের দূর-দূর দেশের কাহিনী; গ্রীক ও সিরীয় এবং প্রাচীন মিসরী জগতের গাল-গল্প; আরব মুসলমানের শত্রু ক্রুশ-যুদ্ধের যুগের ইউরোপীয়দের নিকট হইতে পাওয়া বা তাহাদের সম্পৃক্ত উপাখ্যান; ইত্যাদি ইত্যাদি নানা আখ্যান-বস্তু মিলিত হইয়া, এক মুসলমান আরবের ছাঁচে ঢালা হইয়া, সমগ্র আরব জাতির চেষ্টায় ও অন্য নানা জাতির সহায়তায়, এই অদ্ভুত বই 'আরব্য-রজনী' নিজ বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিয়া, যেন বিশ্বমানবের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে।

এই বই গড়িয়া উঠিতে প্রায় ৮০০ বৎসর লাগিয়াছিল, এবং গত ২০০ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ইহা আরবেতর পশ্চিম-জগতের চিত্ত জয় করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের কোঠায় পঁহুছিয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় ফরাসী প্রাচ্য বিদ্যাবিৎ Antoine Galland আঁতোআন্ গালাঁ (জীবৎকাল ১৬৪৬—১৭১৫) ইস্তাম্বুল হইতে ফরাসী-

দেশে 'আরব্য-রজনী'-র গ্রন্থের একখানি হস্ত-লিখিত পুস্তক আনিয়া, ফরাসীতে অনুবাদ করেন (এই অনুবাদ ১৭০৭—১৭১৭ সালে ১২ খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়)। ইহার প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে ইউরোপের অন্য নানা ভাষাতে ইহার অনুবাদ হয়, এবং 'আরব্য-রজনী'কে সমগ্র ইউরোপ আপনার করিয়া লয়। কিন্তু 'আরব্য-রজনী'র অনুরূপ উপাখ্যান ইহার বহু পূর্বেই, ক্রুসেড-যুদ্ধের কালে মধ্য-যুগে, ইতালীয় ও ফরাসী যোদ্ধা ও লেখকদের মারফৎ পশ্চিম-ইউরোপে পঁহুছিয়াছিল; এবং স্পেন ও সিসিলি দ্বীপে আরবদের সংস্পর্শে আসিয়া স্থানীয় জনগণ আরব রোমান্সের মোহে পড়িয়াছিল।

মুসলমান সভ্যতা ও পারস্যের সংস্কৃতির সঙ্গে-সঙ্গে আরব্য রজনীর গল্প কিছু-কিছু ভারতবর্ষেও আসিতে থাকে, এবং সম্ভবতঃ ফারসী অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের বাঙ্গালা দেশেও এই সব গল্প কিছু-কিছু প্রচারিত হয়। ১৬৬০-১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে চট্টগ্রাম-আরাকানের বাঙ্গালী মুসলমান কবি সৈয়দ আলাওল 'আরব্য-রজনী'-র একটী উপাখ্যান 'সৈফুল্-মুলুক ও বদীউজ্জমান' বাঙ্গালায় কাব্যাকারে ভাষান্তরিত করেন। 'আরব্য-রজনী'-র কতকগুলি রোমান্টিক আখ্যানের অনুকরণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পাওয়া যায়; এবং পরে উর্দূ-ভাষায় উদ্ভব হইলে, উর্দূতেও ইহার অনুবাদ এবং অনুকরণ হয়।

৪। আরবদের জাতীয় বীর-কথা 'সীরৎ-'অন্তর্' ও অনুরূপ গ্রন্থ

আরব সাহিত্যের যে দুইটী বিভাগ বা যুগের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ বৃহত্তর ও মুসলমান আরব জগতের, সর্বগ্রাহী আরব সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতির বিভাগের বা যুগের উপাখ্যান-

সংগ্রহ হইতেছে 'আরব্য-রজনী'। এই বইয়ে যে আরবকে পাইতেছি, সে যাযাবর মরুবাসী বেদুইন বা বদ্দু নহে, সে হইতেছে বসরা বা বগ্‌দাদ অথবা দমস্কস বা কাইরো নিবাসী নাগরিক আরব; সে কেবল লুঠেরা বা রাখাল মরু-সন্তান নহে; সে নগর-বাসী বণিক্ বা বিদ্যাজীবী, সমগ্র জগতের খবর সে রাখিতে চায় ও রাখে। তাহার মনের প্রসার হইতেছে সুসভ্য নগর-বাসীর। কিন্তু মরু-বাসী আরব, যাহারা মরুতেই রহিয়া গেল, নগরের বিচিত্রতর বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে যাহাদের যোগ তেমন ঘটিল না, তাহাদের সংকীর্ণ জীবনের অভ্যস্ত বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আগে তাহাদের সমাজের কবি যে কবিতা রচনা করিত, এখন সে সেই-সকল কবিতার ভাবে অনুপ্রাণিত, খাঁটি মরু-বাসী আরবের জীবনের পরিচায়ক গল্পের রচনায় মনোনিবেশ করিল। ওদিকে যেমন স্বদেশী বিদেশী নানা গল্প লইয়া 'আরব্য-রজনী'-র রূপদান চলিল, এদিকে তেমনি আরবের প্রাচীন যুগের, নবী মুহম্মদের পূর্বের কালের, একজন বিখ্যাত আরব যোদ্ধা ও কবির জীবন-কথার আধারে, 'আরব্য-রজনী'রই মত গদ্য-পদ্য-মিশ্র এক বৃহৎ রোমান্টিক পুরাণ-কথার উদ্ভাবনা হইল। হজরৎ মুহম্মদের পূর্বে আরবদের মধ্যে শদ্দাদ-পুত্র 'অন্তরৎহুন্ বা 'অন্তর্ নামে এক সুবিখ্যাত বীর পুরুষ ছিলেন, ইনি নামী কবিও ছিলেন, ইঁহার রচিত একটী কাব্য পূর্বে উল্লিখিত 'অল্-মু'অল্লকাৎ' গ্রন্থের সাতটী কাব্যের মধ্যে অন্যতম। শৌর্য্যে, এবং মরু-বাসী আরবদের মনোমত নানা গুণের জন্য, 'অন্তর্ ইহাদের আদর্শ পুরুষ হইয়া দাঁড়ান। ইহার জীবনের মুখ্য কথাগুলি এই: ইঁহার পিতা 'অবস্-উপজাতির নেতা বা কুলপতি ছিলেন, কিন্তু ইঁহার মাতা ছিলেন এক কাফরী ক্রীতদাসী; কিন্তু জন্মের অমর্য্যাদা ইঁহার অদ্ভুত বীরত্বময় কীর্ত্তি-কলাপে মুছিয়া যায়। ইঁহার

পিতৃব্যপুত্রী 'অব্‌লহ্‌ ইঁহার প্রণয়-পাত্রী ও পরে আরব সমাজের রীতি অনুসারে ইঁহার পত্নী হন, কিন্তু 'অব্‌লহ্‌কে লাভ করিবার পূর্বে ইঁহার বীরত্বের বহু পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। শেষে ইঁহার কবিতা মক্কার কাবা-মন্দিরে টাঙ্গাইয়া দিয়া, প্রাচীন আরব জাতির মধ্যে কবির সর্বোচ্চ সম্মান ইঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। অতি বৃদ্ধ বয়সে 'অন্তর্‌ যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 'অন্তরের জীবনের কাহিনীর উপর কল্পনার বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশ করিয়া, প্রাচীন জীবনের অনুরাগী আরবগণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক হইতেই একটি রমন্যাস-চক্র গড়িতে আরম্ভ করে। ক্রুসেড-যুগের যুদ্ধের সময়ে ইউরোপের (বিশেষ করিয়া ইতালি ও ফরাসী দেশের) রমন্যাসাত্মক আখ্যানাবলীর প্রভাব 'অন্তর্‌-কাহিনীতে প্রবেশ করিতে থাকে; এবং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যে এই কাহিনী অনেকটা ইহার আধুনিক বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বগ্‌দাদের খলীফা হারূন্‌-অল্‌-রশীদের অন্যতম সভা-পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও বৈয়াকরণ অস্‌মা'ঈ, 'অন্তর্‌-সম্বন্ধে প্রচলিত আরব লোক-গাথা অবলম্বন করিয়া প্রথম একখানি ক্ষুদ্রাকার 'সীরৎ-'অন্তর্‌' রচনা করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যাহা হইয়া থাকে, তাহা হইল; ইহার লোকপ্রিয়তার জন্য 'সীরৎ-'অন্‌তর্‌,' অর্থাৎ 'অন্তর-কাহিনী,' "শা'এর" বা কবি ও লেখকদের হাতে এবং "রাওঈ" অর্থাৎ চারণ বা পাঠকদের মুখে ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতে থাকে; এবং অবশেষে উপস্থিত কালে ইহা একটী অতি বৃহৎ গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। এই বীর-কাহিনী দুইটী বিভিন্ন সংস্করণে পাওয়া যায়—একটী বৃহত্তর "হিজাযী" বা আরব সংস্করণ, এইটী ৩২ খণ্ডে কাইরোতে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং অন্যটী ক্ষুদ্রতর "শামী" বা সিরিয়া-দেশের সংস্করণ, এটী

১০ খণ্ডে বেরূৎ শহরে মুদ্রিত হইয়াছে। 'সীরৎ-'অন্তর্‌'-এ কেবল নায়ক 'অন্তর্‌ এবং নায়িকা 'অব্‌লহ্‌-এর কথা নাই, ইহাতে ইহাদের পূর্ব-পুরুষদের কাহিনী, এবং মূল আখ্যানের সহিত বিশেষ যোগ নাই এমন বহু ব্যাপার, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি, বর্ণিত আছে। মরু-বাসী আরবের কাছে ইহা আমাদের মহাভারতের ন্যায় লোকপ্রিয় কাহিনী; নগর-বাসী আরবগণ কাইরোতে ও অন্যত্র "রাওঈ" অর্থাৎ গায়ক বা পাঠকদের মুখে এই কাহিনী সাগ্রহে শুনিয়া থাকে; শহরের বড়-বড় কাফিখানায় 'সীরৎ-'অন্তর্‌'-এর পাঠকেরা সুর করিয়া ও গান গাহিয়া এই গদ্য-পদ্যময় মহাকাব্য পাঠ করে, সঙ্গে পাঠকের একজন অনুচর রবাব বাজায়। 'অন্তর্‌ এখন আরব জাতির এবং বিশেষতঃ মরু-বাসী আরবদের জাতীয় বীর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রাচীন রাঢ়-গৌড়-বঙ্গের লাউসেন, মধ্য-যুগের রাজস্থানের 'পৃথ্বীরাজ-রাসো'র পৃথ্বারাজ, উত্তর-ভারতের আল্‌হা ও উদল, তিব্বতের জাতীয় বীর রাজা কেসর বা গেসর, মধ্য-যুগের ব্রিটেনের রাজা Arthur আর্থর, ফ্রান্সের Roland রোলান্দ এবং স্পেনের Ruy Diaz Cid el Campeador রুই দিয়াস্‌ সীদ্‌ এল্‌-কাম্পেয়াদোর, রুষ-দেশের Igor ইগোর এবং Yugoslav যুগোশ্লাব-জাতির Marko Kraljevic' মার্কো ক্রাল্যেভিচ্‌-এর মত, অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির প্রধান-প্রধান জাতীয় বীর-পুরুষদের মত, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে আরব বীর 'অন্তর্‌ বিন্‌-শদ্দাদ্‌-এর স্থান। মরু-বাসী আরবেরা যে আদর্শকে জীবনে কাম্য বলিয়া মনে করে, সেই আদর্শ, এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ, অদ্ভুত বীরত্ব, অদ্ভুত কর্ম, অতিথি-সৎকার, নর-নারীর প্রেম, পূর্ব-পুরুষের ইতিহাস ইত্যাদি, মরুর আব-হাওয়ার মধ্যে এ-সমস্তই ইহাতে প্রচুর পরিমাণে মিলিবে। চীনদেশের মধ্য-যুগের 'সান্‌কুও-মিন্‌' এবং জাপানের 'গেঞ্জি-মোনোগাতারি' নামক অনুরূপ

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও প্রেমের রোমান্স-কাহিনীর সহিত 'সীরৎ-'অন্তর্' তুলিত হইতে পারে।

জর্মান আরবী-ভাষাবিৎ Von Hammer ফন্-হামর ১৮১৯ সালে একটী বড় প্রবন্ধে 'সীরৎ-'অন্তর্'-কে ইউরোপীয় অনুসন্ধিৎসু-সমাজে প্রথম পরিচিত করিয়া দেন। সঙ্গে-সঙ্গে Terrick Hamilton টেরিক্ হামিল্টন (ইনি ইস্তাম্বুলে তুর্কী সুলতানের সভায় প্রেরিত ব্রিটিশ রাজদূতের প্রাচ্য-ভাষাবিৎ মুন্শী ছিলেন) ক্ষুদ্রতর বা শামী সংস্করণের 'সীরৎ-'অন্তর'-এর মাত্র এক তৃতীয়াংশের একটী ইংরেজী অনুবাদ চার খণ্ডে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত করেন (Antar, a Bedoueen Romance, ১৮২০)। পূরা বইখানির অনুবাদ এখনও হয় নাই—মহাভারত-অনুবাদের মত এই গুরুতর কাজে কেহ হাত দেন নাই, যদিও চীনা 'সান্-কুও-মিন্' ও জাপানী 'গেঞ্জি-মোনোগাতারি' এখন পূরাপূরি সুন্দর ইংরেজী অনুবাদে পাঠ করিতে পারা যায়। যাযাবর অর্ধ-বর্বর মরুবাসী আরবদের আদিম কালের উপযুক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া ইহাতে গভীর এবং শিক্ষিত মানব-সমাজের রুচিকর বিশেষ কিছু নাই, সেইজন্য ইহার অনুবাদ বাজে কাজ বলিয়া মনে হয়, টেরিক্ হামিল্টনের পরে আর কেহ ইহাতে হাত দেন নাই। সমাজ-তত্ত্বের আলোচনার জন্যই ইহার প্রধান উপযোগিতা। বিভিন্ন পণ্ডিত অবশ্য ফন্-হামরের পরে 'সীরৎ-'অন্তর'-এর বিচার করিয়াছেন। টেরিক হামিল্টনের অনুবাদ হইতে দেখা যায়, ইহার বর্ণনাত্মক অংশগুলি মন্দ নহে, কিন্তু একই ধরণের যুদ্ধ, একই ধরণের জীবন, একই ভাবের বক্তৃতা ও কথোপকথন, খানিকটা পড়িতে-পড়িতে একঘেয়ে' লাগে; তবে বেশ স্ফূর্ত ও সাবলীল গতিতে কথাটী রচিত হইয়াছে; প্রায় সমস্ত কাহিনীটীর

মধ্যে তাহাদের প্রিয় এবং পরিচিত জীবনের কথা শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া আরবদের ইহা এত ভাল লাগে।

মরু-বাসী আরবদের কথা লইয়া গদ্য-পদ্যময় কাব্য কেবল এক 'সীরৎ-'অন্তর'-ই নাই, আরও কতকগুলি আছে। এগুলিও "রাওঈ" বা পাঠকগণ যথা-রীতি লোক-সমাজে আবৃত্তি করিয়া থাকে। বরকাৎ আবূ যয়্দ্ অল্-হিলাল-এর উপাখ্যান এই শ্রেণীর; তবে ইহাতে রোমান্টিক বা অদ্ভুত-রসের অবতারণা একটু বেশী। আবূ যয়্দের কথা চারি খণ্ডে বেরূৎ ও কাইরো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার অনুবাদ হয় নাই, তবে E. W. Lane লেন তাঁহার Modern Egyptians গ্রন্থে ইহার একটু সংক্ষিপ্ত-সার দিয়াছেন। 'সীরৎ-অল্-মুজাহিদীন' বা যোদ্ধাদের কাহিনী, অথবা এই কাহিনীর নায়িকা দল্হমহ্-র নাম অনুসারে 'সীরৎ-দল্হমহ্', আর একখানি লোকপ্রিয় আরব বীর-কাহিনী। মিসরের রাজা সুলতান অল্-যাহির বয়্বর্স (রাজ্যকাল খ্রীষ্টাব্দ ১২৬০—১২৭৭) প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন, মিসরের লোকেরা এখনও তাঁহার স্মৃতি ভুলে নাই; ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া 'সীরৎ-অল্-যাহির' নামে আর একটি লোকপ্রিয় রোমান্স-কথা মিসরে বিশেষ প্রচলিত। ইংরেজ আরবী-ভাষা-বেত্তা লেন এই দুইখানি বইয়ের সারাংশও লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে যে, আদিম ও উদ্দাম জীবনের বেদুইন বা মরু-বাসী আরবদের সম্বন্ধে আধুনিক নগর-বাসী আমাদের মনে একটা রোমান্টিক আকর্ষণ থাকিলেও, এবং প্রাচীন কালের বেদুইন গাথা নিজ বৈশিষ্ট্যের জন্য ও সরল-ভাবে মরু-জীবনের প্রতিফলনের জন্য সাহিত্য-রসিক শিক্ষিতজনের নিকট ভাল লাগিলেও ('মু'অল্লকাৎ' প্রভৃতি প্রাচীন আরব জাতীয়-কবিতার ইংরেজীতে ও অন্য ইউরোপীয় ভাষায়

একাধিক অনুবাদ ইহার প্রমাণ—বাঙ্গালী কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ও 'মু'অল্লকাৎ'-এর কাব্য স্যর উইলিয়াম জোন্স্-এর ইংরেজী অনুবাদে পাঠ করিয়া তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালায় কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছেন), 'সীরৎ-'অন্তর্'-এর মত কাহিনী বিশ্ব-মানবের গ্রহণ-যোগ্য হয় নাই। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে, বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারে একমাত্র 'আরব্য-রজনী'কেই আরব সাহিত্যের তরফ হইতে প্রাপ্ত সর্ব-প্রধান দান বলিতে পারা যায়।

৫। 'আরব্য-রজনী'র মুদ্রণ ও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ এবং প্রচার

'আরব্য-রজনী'র সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করা যাক্। ইরাকে, খুব সম্ভব বগ্দাদে, খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে প্রাচীন ফারসী বই 'হযার-অফ্শান' বা 'সহস্র আখ্যান' নামক পুস্তকের কোনও অজ্ঞাত-নামা লেখক বা লেখক-সমূহের কৃত আরবী অনুবাদের আধারে, 'অল্ফ্ লয়্লহ্' পুস্তকের পত্তন হইল; এবং অবশেষে খ্রীষ্টীয় ১৫০০—১৬০০-র মধ্যে কোনও সময়ে মম্লূক-বংশীয় সুলতানদের অধীনে কাইরো-শহরের অজ্ঞাতনামা সাহিত্যিকদের হাতে ইহার আধুনিক পূর্ণতা ঘটে। প্রাচীন আরবী হইতে আধুনিক কথ্য আরবী—সব রকমের আরবীর নিদর্শন ইহাতে আছে। মিসরে যে সংস্করণ দাঁড়াইয়া যায়, সেইটীকেই 'আরব্য-রজনী' মূল বা প্রধান সংস্করণ বলিয়া ধরা হয়। 'আরব্য-রজনী'র প্রথম মুদ্রণের চেষ্টা হয় কলিকাতা হইতে ১৮১৪—১৮১৮ সালে, ঐ সময়ে আরব-দেশ হইতে আগত এক আলেমের সম্পাদনায় লিথো-গ্রাফ করিয়া অংশতঃ (২০০ রজনী পর্য্যন্ত—সিন্দ্বাদের সপ্তম সমুদ্রযাত্রা

পর্য্যন্ত) মুদ্রিত হয়। তাহার পরে কলিকাতায় মিসর হইতে আনীত একটী সম্পূর্ণ হস্ত-লিখিত পুস্তক হইতে ১৮৩৯—১৮৪২ সালে, আজ হইতে শত বৎসর পূর্ব্বে, সম্পূর্ণ 'আরব্য-রজনী' একটী চমৎকার সংস্করণে চারি খণ্ডে বাঙ্গালার সিভিলিয়ান William H. Macnaghten মাক্নাটেন-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়; ইহার কিছু পূর্বে ১২৫১ হিজরা (খ্রীষ্টীয় ১৮৩৫—৩৬) সালে অনুরূপ আর একটী সংস্করণ মিসরের বূলাক-নগর হইতে প্রকাশিত হয়। (আজ হইতে ১০০ বৎসরের কিছু পূর্বে প্রাচ্যের তিনখানি শ্রেষ্ঠ বই কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল—১৮২৯ সালে চারি খণ্ডে Turner Macan ট্যর্নর্ মাকান সাহেব কর্তৃক ফির্দৌসী রচিত সমগ্র 'শাহ্নামা' সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়; ১৮৩৪-৩৯ সালে দেবনাগরী অক্ষরে সমগ্র মূল মহাভারত বাঙ্গালার এশিয়াটিক-সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হয়; এবং ১৮৩৯-১৮৪২ সালে 'অল্ফ্ লয়্লহ্ ওঅ লয়্লহ্'।) মাক্নাটেন ও বূলাক সংস্করণের প্রকাশের পরে, আরব জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে আরও অন্য হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া যায়, সেগুলি হইতে মাক্নাটেন ও বুলাক সংস্করণের অতিরিক্ত আরও অনেকগুলি গল্প পাওয়া যায়। ফরাসীতে ১৭০৪-১৭১৭ সালে Galland গালাঁর 'আরব্য-রজনী'র যে অনুবাদ প্রকাশিত হয়, সে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু গালাঁ অন্য অনেকগুলি গল্প পাইয়া তাহা তাঁহার অনুবাদে জুড়িয়া দেন; ইউরোপে প্রচারিত 'আরব্য-রজনী'তে (এবং ইউরোপ হইতে ভারতে আনীত ও ভারতীয় ভাষা-সমূহে অনূদিত 'আরব্য-উপন্যাস' বা 'আরব্য-রজনী'তে) এই গল্পগুলি এখন এই পুস্তকের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এগুলিকে এখন আর বাদ দিলে চলে না। 'আলাদীনের প্রদীপ' ও 'আলীবাবা ও চল্লিশজন

দস্যু' এই দুইটী বিখ্যাত গল্প, গালাঁ তাঁহার অনুবাদে প্রথম প্রকাশিত করেন, মূল মিসরী সংস্করণে এই দুইটী নাই। সাধারণ ইংরেজী ও অন্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ বহু দিন পর্য্যন্ত গালাঁর ফরাসী হইতেই করা হইত।

জর্‌মান পণ্ডিত Habicht হাবিখ্‌ট্ ও Fleischer ফ্লাইশর্ Tunis তুনিস্-নগরে প্রাপ্ত একখানি হস্ত-লিখিত পুস্তক হইতে ১২ খণ্ডে Breslau ব্রেস্‌লাউ নগর হইতে আর একটী সংস্করণ প্রকাশিত করেন (১৮২৫-১৮৪৩)। পরে বিভিন্ন দেশে 'আরব্য-রজনী'-সম্পৃক্ত অন্য নানা গল্পের প্রকাশ ঘটে।

আরবী হইতে নূতন করিয়া ইংরেজীতে 'আরব্য-রজনী'র অনুবাদ করেন Torrens টরেন্স (গুটী আষ্টেক গল্প মাত্র, ১৮৩৮ সালে), তাহার পরে E. W. Lane লেন (বূলাক সংস্করণ হইতে, অনেক বাদ দিয়া, ১৮৩৯-৪২ সালে), John Payne জন পেন (মাক্‌নাটন্ ও বূলাক সংস্করণ হইতে, সম্পূর্ণ, ১৮৮২—৮৪, লণ্ডনের Villon Soceity কর্তৃক প্রকাশিত), এবং শেষ Sir Richard Burton স্যর রিচার্ড ব্যর্‌টন (সম্পূর্ণ—মাক্‌নাটন ও বূলাক সংস্করণের অতিরিক্ত গালাঁর সমস্ত গল্প এবং অন্যান্য পুঁথিতে প্রাপ্ত গল্প—কাশী হইতে 'কামশাস্ত্র সমিতি' কর্তৃক ১৮৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত)। এতদ্ভিন্ন ফরাসী ও জরমানে মূল আরবী হইতে কৃত একাধিক করিয়া অনুবাদ আছে।

ব্যর্‌টনের অনুবাদকে, মূল মিসরী সংস্করণের 'আরব্য-রজনী'র সমস্ত উপলব্ধ হস্ত-লিখিত গ্রন্থে প্রাপ্ত তাবৎ উপাখ্যান, এবং তদতিরিক্ত পরিশিষ্ট-স্বরূপ অন্যত্র প্রাপ্ত সমস্ত উপাখ্যান লইয়া, সম্পূর্ণ ও সখিল 'আরব্য-রজনী'র অনুবাদ বলা যাইতে পারে। সাকল্যে ৪২৬টী উপাখ্যান লইয়া ব্যর্‌টনের অনুবাদ ১৭ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে—মূল 'আরব্য-রজনী'র ২৩১টী উপাখ্যান ১০ খণ্ডে, ও পরিশিষ্ট ৭ খণ্ডে বাকী ১৯৫টী উপাখ্যান। এই অনুবাদ যথাযথ ও সম্পূর্ণ অনুবাদ—অশ্লীল বলিয়া শিশু ও কিশোরদের পক্ষে অপাঠ্য অংশগুলি ইহা হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই; এই অনুবাদ বয়স্ক সমাজতত্ত্ববিৎ ও সাহিত্য-রসিকদের জন্য। পেন-এর অনুবাদে মূল 'আরব্য-রজনী'র ১৯৩টী ও পরিশিষ্ট-স্বরূপ ১৫৭টী, সব-শুদ্ধ ৩৫১টী কাহিনী আছে। 'আরব্য-রজনী'তে পদ্য অংশ প্রচুর আছে; এই পদ্য অংশ বা কবিতা সংখ্যায় ১২০০ আন্দাজ হইবে। এগুলি উপাখ্যানগুলির সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে। ব্যর্‌টন এগুলির চমৎকার ইংরেজী অনুবাদ দিয়াছেন। ব্যর্‌টন আরব-জাতির জীবনের খুঁটিনাটি কথা অনেক কিছু জানিতেন, তিনি মুসলমানের ছদ্মবেশে হজে গিয়া মক্কা-মদীনা দেখিয়া আসিয়াছিলেন; ব্যর্‌টনের টীকা-টিপ্পনী, এবং সর্বোপরি মূল 'আরব্য-রজনী'র অনুবাদের শেষে তাঁহার অতি মূল্যবান্ প্রবন্ধ, এই অনুবাদের গৌরব বাড়াইয়াছে। ব্যর্‌টনের এই প্রবন্ধে 'আরব্য-রজনী' সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব কথাই তিনি দিয়াছেন, এই শ্রেণীর প্রবন্ধ ইংরেজী ভাষায় একক ও অদ্বিতীয়।

ব্যর্‌টন ভিন্ন অন্যান্য বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত 'আরব্য-রজনী'র ইতিহাস ও গঠন, ইহার গল্পগুলির বিচার-বিশ্লেষণ ও রচনা কাল প্রভৃতি বহু উপযোগী বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে, ডেনীয় প্রাচ্য-বিদ্যা-বিৎ J. Oestrup য়োস্‌ট্রুপ্-কর্তৃক লিখিত Studier over Tusind og En Nat, 1894 ('সহস্র ও এক রজনী সম্বন্ধে আলোচনা') বইখানি বিশেষ প্রামাণিক, ফরাসী ও জর্‌মানে ইহার অনুবাদ হইয়াছে।

৬। 'আরব্য-রজনী'র উপাখ্যানের বিশ্লেষণ, ও ইহার সাহিত্যিক গৌরব।

'আরব্য-রজনী'র এই তিন-চারি শত আখ্যানের সম্পূর্ণ বিচার ও বিশ্লেষণ, একটী প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সম্ভবপর নহে। তবে মোটামুটি ইহার উপাখ্যানগুলিকে এইভাবে ভাগ করা যায়—

[ক] আদি 'আরব্য-রজনী'র উপাখ্যানাবলী; মুখ্যতঃ এগুলি ভারতবর্ষ হইতে পারস্যের মারফৎ প্রাপ্ত। কাঠামোর কাহিনী—সুলতান শহর্-য়ার ও তাঁহার ভ্রাতা শাহ্-যমানের কাহিনী, শহর্-য়ারের সহিত উজীর-পুত্রী শহর্-আযাদের বিবাহ, এবং কথা-প্রসঙ্গ; এবং সর্বাপেক্ষা কাব্যময় ও রমন্যাস-পূর্ণ গল্পগুলি, এই শ্রেণীতে পড়ে—যথা, ধীবর ও জিন, বসরা-নিবাসী হসন্, রাজকুমার বদর ও রাজকুমারী জৌহর, কমর-অল্-যমান ও বুদূর, অর্দ্‌শীর ও হয়াতু-ল্-নুফুস প্রভৃতি।

[খ] বগ্‌দাদের কাহিনী—ইরাকের শহর-বাসী আরবদের গল্প, খলীফা হারূন্ অল্-রশীদ-সংক্রান্ত কাহিনীগুলি। এগুলি বস্তুতন্ত্র উপাখ্যান, সমাজ-চিত্রের যাথার্থ্য এগুলির বৈশিষ্ট্য।

[গ] মিসরের উপাখ্যান—এগুলিতে যাদু ও জিন্-পরীর সমাবেশ বেশী। বয়সে এই গুলি [ক] ও [খ] অপেক্ষা নবীন। 'আলাদীনের প্রদীপ' এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত। এতভিন্ন, মিসরের রাজাদের সময়ের উপাখ্যান।

[ঘ] যুদ্ধ ও শূর-বীরের কথা, যেমন ওমর অল্-নু'মান-এর উপাখ্যান। মূলে আরব ও ঈরানী। এগুলির মধ্যে খ্রীষ্টান ইউরোপীয় প্রভাব কিছু আসিয়া থাকিতে পারে।

[ঙ] বিশিষ্ট-প্রকৃতি-যুক্ত কতকগুলি গল্প-সমষ্টি—

(১) সিন্দ্‌বাদ বা সিন্দিবাদের ভ্রমণ-কাহিনী। এগুলির আধার, আরব বণিক্ ও নাবিকগণের সমুদ্র-যাত্রার গাল-গল্প। কোনও-কোনও অংশে গ্রীক, এমন কি প্রাচীন মিসরীয় উপাখ্যানের ছায়াও এখানে আছে।

(২) রাজমন্ত্রীদের সদুপদেশ-মূলক কাহিনী। ভারতবর্ষের 'হিতোপদেশ' ও 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি এই শ্রেণীর গল্পের মূলে। পশুপক্ষীর আখ্যানগুলিও এখানে পড়ে।

(৩) জ্ঞানী হয়্‌ক্বার-এর গল্প। প্রাচীন আরব।

(৪) প্রেমের উপন্যাস। আরব ও ঈরান এই দুই দেশের।

(৫) জ্ঞান ও বিদ্বত্তা প্রকাশক গল্প—যেমন ক্রীতদাসী তওঅদ্দুদের কথা। আন্তর্জাতিক ইস্‌লামী আরব।

এ-সব শ্রেণী-বিভাগ, বিশ্লেষণ, ও উপাদান-বিচার, 'আরব্য-রজনী' জিনিসটাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বুঝিতে সহায়তা করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার উর্ধ্বে হইতেছে ইহার মধ্যে নিহিত রস-বস্তু। অদ্ভুত-রসে ও রোমান্সে, অসম-সাহসের কাহিনীতে ও জিন-পরীর বার্তায়; ফকীর-কলন্দর এবং সুলতান-সুলতানা, হাবসী, বাঁদী, বণিক্ ও সিপাহী, মরুবাসী বেদুইন ও শহরবাসী আরব নাগরিক, হারেম বা অন্তঃপুরের রমণী, এবং রাস্তা ও বাজারের নানা শ্রেণীর পুরুষ—ইহাদের ভীড় ও জটলার জমাট ছবিতে, 'আরব্য-রজনী' ছেলেবেলায় আমাদের আকুল করিয়া রাখিত। সমুদ্র-মধ্যে প্রাপ্ত কুপীর ভিতর হইতে বহির্গত মহাকায় জিন্ দৈত্য; গ্রীক হকীমের কাটামুণ্ডের কথা কহা; বগ্‌দাদে হারূন অল্-রশীদের নৈশ ভ্রমণ, সঙ্গে মন্ত্রী জাফর ও জল্লাদ মস্‌রূর; কালো রঙ্গের পক্ষিরাজ ঘোড়া, এবং তাহার লেজের আঘাতে কৌতূহলী রাজপুত্রের চক্ষু নষ্ট; সিন্দিবাদের সাগর যাত্রা—রক-পাখী, সাগর-পারের বুড়া, জীবন্ত সমাধি, একচক্ষু রাক্ষস, হাতীর-দাঁতের

কাজ ও দরজী ; নাপিতের ছয় ভাই ;
পাহাড়, সরন্দীবের রাজা ; কুব্জ ও দরজী ; নাপিতের ছয় ভাই ;
নূরুদ্দীন ও সুন্দরী ফারসী বাঁদী ; কমর অল্-যমান ও বদৌরার অদ্ভুত
কাহিনী ; সীদী নূমান, গোরস্থানে রাত্রে মৃতদেহ-খাদক পিশাচ ; গগন-
বিহারী কলের ঘোড়ায় চড়িয়া ঈরানের রাজপুত্রের বাঙ্গালার
সুলতানের কন্যার মহলে আগমন ; আলাদীনের প্রদীপ ; মন্ত্রপূত জলে
পাথর-হইয়া-যাওয়া মানুষকে জিয়ানো ; পর্বত-গুহায় দস্যুদের গুপ্ত
রত্নভাণ্ডার ; মর্জিয়ানার বুদ্ধি ; গভীর রাত্রে নির্জন পুরীতে কোরান-
পাঠের ধ্বনি ; পাতালপুরী ; মরুভূমির কাফিলা, আরব দস্যু ; শহরের
সরাইখানা ও মসজিদ ; শহরের সওদাগর-পটী ;—এই-রূপ কত না
চিত্র 'আরব্য-রজনী'র কথা হইলেই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে !
কৈশোরে চুরি করিয়া গুরুজনের অজ্ঞাতে বটতলায়-ছাপা বাঙ্গালা
'আরব্য-রজনী', এবং বাড়িতে ছোট-ছোট কাঠে-খোদা ছবিতে ভরা
ক্ষুদ্র অক্ষরে ছাপা একখানি ইংরেজী Arabian Nights' Enter-
tainments ছিল, সে বই পাঠের সে আনন্দ, সে বিস্ময়-পুলক ভুলিবার
নহে। এখন পরিণত বয়সে 'আরব্য-রজনী'র ব্যর্টন কৃত যথাযথ
অনুবাদে অন্য ধরণের আনন্দ পাইতেছি—ইহার মধ্যে নিহিত
কবিতাগুলির রস মূল-আরবীতে কিরূপ তাহার আস্বাদন করিতে
পারিলে কত না খুশী হইতাম! ব্যর্টনের অনুবাদের পরিশিষ্টে
রোমান প্রতিবর্ণে এগুলির আদ্য ছত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে
মূলের একটু ঝঙ্কার, সম্পূর্ণ মূলটীর সৌন্দর্য্য বিষয়ে কৌতূহল বাড়াইয়া
দেয় ;—একটী সমগ্র সভ্যতা, তাহার সাত-আট শত বৎসরের
প্রবহমান জীবন-স্রোত লইয়া, যেন 'আরব্য-রজনী' গ্রন্থের মধ্যে
চিরকালের জন্য নিজ স্থান করিয়া লইয়াছে। সুসভ্য, নাগরিক
এবং বিশ্ব-জগতের সঙ্গে পরিচিত, ও সঙ্গে-সঙ্গে মুসলমান-ধর্মে একান্ত